শুদ্ধভক্ত চরিতামৃত

সংকলক

শ্রীগৌরদাস ঘোষ

শ্রীগুরুদত্ত নাম—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

30

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শুদ্ধভক্ত চরিতামৃত

শ্রীশ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের নিত্য-সংকীর্তন-রাসলীলাপ্রবিষ্ট
শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর
ও
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের
পারমার্থিক জীবন ও শিক্ষা
এবং
এই মহাপুরুষ-দ্বয়ের আবির্ভাব স্থান
বর্দ্ধমান জেলায় আমলাজোড়া গ্রামের
সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পারমার্থিক গুরুত্ব।

সংকলক
শ্রীগৌরদাস ঘোষ
শ্রীগুরুদত্ত নাম—শ্রীগোবিন্দ দাস অধিকারী

প্রকাশক :—

শ্রীগৌরদাস ঘোষ,

শ্রীগুরুদত্ত নাম—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী,

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠ,

শ্রীধাম গোদ্রুম, নবদ্বীপ,

পোঃ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।

প্রকাশ :—

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের উনসপ্ততিতম

তিরোভাব তিথি।

১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৬ খৃষ্টাব্দ,

২৯শে পৌষ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

মুদ্রণে :—পোড়ামা প্রিন্টিং ওয়ার্কস

চরস্বরূপগঞ্জ, গাদিগাছা, নদীয়া।

শুদ্ধিপত্র

গ্রন্থ পাঠ করিবার পূর্ব্বে নিম্নলিখিত মুদ্রণ প্রমাদগুলি অবশ্যই শুদ্ধ করিয়া লইবেন।

পত্রাঙ্ক	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
খ	৯	আলোকসামান্য	অলোকসামান্য
১	১৭	বঞ্ছিত	বাঞ্ছিত
৩	১০	পিতামাতা	পিসীমাতা
৪	১৮	শাকে	শকে
৭	১	ভক্তিবলিাস	ভক্তিবিলাস
৮	৪	আকড়াধারী	আখড়াধারী
১৩	১০	শ্রীশ্রীহমাপ্রভুর	শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর
৪০	২	ধমলের	ধসলের
৪৭	১০	অবরোধবাদীর	অবরোহবাদীর
৯৪	৬	রভজোলা	রজোলাভ
১৩৮	১৮	লিখতে	লিখিতে
১৪২	১৫	মতবলটী	মতলবটী
১৭০	২১ ও ২২	নামসংকীর্ত্তন-মুখে মহোৎসব	নামসংকীর্ত্তন-মহোৎসব মুখে
১৭৭	৮	লাগিলন	লাগিলেন

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

ভূমিকা :—

মহাবদান্য শিরোমণি শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনদীয়াধামে শ্রীশচীর আঙ্গিনায় আবির্ভূত হ'য়ে "গোলোকের প্রেমধন হরিনাম সংকীর্ত্তন"—এর প্রবল বন্যায় বিশ্বকে প্লাবিত করেছিলেন। তাঁর লীলাসংগোপনের পর ৪০০ বৎসর অতীত হ'য়ে গেলে সেই বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির মন্দাকিনী ধারা ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হ'য়ে গেল। পৃথিবীর এই দুরবস্থা দর্শন করে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর তাঁর দুইজন অন্তরঙ্গ পার্ষদ—নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে প্রপঞ্চে প্রেরণ করেন।

জগদ্‌গুরু শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তির দিব্য আলোকে সারা বিশ্বের নরনারীকে উদ্বুদ্ধ ও সঞ্জীবিত করেন। এই মহাপুরুষের অন্তরঙ্গ সেবকরূপে আবির্ভূত হন শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ বর্দ্ধমান জেলায় আমলাজোড়া নামক শান্ত পল্লীগ্রামে,—যে গ্রামটি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ১০৮শ্রী শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের পদধূলিতে অভিষিক্ত হ'য়ে তীর্থীভূত হবার সৌভাগ্য লাভ করেছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের

অনুকম্পিত ও কৃপাপ্রাপ্ত শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর এবং যৌবনেই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত ও শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনিবেদিত শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ—এই দুই পুরুষই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের মহাসংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনকে নিত্য আশ্রয়রূপে বরণ করেন ও তা' প্রাপ্ত হন।

তাঁদের সুযোগ্য বংশধর জগদ্‌গুরু নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি গোস্বামী ঠাকুরের প্রিয় ও স্নিগ্ধ অনুগত সেবক শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী এই বৃদ্ধবয়সে অক্লান্ত পরিশ্রম ক'রে এঁদের ভজনজীবনের অলোকসামান্য দিব্য-জীবন ও শাশ্বত বাণী বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ ক'রে 'শুদ্ধভক্ত চরিতামৃত' গ্রন্থের মধ্যে পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন।

বর্ত্তমান জগৎ নাস্তিকতায় ভরা, বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির কথা বহির্মুখ জীব শুনতেই চায় না। বিশেষতঃ বিশুদ্ধ প্রেমভক্তির সাধক খুবই বিরল ; কিন্তু যাঁরা প্রেমভক্তি সাধনায় আত্মোৎসর্গ করেছেন, তাঁরা এই গ্রন্থপাঠে বিশেষ লাভবান হবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এই পারমার্থিক গ্রন্থটি শুদ্ধভক্তির সাধকগণকে নিত্যকাল শুদ্ধভক্তি সাধনায় উৎসাহ, উদ্দীপনা, ভজনে অগ্রগতি ও প্রেমভক্তির আলোক দান করবে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় পার্ষদ শ্রীশ্রীবাস ঠাকুরের আঙ্গিনা লোকচক্ষুর অন্তরালে পতিত অবস্থায় আছে দেখে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের প্রাণ কেঁদে ওঠে এবং তিনি তা' উদ্ধারের জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হ'লে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কৃপানির্দ্দেশে ৭০ বৎসর বয়সে তীব্র বৈরাগ্য

অবলম্বন করে সেই পতিত শ্রীবাস-অঙ্গন আবিষ্কার, উদ্ধারসাধন ও সেখানে শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবাসংস্থাপনের দৃঢ় সংকল্প নিয়ে ক্ষেত্রসন্ন্যাস-রূপে শ্রীবাস-অঙ্গনের ভূমিতেই আশ্রয় গ্রহণ করে পড়ে থাকেন এবং তাঁর প্রকটান্ত কাল পর্য্যন্ত ভিক্ষাদি দ্বারা অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত অপতিত ভাবে সেই সেবা চালিয়ে যান। তিনি ধামের সেবা ত্যাগ করে কখনও কোন তীর্থ দর্শনের অভিলাষ করেন নাই। সেই শ্রীঅঙ্গনের চিন্ময় অপ্রাকৃত ধূলিতলে তাঁরা পিতাপুত্র উভয়েই 'হা গৌরাঙ্গ' বলে কাতর ক্রন্দন এবং শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের ভূষণ—তৃণাদপি সুনীচতা, তরোরপি সহিষ্ণুতা ও অমানী মানদত্ব ধর্ম্ম—নিজেদের জীবনে আচরণ করে শুদ্ধভজনের উজ্জ্বল আদর্শ জগতে রেখে গেছেন। তাঁরা উভয়েই শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল প্রভুপাদের কৃপায় নিত্য শ্রীবাস-অঙ্গনের মহাসংকীর্ত্তন-রাসস্থলীতে প্রবেশ করে শ্রীনবদ্বীপ সুধাকরের নিত্য-সংকীর্ত্তন-রাসের সেবায় মগ্ন আছেন। আমি নিত্যকাল এই দুই মহাপুরুষের শ্রীচরণকমলে নিষ্কপট শ্রদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করি। আমার মত দীন হীনের প্রতি তাঁরা অহৈতুকী স্নেহ-কৃপাদৃষ্টি বর্ষণ করুন যাতে আমি তাঁদের শ্রীচরণের কৃপাশীর্ব্বাদে গোলোকের নিত্যসেবা লাভ করিতে পারি। তাঁদের শ্রীচরণে আমার এই সকাতর প্রার্থনা।

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের
কৃপারেণু প্রার্থী
দীনহীন অকিঞ্চন
শ্রীভক্তিভূষণ ভারতী

শ্রীভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রম,
শ্রীধাম গোদ্রুম, নবদ্বীপ,
পোঃ-স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

—ঃ ভক্ত্যর্ঘ্য ঃ—

হে পিতৃদেব,

আমার জ্ঞান উন্মেষের সময় হইতেই আমি আপনাকে নিকটে পাই নাই, পিতা যে কি বস্তু তাহা জানিতে পারি নাই এবং আপনাকে সেইভাবে সম্বোধন করিবারও বিশেষ সুযোগ পাই নাই। কারণ আমার অতি শৈশব কালেই আপনি আপনার শ্রীগুরুদেবের আহ্বানে আপনার স্নেহে লালিত পালিত শিশু গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান ত্যাগ করিয়া 'পৃথিবীর সর্ব্বত্রই অসংখ্য গৌরদাস বিরাজমান'— শ্রীগুরুদত্ত এই অপ্রাকৃত-জ্ঞানে বিভাবিত হইয়া—

দারা পুত্র পরিজন, কেহ নহে নিজজন,
মরণেতে কেহ নহে কার।

এই বিচারে আপনার একমাত্র পুত্র স্নেহের দুলাল গৌরদাসের মায়া, মোহ, আসক্তি হইতে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করিয়া ভগবৎ-নির্দ্দিষ্ট সুমহান ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য গৃহ, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পরিবার সমস্তই মলবৎ ত্যাগ করিয়া শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন।

শ্রীহরিকথা প্রচারোদ্দেশে আপনার পর্য্যটনকালে আমার কৈশোর বয়সে আমি কয়েকবার অতি অল্প সময়ের জন্য আপনার দর্শন লাভ করিয়াছিলাম। কিন্তু আপনার নিকট হইতে কোন সম্ভাষণ শুনিতে পাই নাই ; পুত্রবোধে আপনার নিকট হইতে কোন

প্রকার স্নেহের দাবীও তখন আমার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। অন্যান্য দর্শনার্থীদের মতই আমি আপনাকে ত্রিদণ্ডিস্বামী পরমবৈষ্ণব জ্ঞানে শ্রদ্ধা ও দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করিয়াছিলাম। সেই সময় আমার এই বিষয়ে কোন জ্ঞানও ছিল না। সৎসঙ্গের অভাবে কাণ্ডারীহীন অবস্থায় সেই সময় আমি জড়সঙ্গে আসক্ত থাকায় এবং আমার চিত্তে শুদ্ধ পারমার্থিক ভাব উন্মেষিত না হওয়ার জন্য স্বাভাবিকভাবেই আপনার চিত্ত আমার এইরূপ দুর্গত অবস্থা দর্শনে ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। তখনও আপনার চিত্তের এই ক্ষোভের বিষয় উপলব্ধি করিবার মত আমার শুভবুদ্ধির উদয় হয় নাই। পিতৃজ্ঞানে না হইলেও পরম বৈষ্ণব জ্ঞানেও আমি আপনার প্রতি কোন প্রকার কর্ত্তব্য পালন করিতে পারি নাই।

পরম পূজ্য পিতামহ আমার ভূমিষ্ঠ হইবার ছয় বৎসর পূর্ব্বেই গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিয়া ত্যক্তাশ্রমীরূপে শ্রীমায়াপুর চলিয়া যান ও শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন-উদ্ধার সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, এবং আমার বয়স যখন মাত্র সাত বৎসর তখন তিনি অপ্রকট-ধামে বিজয় করেন। সেই কারণে তাঁহাকে জানিবার ও তাঁহার প্রতি কোন প্রকার কর্ত্তব্য পালন করিবার সুযোগ পাই নাই। তাই অধুনা আমার জ্ঞানোদয় হইলে আমার পূর্ব্ব ইতিহাসের কথা স্মরণ করিয়া নিজেকে খুব অপরাধী জ্ঞানে অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছি। অপরাধ ক্ষালনের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া আপনাদের শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া আপনাদের অহৈতুকী কৃপালাভের জন্য আপনাদের গুণমহিমা সংবলিত এই 'শুদ্ধভক্ত চরিতামৃত' গ্রন্থখানি গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার ন্যায় আমার

হৃদয়ের অর্ঘ্যস্বরূপ পরম ভক্তিভরে আপনাদের শ্রীকরকমলে সমর্পণ করিলাম।

অনাত্ম পুত্র ও পৌত্র বুদ্ধিতে যদি আমি আপনাদের কৃপাপাত্র বলিয়া বিবেচিত না হই, অন্ততঃ কলিহত পতিত দুর্গত দুরাচারী নরাধম জ্ঞানে আমার প্রতি আপনাদের অহৈতুকী কৃপা প্রদর্শনের জন্য আপনাদের শ্রীপাদপদ্মে আমার সকাতর প্রার্থনা নিবেদন করিতেছি।

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গৌড়ীয়মঠ,
শ্রীধাম গোদ্রুম,
পোঃ—স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের
তিরোভাব তিথি।
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৬

শ্রীবৈষ্ণব দাসানুদাসাভাস
শ্রীগৌরদাস ঘোষ
শ্রীগুরুদত্ত নাম—শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

বিনম্র নিবেদন :—

ইংরাজিতে একটি বাক্য প্রচলিত আছে—"Morning shows the day, Child shows the man"—অর্থাৎ দিনটি কেমন যাইবে সাধারণতঃ তাহার আভাস সকাল বেলাতেই পাওয়া যায় এবং পরিণত বয়সে শিশুটীর চরিত্র কেমন হইবে তাহার আভাসও বাল্য-কালেই পাওয়া যায়। আজ যে দুই মহাপুরুষের জীবন চরিত সম্বন্ধে তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা করিয়া বর্ণনা করিবার প্রয়াস করিতেছি তাঁহাদের উভয়ের ক্ষেত্রেই এই প্রবাদ বাক্যটির যাথার্থ্য তাঁহাদের চরিত্রে বিশেষরূপে লক্ষিত হয়। তাঁহারা পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুঞ্জীভূত সুকৃতি ও সংস্কার লইয়াই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। জগতে কতকগুলি বস্তু সুদুর্ল্লভ। জীবের কর্ম্মফল ও বাসনা অনুযায়ী নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে আশি লক্ষ জন্মের পর মনুষ্যদেহ লাভ করা, আবার বহু ভাগ্যফলে মনুষ্যদেহ লাভ হইলেও সৎ-জীবন যাপন করিয়া ভগবদ্ উন্মুখী হইবার প্রবল ইচ্ছা হওয়া, এবং সর্ব্বশেষে নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া সম্বন্ধ জ্ঞানের সহিত ভগবানের সেবা-লাভের জন্য প্রকৃত সৎগুরুর আশ্রয় লাভ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আত্মনিবেদন করা। এইগুলি খুবই দুর্ল্লভ। তাই বেদের সার অমল পুরাণ শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"লব্ধা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।

ভূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবন্
নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥"

(শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৯।২৯)

অর্থাৎ বহু জন্মান্তর সংসারে ভাগ্যক্রমে পুরুষার্থ-সাধক, সুদুর্লভ এই অনিত্য মানব দেহ লাভ করিয়া যে-পর্য্যন্ত এই নিরন্তর মৃত্যুশীল দেহের পতন না ঘটে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত বিবেকী পুরুষ সত্বর নিশ্রেয়োলাভের জন্য যত্নশীল হইবেন। বিষয়ভোগ অন্যান্য নিকৃষ্ট প্রাণি-শরীরেও সম্ভবপর হইয়া থাকে, কিন্তু পরমার্থ লাভ অন্যদেহে সম্ভবপর নহে।

এই মহাপুরুষদ্বয় অর্থাৎ শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী মহারাজ আজন্ম ভক্তি সদাচার পালন করেন এবং ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই চারিটি আশ্রমই তাঁহাদের জীবনে পালিত হইতে দেখা যায়। তাঁহারা উভয়েই শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত অমূল্য নির্দ্দেশটি তাঁহাদের জীবনে যথাযথভাবে পালন করিয়াছেন।

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর এবং শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কিত রাঢ় দেশের অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলায় রাজবাঁধ ষ্টেশনের নিকট আমলাজোড়া নামক পল্লীতে আবির্ভূত হন। এই স্থানটি বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ও শুদ্ধভক্তি প্রচারকবর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের পদধূলিতে তীর্থীভূত হইয়াছে এবং গৌড়ীয় আচার্য্য ভাস্কর প্রভুপাদ জগদ্‌গুরু ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-

সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর সপার্ষদ এই আমলাজোড়া গ্রামে কয়েকবার শুভবিজয় করিয়া তাঁহার পদধূলিতে অভিষিক্ত করিয়া এই গ্রামটিকে ধন্য করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইবে।

কলিযুগ-পাবন-অবতারী শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"ভারত-ভূমিতে হৈল মনুষ্য-জন্ম যার।
জন্ম সার্থক করি কর পর-উপকার॥"

(চৈঃ চঃ আ-৯।৪১)

ভারত-ভূমিতে জন্মিয়া মানব মাত্রেরই মানবকে নিত্যদয়া বা কৃষ্ণোন্মুখী করা অবশ্য কর্ত্তব্য।

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর এবং শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ এই দুস্তরা মায়ার সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া সদ্গুরুর পদাশ্রয়-পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় একনিষ্ঠভাবে আত্মনিয়োগ করিয়া নিজেদের জীবন সার্থক করিয়াছেন এবং ভগবদ্-ধাম আশ্রয় করিয়া শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাগুলি নিজেদের জীবনে আচরণমুখে প্রচার করিয়া বহু মায়াবদ্ধ জীবকে ভগবদ্ উন্মুখী করিয়াছেন। এইভাবে তাঁহারা শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পূরণ করিয়া ধন্য ও চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। তাঁহারা শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর উল্লিখিত বাণী সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়া উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বাশ্রমে তাঁহারা পিতা-পুত্র সম্বন্ধে যুক্ত ছিলেন এবং উভয়েই সদ্গুরুর কৃপাভিষিক্ত হইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের মনোঽভীষ্ট পূরণপূর্ব্বক সাধনোচিত ফল লাভ করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা ও অভিলাষ অনুযায়ী তাঁহারা উভয়েই শ্রীমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে একনিষ্ঠভাবে সেবানিরত থাকিয়া তাঁহাদের নিত্যধাম-প্রয়াণের শ্রীধাম-রজোলাভের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৈকগত-প্রাণতার সুমহান-সুনির্ম্মল নির্ব্ব্যলীক আদর্শ রক্ষা করিয়া শ্রীশ্রীভগবান গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-মহারাসস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌর মনোহভীষ্টের নিত্যাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে পাশাপাশি অবস্থিত তাঁহাদের সমাধি মন্দির দুইটি অদ্যাপি তাঁহাদের শুদ্ধ ভজনাদর্শের কথা স্মরণ করাইয়া দর্শনার্থীদের বিশেষভাবে আকৃষ্ট ও উদ্বুদ্ধ করিতেছেন।

তাঁহাদের ভক্তিসদাচারের আদর্শপ্রভাবে তাঁহাদের পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়গণের প্রায় সকলেই শুদ্ধভক্তির আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

তাঁহাদের আদর্শ জীবন চরিত, বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও শুদ্ধভক্তি প্রচারকবর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংকীর্ত্তনস্থলী, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গৌরনিজজনগণের শ্রীপদাঙ্কপূত আমলাজোড়া গ্রামের ভাগ্যের কথা, তথায় শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সভাপতিত্বে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীপ্রপন্নাশ্রমের প্রতিষ্ঠা, তথায় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও শ্রীহরিকথা প্রসঙ্গ, সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদের আমলাজোড়া গ্রামে বিভিন্ন

সময়ে শুভ বিজয়, আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে তৎকর্তৃক শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীবিগ্রহের অভিষেক ও প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁহাদের সকলের অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনামুখে পর্য্যায়ক্রমে যথাসাধ্য বর্ণনা করিবার প্রয়াস করিতেছি।

গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ঃ—

এই দুই মহাপুরুষের পবিত্র জীবনী গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিবার জন্য প্রথমে প্রেরণা পাই শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের তদানীন্তন্ ম্যানে-জার পূজ্য শ্রীপাদ সুদর্শনদাস প্রভুর নিকট হইতে। শ্রীমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হইবার পর ইং ১৯৬৭ সাল হইতে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর ও শ্রীপাদ পুরী মহারাজের তিরোভাব তিথিতে তাঁহাদের তিরোভাব উৎসব উপলক্ষে আমি প্রতি বৎসর অন্ততঃ দুইবার করিয়া শ্রীমায়াপুর যাইতাম। ঐ সময়ই ভগবৎ ইচ্ছায় শ্রীসুদর্শন দাস প্রভু কয়েকবার আমার নিকট তাঁহাদের জীবন চরিত প্রকাশ করিবার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং মাঝে মাঝে এই বিষয়ে আমার নিকট খোঁজ খবর লইতেন ও উৎসাহ দিতেন।

তাহার পর ১৯৭৫ সালে রথযাত্রা উপলক্ষে আমি শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে যাই এবং সেখানে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া-ছিলাম। সেই সময় পরম আরাধ্যতম শ্রীল গুরু মহারাজ তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সেখানে ভাগ্যক্রমে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত পরম পূজনীয় শ্রীপাদ যতিশেখর দাসাধিকারী প্রভুর সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। তিনি কটকে থাকেন এবং কটক

পরমার্থী পত্রিকার সম্পাদক জানিতে পারিয়া আমি একদিন তাঁহাকে বলিলাম, "আমি শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের পুত্র। আমি শুনিয়াছি যে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ কটকের শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বেশ কিছুদিন ছিলেন। তাঁহার জীবন চরিত লিখিবার জন্য আমার ইচ্ছা হইয়াছে। আপনি কি তাঁহাকে জানেন এবং এই ব্যাপারে আপনি কি আমাকে কোন প্রকার সাহায্য করিতে পারেন?" আমার কথা শুনিয়াই তাঁহার চক্ষু দুইটি আনন্দে অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিল এবং তিনি আমাকে স্নেহভরে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, "আপনি উত্তম প্রশ্নই করিয়াছেন। তাঁহার প্রসঙ্গে কিছু বলিতে পারা আমার সৌভাগ্যের কথা ও মঙ্গলজনক। আমি তাঁহাকে যে শুধু দেখিয়াছি বা জানি তাহা নয়। তাঁহারই কৃপায় আমি এই শুদ্ধভক্তির সন্ধান পাইয়াছি এবং তাঁহারই প্রেরণায় ও কৃপাশীর্ব্বাদে আমি পরম আরাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। আমি তখন স্কুলে পড়ি। সেই সময় একদিন কটকের শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে গেলে সেখানে পরম পূজ্য শ্রীপাদ পুরী মহারাজের প্রথম দর্শন পাই। আমি যেন এক দিব্য মহাপুরুষের দর্শন পাইলাম। তাঁহার স্নিগ্ধ, প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। তাঁহার সৌম্যরূপ, দয়ার্দ্র দৃষ্টি আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। তিনি আমাকে খুবই স্নেহ করিতে লাগিলেন ও আমি সেইদিন হইতে প্রত্যহ তাঁহার নিকট যাইতাম। তিনি প্রত্যহ আমার নিকট হরিকথা বলিতেন। আমি প্রথমে তাঁহার কথা বুঝিতে না পারিলেও তিনি নিজগুণে কৃপা করিয়া

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত আমাকে অবগত করাইলেন। এইভাবে তাঁহারই কৃপায় আমি শ্রীভক্তিবিনোদ সরস্বতী ধারায় প্রবেশ লাভ করি।" তারপর শ্রীপাদ যতিশেখর প্রভু আমার নিকট শ্রীপাদ পুরী মহারাজের অনেক মহিমা কীর্ত্তন করিলেন।

আমি শ্রীপাদ পুরী মহারাজের জীবন চরিত প্রকাশ করিতে অভিলাষী জানিয়া তিনি খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং তাঁহার সেই দিনকার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি বহু ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমাকে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের পারমার্থিক জীবন ও শিক্ষা সম্বন্ধে এবং শ্রীপাদ পুরী মহারাজের লিখিত প্রবন্ধাদি বিষয়ে বিভিন্ন সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, দৈনিক নদীয়া প্রকাশ ও পরমার্থী পত্রিকা হইতে বিস্তৃত তথ্যাদি সংগ্রহ করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়াছিলেন। তাঁহার এই অমূল্য সেবার জন্য আমি তাঁহার নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিব। এইভাবে তাঁহারই ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও কৃপায় এই জীবন চরিত প্রকাশ করা সম্ভব হইতেছে। আমার দীর্ঘসূত্রতার স্বভাব বশতঃ এই গ্রন্থ প্রকাশে বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া তিনি কয়েকবার প্রতিনিধি মারফৎ আমাকে তাগাদা দিয়াছিলেন এবং এক সময় এইরূপ বিলম্বের জন্য তিনি এত ক্ষুব্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার প্রতিনিধি মারফৎ তাঁহার প্রেরিত তথ্যাদির পাণ্ডুলিপিগুলি ফেরৎ চাহিয়াছিলেন, নিজে ছাপাইবার জন্য। শ্রীপাদ পুরী মহারাজের প্রতি তাঁহার কিরূপ প্রগাঢ় শ্রদ্ধা এবং তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশ করিতে তিনি কিরূপ আগ্রহী তাহা তাঁহার এইরূপ মনোভাব হইতেই আমি হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার অন্তঃকরণ তাঁহার প্রতি

অকৃত্রিম শ্রদ্ধায় পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। গ্রন্থ প্রকাশে আমার এইরূপ বিলম্বের জন্য আমি খুবই লজ্জিত ও তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থী। তিনি গত ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৫, তারিখে অপ্রকট ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। আমারই দোষে এই গ্রন্থ সংকলন ও প্রকাশে বিলম্বের জন্য এই গ্রন্থখানি তাঁহার শ্রীকরকমলে দিতে পারিলাম না। সেজন্য আমি সকাতরে তাঁহার শ্রীচরণে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি যেন নিজগুণে এই অধম দাসের সকল অপরাধ মার্জ্জনা করেন। শ্রীপাদ সুদর্শন প্রভুও নিত্যধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তাঁহার চরণেও আমি আমার এই বিলম্বের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তিনি যেন নিজগুণে আমার এই অপরাধ মার্জ্জনা করেন।

গ্রন্থ সংকলন ও প্রকাশে বিলম্বের কারণ :—

এই গ্রন্থের আলোচ্য দুই মহাপুরুষই অপ্রাকৃত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। অনর্থগ্রস্ত জীবের পক্ষে অপ্রাকৃত তত্ত্ব উপলব্ধি করা ও বর্ণনা করা সম্ভবপর নহে। ইহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতার উপর নির্ভর করে না। সূর্য্য যেমন স্বপ্রকাশিত হন, এই জগতের কোন আলো দ্বারাই তাঁহাকে প্রকাশ করা যায় না, অপ্রাকৃত বৈষ্ণব চরিত্রও তদ্রূপ। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের অপ্রাকৃত মহিমা উপলব্ধি করা এবং বর্ণনা করা এই জড় ইন্দ্রিয়ের যোগ্যতা দ্বারা কোনক্রমেই সম্ভবপর নহে।

এদিকে আমার আয়ু শেষ হইয়া আসিতেছে। বার্দ্ধক্যের কবলে পড়িয়া শ্রবণ শক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও মেধা ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অকর্ম্মন্য হইয়া আসিতেছে। তাই নিরুপায় হইয়া নিজের যোগ্যতার

প্রতি ভরসা ছাড়িয়া অহৈতুকী কৃপালাভের জন্য এই দুই মহাপুরুষের চরণেই শরণাগত হইলাম। পরিশেষে মদীয় শিক্ষাগুরু, পরম আরাধ্যতম শ্রীল গুরু মহারাজের প্রেষ্ঠজন, পরম পূজ্যপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি-ভূষণ ভারতী মহারাজের শ্রীচরণকমলে আমার অযোগ্যতা ও অসুবিধার কথা জ্ঞাপন করিলে তিনি আমার প্রতি কৃপা আশীর্ব্বাদ করিয়া এই গ্রন্থ সংকলনে প্রভূত প্রেরণা দিলেন এবং এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্য সর্ব্ববিধ সহায়তা দানের আশ্বাস দিলেন। তাঁহা-দের সকলের অহৈতুকী কৃপার উপর নির্ভর করিয়াই এই মহাপুরুষ-দ্বয়ের গুণমহিমা কীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলাম।

আমার অযোগ্যতা, অনভিজ্ঞতা ও ভাষাজ্ঞানের অভাব বশতঃ গ্রন্থ-সংকলনে নানাবিধ ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য সুধী পাঠকবৃন্দ যেন নিজগুণে আমাকে ক্ষমা করেন। তাঁহারা যদি ভাষার শুদ্ধতা, মাধুর্য্য এবং রচনার পারিপাট্যের কথা বিচার না করিয়া কেবলমাত্র এই মহাপুরুষদ্বয়ের উজ্জ্বল ভজনাদর্শের ভাবটুকু গ্রহণ করিয়া হৃদয়ে কিঞ্চিৎমাত্র আনন্দলাভ করেন এবং ইহাতে যদি শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কিঞ্চিৎ সুখবিধান হয় তাহা হইলে আমার পরিশ্রম সার্থক হইবে এবং নিজেকে ধন্যাতিধন্য জ্ঞান করিব। গ্রন্থ মুদ্রণের প্রমাদ-গুলিও যেন সহৃদয় পাঠকবৃন্দ ক্ষমাসুন্দর চক্ষে দর্শন করিয়া সংশোধন করিয়া লন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

গ্রন্থ-সংকলনে পরম করুণাময়, পরম পূজনীয় শ্রীমদ্ ভক্তিভূষণ ভারতী মহারাজের প্রেরণা, অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদ ও সর্ব্ববিধ

সহায়তা বশতঃই এই 'শুদ্ধভক্ত চরিতামৃত' গ্রন্থখানির আত্মপ্রকাশ সম্ভব হইয়াছে। তাই, এই অযোগ্য পতিতদাসাধমের প্রতি তাঁহার এইরূপ অহৈতুকী কৃপার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে আমার অসংখ্য ভূলুণ্ঠিত দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদন করিতেছি।

পূজ্য শ্রীপাদ শ্যামানন্দদাস ব্রহ্মচারী তাঁহার বহুবিধ সেবার চাপ থাকা সত্ত্বেও তাঁহার পরোপকারী স্বভাব বশতঃ 'বোঝার উপর শাকের আঁটি'র মত এই গ্রন্থমুদ্রণের বহু দায়িত্বপূর্ণ সেবাভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া এই অনভিজ্ঞ, অপটু দীন সংকলকের প্রতি অশেষ কৃপা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এই অহৈতুকী কৃপা ও প্রীতির কথা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতার সহিত তাঁহার শ্রীচরণে পুনঃ পুনঃ আমার সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম জানাই।

শ্রীমদ্ ভক্তিকেবল ঔড়ুলোমি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সেবাশ্রমের স্নিগ্ধ বৈষ্ণববৃন্দ যাঁহারা এই গ্রন্থ-মুদ্রণ সেবায় অকুণ্ঠ চিত্তে সহায়তা করিয়াছেন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহাদের নিত্য মঙ্গল প্রার্থনা করি।

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গৌড়ীয় মঠ,
শ্রীধাম গোদ্রুম, নবদ্বীপ,
পোঃ-স্বরূপগঞ্জ, নদীয়া।
শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের তিরোভাব তিথি।
১৪ই জানুয়ারী, ১৯৯৬

নিবেদন—
ইতি
শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের
কৃপারেণু প্রার্থী
দীন সংকলক
শ্রীগৌরদাস ঘোষ
শ্রীগুরুদত্ত নাম—**শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী**

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

মঙ্গলাচরণ

ওঁ অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥
মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে শ্রীগুরুং দীনতারণম্ ॥
বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥
নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে ।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥
তপ্তকাঞ্চন গৌরাংগি রাধে বৃন্দাবনেশ্বরী ।
বৃষভানুসুতে দেবি ত্বাং নমামি হরিপ্রিয়ে ॥
হা কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো দীনবন্ধো জগৎপতে ।
গোপেশ গোপিকাকান্ত রাধাকান্ত নমস্তুতে ॥
গ্রন্থের আরম্ভে করি মঙ্গলাচরণ ।
গুরু, বৈষ্ণব, ভগবান-তিনের স্মরণ ॥
তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন বিনাশন ।
অনায়াসে হয় নিজ বঞ্ছিত পূরণ ॥

যাঁহার অহৈতুকী কৃপায় কৃষ্ণতত্ত্বই জীবের সম্বন্ধ ও উপাস্য, এবং শুদ্ধভক্তিই প্রেমরূপ প্রয়োজন পাইবার একমাত্র উপায় বলিয়া

জানিতে পারিয়াছি এবং যিনি আমার মত পতিত, দুরাচারী, বিষয় প্রমত্ত ও অনর্থগ্রস্তের প্রতি অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন স্বরূপ আমার কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আমাকে পরম উদার শ্রীগৌর ধামে শ্রীগোদ্রুমে আনিয়া শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠে শুদ্ধভক্তসঙ্গে বাস করিবার জন্য আমার হৃদয়ে লালসার সঞ্চার করিয়াছেন, সেই পরম আরাধ্যতম শ্রীগুরুপাদপদ্ম নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি কেবল ঔড়ুলোমি মহারাজ জয়যুক্ত হউন।

—০—
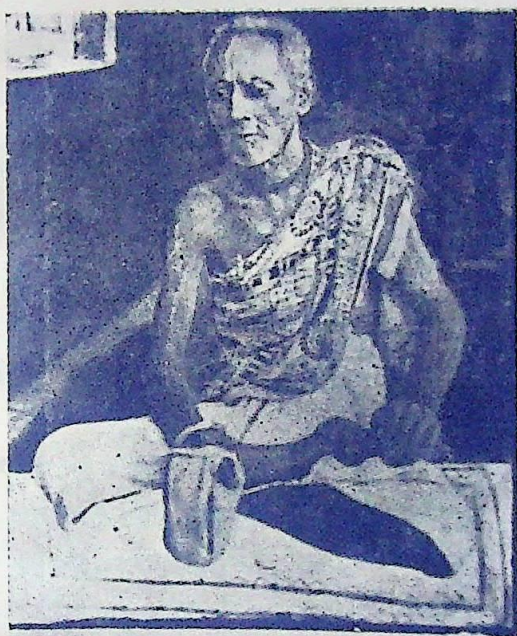
শ্রীভক্তিবিলাসঠাকুর

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ
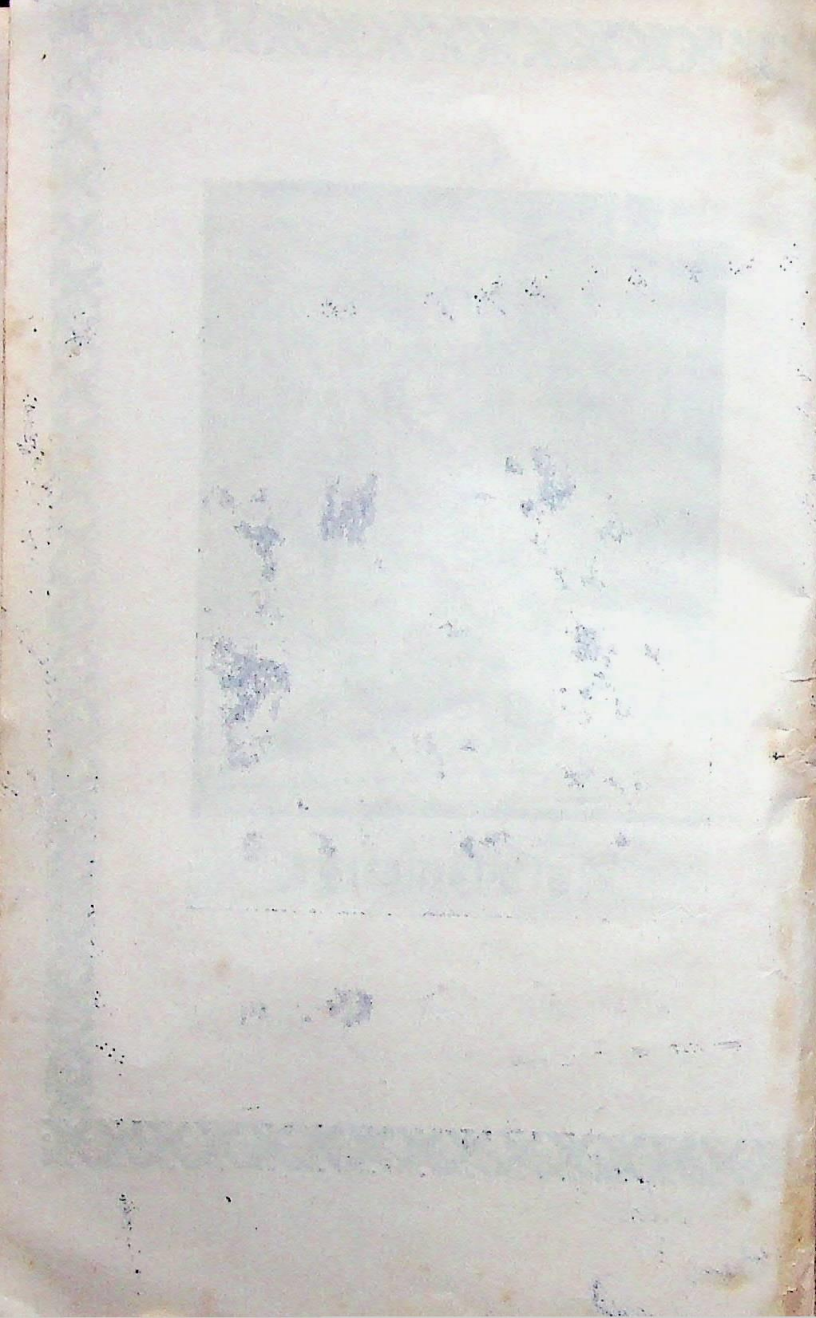
শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর

যাঁহার জীবন চরিত ও গুণমহিমা সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য প্রবৃত্ত হইয়াছি তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছু জানা নাই। কারণ আমি এই প্রপঞ্চে প্রথম সূর্য্যালোক দর্শন করিবার পূর্ব্বেই তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ক্ষেত্র সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক পতিত শ্রীবাস-অঙ্গনের উদ্ধারের জন্য শ্রীমায়াপুর চলিয়া যান এবং আমার বয়ঃ-ক্রম যখন মাত্র সাত বৎসর তখন তিনি অপ্রকট ধামে বিজয় করেন। যাঁহাদের নিকট হইতে তাঁহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে পারিতাম, অর্থাৎ আমার জ্যেষ্ঠতাত, মাতা, পিসীমাতা ইত্যাদি, তাঁহাদের কেহ এখন ইহ জগতে নাই। যখন জানিবার সুযোগ ছিল তখন আমার দুর্দ্দৈব বশতঃ এই সম্বন্ধে কোন কিছু জানিবার আগ্রহ ছিল না, সেজন্য খুবই অনুতপ্ত। তবু গঙ্গা জলে গঙ্গা পূজার ন্যায় তাঁহারই স্বলিখিত জীবন চরিত ও ও তাঁহার রচিত বিভিন্ন গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু উপকরণ সংগ্রহ করিয়া আমার সম্পূর্ণ অযোগ্যতা সত্ত্বেও সেইগুলি আমার হৃদয়ের অর্ঘ্য স্বরূপ তাঁহারই চরণে যথাসাধ্য নিবেদন করিবার চেষ্টা করিতেছি। আমার অযোগ্যতা নিবন্ধন এই অর্ঘ্য বিন্যাসে নানা ত্রুটি বিচ্যুতির জন্য তিনি যেন নিজগুণে আমাকে মার্জ্জনা করেন, তাঁহার চরণে এই প্রার্থনা জানাই।

তাঁহারই রচিত "শ্রীশ্রী মহাপ্রভুর স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র" গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে ১৭৬৬ শকাব্দায়, ইংরাজি ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ মাসে, বাংলা সন ১২৫০, ফাল্গুন মাসে, আমলাজোড়া গ্রামে তিনি আবির্ভূত হন।

যথা—"আমলাজোড়া গ্রাম, জিলা বর্দ্ধমান,
ললিত গৌরাঙ্গ দাস।
সপ্তদশ শত ছয় ষষ্ঠী শাকে,
জন্ম ফাল্গুন মাস॥"

তিনি উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থ কুলোদ্ভূত ছিলেন। নাম শ্রীললিত লাল ঘোষ। পিতা মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ। 'মহাত্মা' উপাধিটি তিনি কিভাবে পাইয়াছিলেন জানা নাই। তবে আমাদের ঘোষ বংশের কুলদেবতা শ্রীশ্রীলক্ষ্মী জনার্দ্দন জীউএর শ্রীমন্দির গাত্রে প্রোথিত মার্বেল প্রস্তর ফলকে লিখিত আছে—"শ্রীশ্রী ৺লক্ষী-জনার্দ্দন জীউএর সেবা স্বর্গীয় মহাত্মা প্রানকৃষ্ণ ঘোষ কর্ত্তৃক ১২৫৬ সালে প্রকাশিত ও এই শ্রীমন্দির তৎপত্নী শ্রীমতী গরবিনী দাসী কর্ত্তৃক ১৩২০ সালে প্রতিষ্ঠিত।"

মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ ঘোষের দুই বিবাহ হয়। প্রথম পক্ষের দুইটি পুত্র—ললিতলাল ও বিহারীলাল এবং দ্বিতীয় পক্ষের তিনটি পুত্র ছিলেন—কানাইলাল, বনোয়ারীলাল ও প্যারীলাল। শ্রীমতী গরবিনী দাসী তাঁহার দ্বিতীয়া পত্নী ছিলেন, কারণ শ্রীল ভক্তি বিলাস ঠাকুরের স্বহস্তে লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, তাঁহার যখন নিতান্ত অল্প বয়স তখন তাঁহার মাতৃবিয়োগ হয়।

সেজন্য তিনি তাঁহার মাতার প্রতি কোন কর্ত্তব্য পালন করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন।

আমলাজোড়া গ্রামটি ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ প্রধান। এই গ্রামের ঘোষ বংশের প্রসিদ্ধি বহুদিনের। বহুবর্ষ পূর্ব্বে এই বংশে ধর্ম্ম-জীবন পদ্ধতি কিরূপ ছিল সে বিষয়ে কোন বৃত্তান্ত জানা না গেলেও গত কয়েক পুরুষ ধরিয়া এই বংশে বৈষ্ণবীয় নিষ্ঠা ও শুদ্ধা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঘোষ বংশের পূর্ব্ব পুরুষেরা মুর্শিদাবাদ জেলার কাঁদির সন্নিকটস্থ চোঁয়াতোড় গ্রামের আদি বাসিন্দা ছিলেন। জীবিকা ও কর্ম্ম সংস্থাপন সূত্রে ৺মুচিরাম ঘোষ আমলাজোড়ায় আসিয়া বসবাস শুরু করেন। তখন হইতে তাঁহার বংশধরেরা আমলাজোড়া গ্রামে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। এই ঘোষ বংশের সংক্ষিপ্ত কুলজী এবং আমলাজোড়া গ্রামের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পর্য্যায়ক্রমে পরে যথাস্থানে বর্ণনা করিবার বাসনা রহিল।

শ্রীমদ্ভক্তি বিলাস ঠাকুর বাল্যকাল হইতেই নিষ্ঠাপরায়ণ ও সদাচারী ছিলেন। জীবনে কখনও মৎস মাংসাদি অমেধ্য ভোজন কিংবা কোন প্রকার মাদক দ্রব্যাদি স্পর্শ করেন নাই। তাঁহার নৈতিক চরিত্র ছিল দর্পনের ন্যায় নির্মল। সে সময় Entrance পাশ করিয়া ওকালতি পরীক্ষা দেওয়া চলিত। এমনকি জজ-কোর্টেও ওকালতি করিতে পারিত। তাঁহার সহপাঠী কয়েকজন ওকালতি পরীক্ষায় পাশ করিয়া ওকালতি ব্যবসা করিয়া বিশেষ অর্থ উপার্জ্জন করিতে থাকেন এবং তাঁহাকেও ওকালতি পরীক্ষা

দিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ইহাতে কোন-মতে প্রবৃত্তি হয় নাই। মিথ্যা কথা বলিতে হইবে এবং অন্যায়রূপে অর্থ উপার্জ্জন করিতে হইবে এই ভয়ে তিনি ওকালতি পরীক্ষা দিতে রাজী হন নাই। তিনি প্রথমে ১৫ বৎসর শিক্ষকতার কার্য্য করিয়াছিলেন। বেতন ২০ টাকার বেশী ছিল না। সাংসারিক কার্য্যে তিনি অপটু ছিলেন। তাঁহার পত্নীই অল্প আয়েও অতিশয় দক্ষতার সহিত সংসারের সর্ব্বপ্রকার সমস্যার সমাধান করিয়া লইতেন। তাঁহার স্নেহ, বাৎসল্য ও মধুর ব্যবহারের জন্য আবাল বৃদ্ধ আত্মীয় স্বজন কুটুম্বাদি সকলেরই নিকট তিনি পরম শ্রদ্ধার পাত্রী ছিলেন। বাঁকুড়া জেলার সাহারজোড়া গ্রামে তাঁহার পিত্রালয় ছিল। শিক্ষকতা করিবার সময়েই শ্রীললিতলাল ডাক্তারী চিকিৎসা শিক্ষা করিয়া শিক্ষকতা ছাড়িয়া সাফল্যের সহিত চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। বর্দ্ধমান জেলার রাণীগঞ্জ ষ্টেশন হইতে কয়েক মাইল দূরে ধসলের কয়লা কুঠীতে ৩।৪ বৎসর চিকিৎসক হিসাবে চাকুরী করেন। তাহার পর কয়লা কুঠী বন্ধ হইয়া গেলে তিনি স্বাধীনভাবে চিকিৎসা করিতে থাকেন। চিকিৎসায় বেশী অর্থ লইতেন না। ইহাতে তাঁহার বৎসরে ৮০০৲। ৯০০৲ টাকা রোজগার হইত। মিতব্যয়িতার সহিত সংসার চালাইয়া এই আয় হইতেই তিনি সংসার খরচের জন্য এবং দেবসেবার জন্য বেশ কিছু জমি খরিদ করিয়াছিলেন এবং পুত্র কন্যাদের বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সময় তিনি একাকী স্বতন্ত্র বাসায়

থাকিতেন। তাঁহার রসুই আতপ চালের হইত এবং নিজে একপাকে রন্ধন করিয়া যাহা হইত তাহাই খাইতেন।

তাঁহার দুই পুত্র ও তিন কন্যা ছিলেন। বড় পুত্রটির নাম মতিলাল এবং ছোট পুত্রের নাম হীরালাল। কন্যাদের নাম যথাক্রমে কামিনী, মিনু ও ভবানী। প্রথমা কন্যা কামিনীই সকলের বড় ছিলেন এবং অতি অল্প বয়সেই বিধবা হন। দুই পুত্রই এবং জ্যেষ্ঠা কন্যা কামিনী শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করেন। বড় পুত্রটির দীক্ষান্তে নাম হয় শ্রীমাধবেন্দ্র দাস অধিকারী। তিনি গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াই শেষ জীবন পর্য্যন্ত নিষ্ঠার সহিত ভজন করিয়া গিয়াছেন। ছোট পুত্রটির দীক্ষান্তে নাম হইয়াছিল শ্রীহৃদয়চৈতন্য দাস অধিকারী। ইনি কিছুদিন গৃহস্থাশ্রমে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবায় রত থাকিয়া গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১৩৩১ সালে আনুমানিক ৩১ বৎসর বয়সে গৃহ-ত্যাগ করিয়া ত্যক্তাশ্রমীরূপে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে আত্ম-নিবেদন করেন এবং ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ২৮শে ভাদ্র শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে তদীয় প্রসাদরূপে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ নামে খ্যাত হন।

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের পিতা মহাত্মা প্রাণকৃষ্ণ ঘোষ নামপরায়ণ হবিষ্যান্নভোজী পরম বৈষ্ণব ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর নিজেও বাল্যাবধি সদাচার পালন করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার

সহিত জীবন যাপন করিতেন। কিন্তু তাঁহার প্রথম জীবনে তত্ত্বজ্ঞ-বৈষ্ণব-সঙ্গ না হওয়ায় এবং তৎকালীন আউল, বাউল, দরবেশ, কর্ত্তাভজা ও আকড়াধারী বাবাজীগণকে প্রকৃত বৈষ্ণব মনে করিয়া এবং তাহাদের অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ ও নানা প্রকার অধর্ম্ম আচরণ দেখিয়া প্রথমে বৈষ্ণবধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। সেজন্য শ্রীবিগ্রহ পূজাকে ও পৌত্তলিকতারই অন্যতম জ্ঞান করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হন এবং শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র সেনের বক্তৃতা পাঠ করিয়া তাঁহার উপদেশ অনুযায়ী উপাসনা করিতে থাকেন। ইহাতে তাঁহার কিছু নৈতিক উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞান কিছুমাত্র হয় নাই। শেষে শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন লাভে এবং তাঁহার উপদেশ গ্রন্থ পাঠ করিয়া বৈষ্ণব ধর্ম্মই যে জীবের নিত্যধর্ম্ম তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন ও তদবধি তিনি শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

আদর্শ নৈতিক চরিত্রের অধিকারী হইয়াও তাঁহার প্রথম জীবনে বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করার জন্য তিনি পরে আক্ষেপ করিয়া লিখিয়াছিলেন— "আমার পিতৃদেব হবিষ্যান্নভোজী নামপরায়ণ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। আমার নৈতিক চরিত্র দর্শনে তিনি সন্তুষ্ট থাকিলেও আমার ধর্ম্মান্তর অবলম্বন করার জন্য যদিচ স্নেহবশতঃ তিনি মুখে কিছু বলেন নাই, কিন্তু অন্তরে অবশ্যই আঘাত পাইয়াছিলেন—এই কথা স্মরণ করিয়া আমি অন্তরে অত্যন্ত বেদনা বোধ করিতেছি। এই অপরাধ ক্ষালনের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীল ভক্তিবিনোদ

ঠাকুরের রচিত শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণ মঙ্গল স্তোত্রের ভাব অবলম্বনে আমার রচিত 'শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র' গ্রন্থখানি পিতৃদেবের করকমলে উৎসর্গ করিয়া আমার সমস্ত অপরাধ মার্জ্জনা করিবার জন্য প্রার্থনা জানাইতেছি।"

১২৯৩ বঙ্গাব্দে শ্রীরামপুরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। ইহার চারি বৎসর পরে ১২৯৭ বঙ্গাব্দে তিনি আমলাজোড়া গ্রামে স্বীয় আলয়ে শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শনলাভে কৃতার্থ হন এবং তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত বীর্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া শুদ্ধ ভক্তসঙ্গে ভজনের প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করিতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা প্রাপ্ত হইয়া তিনি কিছুকাল গৃহে থাকিয়াই নিষ্ঠার সহিত হরিভজন করেন। সেই সময় তিনি সময় বিভাগ করিয়া পাঠ, কীর্ত্তন, নামজপ, চিকিৎসা, আহার নিদ্রাদি সমুদয় ক্রিয়া প্রতিদিন নিয়মিত ভাবে করিতেন। রোগী দেখিবার জন্য কখন কখন তাঁহাকে ৩।৪ মাইল দূরে পদব্রজে যাইতে হইত। যাইবার সময় ও আসিবার সময় একাকী নির্জ্জন পথে মালায় নাম জপ করিতেন। রন্ধন করিবার সময়ও তিনি মুখে নাম জপ করিতেন। কোন সময়ই তিনি ব্যর্থ যাইতে দিতেন না। গৃহে থাকা কালেই তাঁহার শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করাইয়া সেবা করিবার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে সেবা চালাইতে নানা অসুবিধা হইতে পারে এই কথা চিন্তা করিয়া তিনি নিরুদ্যম হন এবং তৎপরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীমহাপ্রভু

ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর চিত্রপটের সেবা প্রবর্ত্তন করেন এবং চিড়াভোগের ব্যবস্থা করেন। অদ্যাপি আমলাজোড়ায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মী জনার্দ্দন জীউএর শ্রীমন্দিরে তাঁহার বংশধরেরা সেই চিত্রপটের সেবা চালাইয়া আসিতেছেন। পরে শ্রীবাস-অঙ্গনে ভজননিরত থাকা কালে এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"চিড়াভোগ হইতে থাকায় আমার মনে ক্ষোভ ছিল, কারণ মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই। কিন্তু প্রভু দয়াময় এবং অন্তর্যামী। এখন বোধ হইতেছে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর অভিলাষ ছিল আমার দ্বারা পতিত শ্রীবাস-অঙ্গনের উদ্ধার সাধন এবং সেখানে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের শ্রীমূর্ত্তির সেবা প্রতিষ্ঠা করান ; সেজন্য গৃহস্থাশ্রমে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করাইতে সক্ষম হই নাই। তাহার ২০ বৎসর পরে ১৩২১ সালে মাঘ মাসে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জন্মদিনে শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে তিনি আমার দ্বারা শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দের সেবা প্রতিষ্ঠা করাইয়া আমার পূর্ব্বের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিলেন।"

এইরূপে গৃহে থাকিয়া নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে করিতে ক্রমশঃ তাঁহার ভজনে আর্ত্তি বৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তিনি ১৩১৮ সালে ৬৮ বৎসর বয়সে তীর্থদর্শনের জন্য শ্রীক্ষেত্র-ধাম যান এবং তাহার পরবৎসর ১৩১৯ সালে ৬৯ বৎসর বয়সে মাঘ মাসে শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শনের জন্য শ্রীমায়াপুর আসেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি কোন তীর্থ দর্শনে বাহির হন নাই। এই সময় শ্রীমায়াপুরে পতিত শ্রীবাসঅঙ্গন দেখিয়া তাঁহার মনে খুব দুঃখ হয়। এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"১৩১৯ সালে মাঘ মাসে

শ্রীপঞ্চমী দিনে শ্রীশ্রীমায়াপুরে পতিত শ্রীবাস অঙ্গন দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। অদ্যাপি যে স্থানে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কীর্ত্তনাদি নিত্যলীলা হইয়া থাকে এবং তাহা শুনিতে ও দেখিতে দেবতারাও আসেন, সেই স্থানটি আজ পতিত ও প্রাণী মাত্রেরই মলমূত্র ত্যাগের স্থান হইয়া রহিয়াছে। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার আর কি আছে ? বৃন্দাবনে যেমন রাসস্থলী, এই মায়াপুরে তেমনি শ্রীবাসঅঙ্গন।"

তাঁহার শ্রীমায়াপুর-দর্শন সম্বন্ধে সরস্বতীজয়শ্রী-বিংশ বৈভব-১৭০ পৃষ্ঠায় উপদেশক আচার্য্য শ্রীপাদ পরমানন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যারত্ন ভক্তিকুঞ্জর প্রভুর প্রদত্ত বিবরণ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"২৭শে মাঘ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া জন্মোৎসবের দিন (২৯শে মাঘ, ১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯১৩) ডাঃ শ্রীললিতলাল ঘোষ (পরে শ্রীযুক্ত ললিতলাল ভক্তিবিলাস) তাঁহার এক পুত্র, স্ত্রী, কন্যা ও ভগ্নীসহ শ্রীমায়াপুর আসিলেন। তিনি শ্রীবাস অঙ্গনের সেবা প্রকাশ করিবার জন্য স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া এখানে আসিয়াছিলেন। সঙ্গী লোকদিগকে দেশে রাখিয়া শীঘ্রই তিনি শ্রীমায়াপুরে চলিয়া আসিবেন বলিয়া তিন চারি দিন পরে সঙ্গীগণসহ দেশে ফিরিয়া গেলেন। যাওয়ার সময় শ্রীবাস-অঙ্গনে একটি বেড়া দিবার ভার আমার উপর দিয়া গেলেন।"

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর লিখিয়াছেন,—"শ্রীবাস-অঙ্গনের পতিত অবস্থা দর্শনের পর অত্যন্ত ক্ষোভিত চিত্তে বাটী ফিরিলাম।

শ্রীবাস-অঙ্গনের দুর্দ্দশা দেখিয়া আমার হৃদয়ে যে আঘা লাগিয়াছে, যতক্ষণ না ইহার উদ্ধার হয় ততক্ষণ দুঃখ যাইবেনা যতদিন বাঁচিয়া থাকিব ইহার উদ্ধারের জন্য ভক্তগণের নিক প্রার্থনা করিব এবং নিজেও সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিব। এইটি যে শ্রীবাস-অঙ্গন তাহা সব ভক্ত জানেন না। সব ভক্তগণক জানাইতে পারিলে ইহার উদ্ধার সাধন হইতে পারে। শ্রীশ্রীমহা- প্রভুর ইচ্ছাই বলবান। ভক্তদের ইচ্ছা তিনি অবশ্যই পূর করিবেন, ইহাতে অনুমাত্র সন্দেহ নাই।

ইহার পর গৃহেই নিজের সামর্থ্য অনুযায়ী ভক্তিগ্রন্থ আলো- চনা করিতে লাগিলাম। সংস্কৃত ভাষা ভালভাবে জানা ন থাকায় টীকা টিপ্পনীর সাহায্যে বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম একটি হরিসভা করিলাম এবং শনিবারে শনিবারে ঐ সভা অধিবেশন হইতে লাগিল। সভার মেম্বার কোন ভক্তকে পাইলাম না। কয়েকটি স্কুলের ছাত্র এবং গ্রামের কতকগুলি নিরক্ষ লোক পাইয়া সভার কার্য্য করিতে লাগিলাম। পাঠ, কীর্ত্তন ও প্রবন্ধ পাঠ হইতে লাগিল এবং সামান্য সামান্য বক্তৃতা হইল নিজেও সামান্য সামান্য খোল বাদ্য ও কীর্ত্তন শিখিতে লাগিলাম এইরূপ নিয়মে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। কিন্তু শ্রীবা অঙ্গনের চিন্তা দিবসে ও রাত্রিতেও হইত। ইহার উদ্ধারের উপা কি ভাবিতে লাগিলাম। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদি নিদ্রিত হইলাম। যেন স্বপ্নে কেহ বলিলেন—'তুমি গৌর লীল লিখ, গৌরলীলা স্মরণ কর এবং গৌরলীলা কীর্ত্তন কর, তবে

তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' এই স্বপ্নের পর আনন্দিত হইয়া আমার সময়কে বিভাগ করিয়া সেই অনুযায়ী সংকীর্ত্তন, গৌরলীলা রচনা, গৌরলীলা স্মরণ, হরিনাম জপ ইত্যাদি নিয়মিত ভাবে করিতে লাগিলাম। কিন্তু এখনও সংসার আশ্রমে আছি বলিয়া চিত্তের মলিনতা ঘোচে নাই। এক বৎসরের বেশী আর বাটীতে থাকিতে পারিলাম না। আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া কেহ যেন বলপূর্ব্বক শ্রীবাস-অঙ্গনের দিকে টানিতেছে এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। এইজন্য মনে মনে স্থির করিলাম মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে গিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইব এবং শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্য প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব। শেষে শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরকে পত্র দিলাম। তিনি আমাকে লিখিলেন, "আপনি শ্রীমায়াপুর আসিয়া ভজন করুন, আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।"

তাঁহার আজ্ঞানুসারে ১৩২০ সালে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দুই একদিন পূর্ব্বে শ্রীমায়াপুরে আসিয়া শ্রীমন্দিরের নিকট (যোগপীঠ) অবস্থান পূর্ব্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমার বয়স ৭০ বৎসর। এইরূপে গার্হস্থ্য জীবন শেষ হইল। ঘর হইতে আসিয়া কিরূপে থাকিব, অর্থ কোথায় পাইব, এ চিন্তা মনের মধ্যে আসে নাই। সেই সময় আমার প্রার্থনা ছিল ৩টী—শ্রীবাস অঙ্গন উদ্ধার, শ্রীগৌরকুণ্ড প্রকাশ এবং শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমার প্রবর্ত্তন। দয়াময় প্রভু আমার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন এবং ক্রমে ক্রমে তাহা পূর্ণ করিতে লাগিলেন।"

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর গৃহ হইতে আসিয়া মায়াপুরে শ্রীযোগপীঠ মন্দিরের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতে থাকেন এবং শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিকট দৈন্যের সহিত প্রার্থনা জানাইতে থাকেন। তিনি সেই সময় সপ্ততিবর্ষপর (৭০) বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা দেখিয়া শ্রীশ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা তাঁহাকে যোগ্যপাত্র বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে ঐ সভার সদস্যভুক্ত করেন এবং শ্রীবাস অঙ্গনের উদ্ধার কার্য্যে তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে সাহায্য করিবার জন্য জনসাধারণ ও ভক্তসমাজের উদ্দেশ্যে নিবেদন করিয়া একটি নিবেদন পত্র ছাপাইয়া তাঁহাকে দিয়াছিলেন। তিনি নিজেও শ্রীবাস অঙ্গন উদ্ধার সাধনে বদ্ধপরিকর হইয়া সমস্ত গৌরভক্তগণের নিকট যথাসাধ্য ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য আত্মপরিচয় সহ একটি আবেদন পত্র ছাপাইয়া ভিক্ষা সংগ্রহে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এই নিবেদন পত্র ও আবেদন পত্রের প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

নিবেদন পত্রের প্রতিলিপি

শ্রীশ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্।

নিবেদন

শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামের শ্রীবাসঅঙ্গনের সংস্কার ও তথায় পঞ্চতত্ত্বের সেবা সংস্থাপন জন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবসমাজ হইতে বিপুল আয়োজন হইতেছে। শ্রীশ্রীনবদ্বীপধামপ্রচারিণী সভা এই বৃহৎ কার্য্যের ভার নিজহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীবাসঅঙ্গনের পঁয়ত্রিশ কাঠা

জমি পাকা প্রাচীর দ্বারা বেষ্টন করিয়া তদুপরি (তন্মধ্যে) শ্রীমন্দির, ভোগমন্দির, নাটমন্দির, পুষ্পোদ্যান এবং তৎসংলগ্ন একটি পুষ্করিণী প্রস্তুত করা স্থিরীকৃত হইয়াছে। অন্যূন বিশ-সহস্র টাকা উহাতে ব্যয় পড়িবেক। গৌর ভক্তের মধ্যে অনেক রাজা, মহারাজা, জমিদার ও ধনীব্যক্তি আছেন, উহাঁদের এক জনের দ্বারা ঐ ব্যয় সঙ্কুলন হইতে পারে। কিন্তু কাহাঁর সেইরূপ প্রবৃত্তি আছে না জানায় আমরা সকলেরই নিকট এবিষয়ে ভিক্ষা প্রার্থনা করি। যাহার যেমন সাধ্য তিনি তদনুরূপ আনুকূল্য করিয়া এই বৃহৎ কার্য্য সাধনের সহায় হউন। সামান্য দানও সাদরে গৃহীত হইবে, তাহাতে লজ্জা সঙ্কোচের কিছুই নাই, সাহায্য-দাতৃগণের নাম ও সাহায্যের পরিমাণ সাধারণের অবগতির জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে এবং কার্য্য আরম্ভ হইলেই আয় ব্যয়ের হিসাব রীতিমত প্রদর্শিত হইবে কাহারও কোনও প্রতারণার বা প্রবঞ্চনার ভয় নাই। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার সদস্য রূপে বর্দ্ধমান জিলার আমলাযোড়া গ্রাম নিবাসী সপ্ততিবর্ষপর প্রাচীন সুবিজ্ঞ ভক্তপ্রবর শ্রীযুক্ত ললিতলাল ঘোষ ভক্তিবিলাস মহাশয় প্রত্যেকের দ্বারে দ্বারে গিয়া এই ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন (কিম্বা কোন কারণবশতঃ যাইতে অসমর্থ হইলে এই রিপোর্টের সহিত আবেদন পত্র পাঠাইবেন)। তিনি প্রাচীন বৈষ্ণব ও অতিশয় সজ্জন। ভক্তগণের যাঁহার যেরূপ সাধ্য তদনুসারে সাহায্য প্রদান করিয়া নিজ নিজ ধনের ও জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করুন্ এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর অপার কৃপার অধিকারী হউন্। ধন

এবং জীবন উভয়েই অস্থায়ী কিন্তু তাহা দ্বারা যে কীর্ত্তি লাভ হইবেক তাহাই চিরস্থায়ী হইবেক। শ্রীবাসঅঙ্গনের সংস্কার ও সেবা প্রকাশ হইলে বৈষ্ণব মাত্রেরই একটী বৃহৎ কার্য্য সম্পাদন হইবেক। গৌরভক্তগণের আনন্দের সীমা থাকিবে না এবং হিন্দুসাধারণ, প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানের পুনরুদ্ধার দেখিয়া পরমানন্দ লাভ করিবেন; দেশের গৌরব রহিবে। অতএব ভাই সব, আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধ্য আনুকূল্য প্রদান করিয়া এই সুবৃহৎ কার্য্য যত সত্বর সম্ভব সম্পন্ন করুন। দশের সাহায্যে একটী কার্য্যের মত কার্য হউক। অলমতি বিস্তরেণ॥

শ্রীরামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গ।
শ্রীমণিমাধব মিত্র ভক্তসুহৃৎ।
শ্রীসীতানাথদাস মহাপাত্র ভক্তিতীর্থ।
শ্রীমন্মথনাথ রায় ভক্তিপ্রকাশ।
শ্রীবরদাপ্রসাদ দত্ত ভক্তিভূষণ।
শ্রীধাম প্রচারিণী সভার সদস্যবর্গ।

শ্রীভাগবত যন্ত্র, শ্রীমায়াপুর।

—০—

আবেদন পত্রের প্রতিলিপি

শ্রীশ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয়ঃ।

শ্রীবাসঅঙ্গনের জন্য ভিক্ষার আবেদন পত্র।

ভক্তবর

শ্রীযুক্ত

সমীপেষু।

১৩১৯ সালে মাঘ মাসে তীর্থ দর্শনে আসিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে পতিত শ্রীবাস অঙ্গন দেখি। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রধান লীলাস্থান শ্রীবাস অঙ্গন। মহাপ্রভু ভগবদ্‌ভাবে আবিষ্ট হইয়া ঐ স্থানে বিবিধ লীলা করেন। শ্রীধাম বৃন্দাবনে যেমন রাসস্থলী, শ্রীধাম মায়াপুরে তেমনি শ্রীবাস অঙ্গন। সেই শ্রীবাস অঙ্গন আজ কীর্ত্তনরহিত পতিত ভূমি; অপব্যবহারের ক্ষেত্রে পরিগণিত হইয়াছে, দেখিয়া মনে বড় ক্লেশ পাই এবং বাটী আসিয়া গৃহে থাকিয়া কোন মতে মনের ক্লেশ নিবারণ করিতে পারিলাম না। শেষে গৃহ পরিত্যাগ করিয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া মহাপ্রভুর আরাধনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। ইচ্ছা এই, প্রভুর কৃপা হইলে মনের দুঃখ মোচন হইবেক। শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভা আমার মনোভাব অবগত হইয়া আমাকে উক্ত সভার সদস্যরূপে গ্রহণ

করিয়া উৎসাহ দিয়াছেন এবং আমার অভিপ্রায়ানুকূলে সর্ব্বতোভাবে সাধ্যানুসারে যত্ন করিবেন এবং ভক্তদের নিকট ভিক্ষা করিয়া ঐ কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। শ্রীবাস অঙ্গনের পরিধি ৪৪০ হাত আড়াইহাত উচ্চ করিয়া একটা পগার দিয়া বেড়া দিয়াছি এবং ফুলগাছ লাগাইতেছি। তাহাতে যে ব্যয় হইয়াছে তাহা কোনরকমে প্রভুর কৃপায় জুটিয়াছে। এক্ষণে অপব্যবহার নিবারিত হইলেও ঐ স্থানে শ্রীমন্দির করিয়া শ্রীশ্রীপঞ্চতত্ত্বের সেবা প্রকাশ না করিলে ঐ স্থানটীর গৌরব রক্ষা হয় না। এইজন্য অর্থের প্রয়োজন। এই তীর্থটীর প্রকাশ গৌরভক্তমাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। এই ভারতবর্ষে কত হাজার গৌরভক্ত আছেন তাহার সংখ্যা করা যায় না। সকলেই কিছু কিছু ভিক্ষা দিলে এই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় কার্য্যটী সম্পন্ন করিতে যত্ন করি। অতএব ভাই সকল, অনুগ্রহ করিয়া যাহার যেরূপ সামর্থ, আনুকূল্য করিয়া এই বৃহৎ এবং অতি প্রয়োজনীয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রিয় কার্য্য সাধন করিতে উৎসাহ দিন। দশের সাহায্যে অবশ্যই এই প্রয়োজনীয় কার্য্যটী সম্পন্ন হইবেক। যাহার নিজের সামর্থ নাই তিনি যদি পাঁচ জনের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই কার্য্যে প্রদান করেন তাহাতেও তিনি প্রভুর কৃপাভাজন হইবেন। অতএব ভক্তগণের নিকট প্রার্থনা যদি নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট সামর্থানুসারে কিছু কিছু ভিক্ষা পাঠাইয়া দেন কিম্বা পূজ্যবর শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী মহোদয়ের নিকট পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে চিরবাধিত হই। শ্রীধাম প্রচারিণী

সভার মেম্বারগণ সকলেই এই মহাপ্রভুর প্রিয় কার্য্যটী সম্পন্ন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। অতএব যাঁহার যেরূপ সামর্থ তদনুসারে অর্থ প্রদান করিলেই কার্য্য করিব।

শ্রীললিতলাল ঘোষ ভক্তিবিলাস।
শ্রীধামমায়াপুর শ্রীমন্দির।
বামনপুকুর পোঃ আঃ।
জিলা নদীয়া।

শ্রীভাগবত যন্ত্র, শ্রীমায়াপুর।

—০—

তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, কুটুম্বাদি সকলেরই নিকট এই নিবেদন পত্র ও আবেদন পত্র পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্য যথাসাধ্য ভিক্ষা পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া বারংবার পত্র দিতে থাকেন এবং তাঁহাদের অনেককেই আবার তাঁহাদের নিজ নিজ পরিচিত শ্রদ্ধালু ব্যক্তিদের নিকট হইতে এই উদ্দেশ্যে ভিক্ষা সংগ্রহের নিমিত্ত প্রেরণা দিতেন। এইভাবে যে যাহা দিতে পারিতেন তাহাই শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া এই উদ্ধার কার্য্য চালাইতে থাকেন। ভক্তদের নিকট হইতে এইরূপে প্রাপ্ত ভিক্ষাদির দ্বারা তিনি শ্রীবাস অঙ্গনে কি কি কার্য্য করিতে সক্ষম হইলেন সে সম্বন্ধে ভিক্ষাদাতাদের নিকট মধ্যে মধ্যে বিস্তৃত বিবরণ পাঠাইয়া তাঁহাদিগকে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর

এই প্রিয় কার্য্যটি সাধনে সহায়তা করিতে উৎসাহ দিতেন। তাঁহার ছোট পুত্র শ্রীহৃদয়চৈতন্য দাস অধিকারীকে লেখা এইরূপ কতকগুলি পত্র শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরের শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্য যে কিরূপ তীব্র উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতা ছিল তাহা অদ্যাপি স্মরণ করাইয়া দেয়। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপা না হইলে এইরূপ বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার হৃদয়ে এত উদ্দীপনার সঞ্চার সম্ভব হইতনা। প্রকৃত পক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার দ্বারা এই সেবাটি করাইয়া লইবার জন্য তাঁহার হৃদয়ে কৃপা-শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন।

এইভাবে পত্রদ্বারা ভিক্ষা সংগ্রহের চেষ্টা ছাড়াও তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অপটুতা সত্ত্বেও তিনি শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর লীলা, জীবতত্ত্ব, যোগতত্ত্ব, শ্রীগুরুতত্ত্ব, শ্রীনামতত্ত্ব ইত্যাদি কতকগুলি ছোট ছোট গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশ করিতে থাকেন। দিবারাত্র নিরলস ভাবে তিনি তাঁহার এইরূপ অভাবনীয় প্রচেষ্টা চালাইয়া যান। এই গ্রন্থগুলির কোনটি শ্রীল প্রভুপাদ, কোনটি বা শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন প্রভু প্রভৃতি সংশোধন করিয়া দিতেন।

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের রচিত ও প্রকাশিত গ্রন্থের তালিকা ঃ—

১। জীবের স্বরূপ ও ধর্ম্ম
২। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্মরণ মঙ্গল স্তোত্র
৩। জীব তত্ত্ব
৪। যোগ তত্ত্ব

৫। শ্রীগুরু তত্ত্ব—প্রথম ভাগ

৬। শ্রীগুরু তত্ত্ব—দ্বিতীয় ভাগ

৭। শ্রীনাম তত্ত্ব

৮। শ্রীশ্রীভোগমালা ও গৌরগণোদ্দেশ

৯। শ্রীশ্রীগৌর গোবিন্দার্চ্চন পদ্ধতি

১০। শ্রীতারকব্রহ্ম নাম

১১। শ্রীনবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা

আরও অন্যান্য গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছিল কিনা জানা নাই। তবে এই দীন সংকলকের উপরি উক্ত গ্রন্থগুলির সন্ধান পাইবার ও পাঠ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে।

এই গ্রন্থগুলির মধ্যে পাণ্ডিত্যের বিশেষ প্রভাব না থাকিলেও তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপা ও শিক্ষা হৃদয়ে যেটুকু ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন তাহাই সুদৃঢ় বিশ্বাসের সহিত নিজের চরিত্রে আচরণ মুখে অতি সহজ ও সরল ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

ডাঃ সচ্চিদানন্দ দাস, ব্যারিষ্টার, যাঁহার প্রতি কৃপা প্রদর্শন পূর্ব্বক শ্রীল প্রভুপাদ প্রচার কার্য্য ও শিক্ষালাভের জন্য লণ্ডন পাঠাইয়াছিলেন, শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের এইভাবে পত্রাদি লেখা ও গ্রন্থরচনা সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়াছিলেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল।

একবৎসর শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের সমাধি মন্দির প্রাঙ্গণে তাঁহার তিরোভাব উৎসব অনুষ্ঠানে ডাঃ সচ্চিদানন্দ

দাস উপস্থিত ছিলেন। সেই উৎসবে তাঁহার গুণমহিমা কীর্ত্তন উপলক্ষে ডাঃ দাস বলিয়াছিলেন—"শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে এইরূপ জরাতুর দেহ ও ক্ষীণ দৃষ্টি সত্ত্বেও আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব সকলকে পত্র লেখা, গ্রন্থ রচনা করা, এই শ্রীবাস অঙ্গনের সংস্কার কার্য্য ও সেবা কিভাবে নির্ব্বাহ করা যাইবে এইরূপ চিন্তা লইয়া দিবারাত্র নিরলসভাবে পরিশ্রম করিবার যে দৃশ্য দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নয়। তাঁহার আদর্শ চরিত্রের জন্য তিনি সকলেরই নিকট পরম শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। তাঁহার প্রতিটি আচরণ ও মধুর বৈষ্ণবোচিত ব্যবহার সকলকেই শুদ্ধ হরিভজনের জন্য প্রেরণা দিত। তাঁহার সেই উজ্জ্বল ভজনাদর্শ অনুসরণ করিবার সামান্যতম যোগ্যতা লাভের জন্য আজ তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই।"

ক্রমে ক্রমে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমন্দির প্রতিষ্ঠা ও শ্রীমূর্ত্তি সেবা প্রকাশ হইলে দর্শনার্থীদের সমাগম হইতে থাকে এবং তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তির সেবার জন্য কিছু কিছু সেবানুকূল্য প্রদান করিতেন। এইভাবে দর্শনার্থীদের নিকট হইতে প্রাপ্ত সেবানুকূল্য এবং এই গ্রন্থগুলির আয় হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনের উদ্ধার কার্য ও সেবা চালাইতে থাকেন। ভক্তদের মধ্যে এই গ্রন্থগুলি বিতরণ করিয়া তাঁহাদের কাহাকেও এক সপ্তাহ, কাহাকেও পনর দিন কাহাকেও বা একমাস শ্রীবাস-অঙ্গনের সেবা চালাইবার জন্য তিনি উদ্বুদ্ধ করিতেন।

শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্য অর্থ সংকটে পড়িয়া শ্রীল ভক্তিবিলাস

ঠাকুর তাঁহার দুই পুত্রকেই সংসারের ব্যয় সংকোচ করিয়া শ্রীবাস অঙ্গনের জন্য সাহায্য পাঠাইতে নির্দ্দেশ দিয়া পত্র দিতেন এবং শ্রীবাস-অঙ্গনে রোপণের জন্য বিবিধ তরকারী ও ফলের ভাল ভাল বীজ সংগ্রহ করিয়া পাঠাইতে বলিতেন।

গৃহস্থাশ্রমে তিনি কিছুটা স্বাচ্ছন্দের মধ্যে কাটাইলেও শ্রীমায়াপুরে থাকাকালে অত্যন্ত সাধারণ ভাবে কৃচ্ছ্রতার সহিত জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার কৃচ্ছ্রতা সম্বন্ধে পরম পূজ্যপাদ নিত্যলীলা প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজের নিকট হইতে যে পরিচয় পাইয়াছি তাহা অত্যন্ত চমকপ্রদ। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে নবদ্বীপ কোলের ডাঙ্গার মঠে একবার শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। আমি শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর ও শ্রীপাদ পুরী মহারাজের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে তিনি খুবই আনন্দিত হন এবং তাঁহার কয়েক জন শিষ্য ও ভক্তকে নিকটে আহ্বান করিয়া বলেন, "ইনি শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের পৌত্র এবং শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের পুত্র। শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীবাস অঙ্গনের প্রবর্ত্তক ছিলেন। তিনি ইটে মাথা দিয়া শয়ন করিতেন ও শ্রীবাস অঙ্গনে ভজন করিতেন। তিনি কোন উপাধানের প্রয়োজন বোধ করিতেন না। অতি বৃদ্ধ বয়সেও তিনি কত ক্লেশ স্বীকার করিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনের উদ্ধার কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। তোমরা ত সব এখন দালান বাড়ীতে বাস করিতেছ।" তাঁহার শ্রীমুখ হইতে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের এইরূপ পরিচয় পাইয়া

খুবই অভিভূত হইয়াছিলাম।

সন ১৩২১ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৩২ সাল পর্য্যন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনে যে যে কার্য্যগুলি হইয়াছিল তাহার বিবরণ তাঁহার রচিত গ্রন্থে নিম্নলিখিত ভাবে পাওয়া যায় ঃ—

"যথা—তুইটি মন্দির, তিনটি প্রাচীর, একটি আটচালা এবং একটি কাঁচা রান্না ঘর, একটি পাতকুয়া, ও ফল ফুলের বাগান হইয়াছে। একটি পাকা ভাণ্ডার গৃহ ও একটি পাকা ভোগ মন্দির করিতে হইবে। তজ্জন্য যথাসময়ে ভক্তগণের নিকট হইতে ভিক্ষার জন্য আবেদন করিব। আমার বয়স ৮১ বৎসর হইল অতএব তুই তিন বৎসরের মধ্যেই এই কার্য্য করিতে হইবে কারণ আমি অক্ষম হইয়াছি এবং দেহও বেশী দিন থাকিবে না।"

শ্রীবাস অঙ্গনের উল্লিখিত কার্য্যগুলি সম্পূর্ণরূপে তিনি ভিক্ষাদি সংগ্রহ করিয়া সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এইটিই তাঁহার ব্রত ছিল। শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীবাস-অঙ্গনে একটি মাধবী-মালতি লবঙ্গ কুঞ্জ তৈয়ার করিয়াছিলেন। সেই স্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত মণ্ডপটি অতি মনোরম ছিল এবং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত।

শ্রীমায়াপুরে শ্রীযোগপীঠ, শ্রীচৈতন্য মঠ এবং শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে কখন কি কি শ্রীমূর্ত্তি ও অন্যান্য সেবা প্রকাশিত হন সে সম্বন্ধে তাঁহার রচিত গ্রন্থে যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায় তাহা নিম্নে বর্ণিত হইল ঃ—

যথা—"সন ১৩০০ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন যখন সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ হয়, সেইদিন শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভিটায় (শ্রীযোগপীঠ

শ্রীমন্দিরে) শ্রীমূর্ত্তি প্রকাশিত হন।

১৩২১ সালে মাঘ মাসে শুক্লা ত্রয়োদশীর দিন শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা প্রতিষ্ঠিত হন। ইহাঁরা শ্রীবাসের পুত্ররূপে পূজিত হইতে লাগিলেন। শ্রীবাসের পুত্রবিয়োগ হইলে পর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিয়াছিলেন যে, তোমার পুত্রের জন্য চিন্তা করিওনা : নিত্যানন্দ এবং আমি তোমার পুত্র হইলাম। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণাক্রমে তাঁহার এই আজ্ঞা প্রতিপালন করিলাম।

১৩২৪ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মদিনে শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর শ্রীশ্রীভগবদ্ আবেশের শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন। সেই দিবসের পূর্ব্বরাত্রি দুই প্রহরের সময় একটি অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল ; সেই সময় শ্রীবাস অঙ্গনে হঠাৎ খোল করতাল বাজিয়া উঠিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে নাট্যমন্দিরে প্রায় ৫০।৬০ জন ভক্ত প্রসাদ পাইতেছিলেন। তাঁহারা সকলেই সেই খোল করতালের ধ্বনি শুনিলেন এবং প্রসাদ পাওয়ার পর আচমন করিয়া দেখিতে আসিলেন, কিন্তু শ্রীবাস-অঙ্গনে আসিয়া আর শুনিতে পাইলেন না।

১৩২৪ সালে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণাক্রমে ব্রজপত্তনে শ্রীশ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে অর্থাৎ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মাসীর বাড়ীতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর সেবা প্রকাশিত হন।

১৩২৫ সালে শ্রীযোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরকুণ্ড খনন আরম্ভ হয়। কলিকাতা নিবাসী ভাগ্যবান শ্রীযুক্ত তিনকড়ি নন্দী এবং তাঁহার

পুত্র শ্রীযুক্ত হরিদাস নন্দী শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণাক্রমে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হন এবং মধ্যে মধ্যে আসিয়া স্বয়ং খনন কার্য্য দেখিতে থাকেন।

১৩২৬ সালে ফাল্গুন মাস হইতে নবদ্বীপ ধাম পরিক্রমা আরম্ভ হইয়াছে। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহোদয় শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর প্রেরণাক্রমে এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছেন এবং ক্রমে ইহার উন্নতি হইতেছে। আরও কয়েকজন বৈষ্ণব সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারী তাঁহার সহিত যোগদান করিয়াছেন। নয়টি দ্বীপে নয় দিন পরিক্রমা হইতেছে। তাঁহাদের ইচ্ছা, নয়টি দ্বীপে নয়টি ছত্র করিবেন এবং পরিক্রমার পর সেইস্থানে প্রসাদ ভোজন, সংকীর্ত্তন এবং স্থানীয় লোকদের উপদেশ দেওয়া হইবে। এই কার্য্যটির জন্য ভিক্ষা দ্বারা অর্থ সংগ্রহ হইতেছে।

শ্রীবাস অঙ্গনের উত্তরে শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর চতুষ্পাঠী ছিল। ১৩২৭ সালে প্রভুর প্রেরণাক্রমে শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন এম্, এ, বি-এল্, মহাশয় এই সেবাটি প্রকাশ করেন। পরম দয়াল শ্রীশ্রীমহাপ্রভু এইভাবে ক্রমে ক্রমে আমার মনোবাসনা ও প্রার্থনাগুলি পূর্ণ করিতে লাগিলেন।”

শ্রীঅদ্বৈতভবনের সেবা প্রকাশ সম্বন্ধে ইহার পূর্ব্ব ইতিহাস কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন বোধে এখানে তাহার কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি :—

শ্রীমায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি সাধক

নিষ্কিঞ্চন মহারাজের সহিত (শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন, ভক্তিশাস্ত্রী, এম. এ., বি. এল.) তাঁহার ভজন কুটীরে আমার প্রথম সাক্ষাৎকার হয়। শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর এবং শ্রীপাদ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের পরিচয় দিয়া আমি তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলে তিনি খুবই উল্লসিত হন এবং আমাকে বলেন, "শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর এবং আমার মাতার কৃপা প্রেরণাতেই আমি এই শুদ্ধভক্তির পথে আসিতে পারিয়াছি।" পরে শ্রীচৈতন্যমঠ হইতে প্রকাশিত গৌড়ীয়-২১ বর্ষ ৫ম সংখ্যা (৫ই জুন ১৯৬৭) হইতে শ্রীপাদ নিষ্কিঞ্চন মহারাজের জীবনী ও শ্রীঅদ্বৈতভবন প্রকাশ সম্বন্ধে কিছু তথ্য জানিতে পারি। ১৩২৪ বঙ্গাব্দে (ইং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে) শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন মহোদয় তাঁহার মাতার সহিত শ্রীনবদ্বীপ ধাম দর্শনের জন্য আসেন এবং শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মস্থান অনুসন্ধান করিতে করিতে অবশেষে শ্রীমায়াপুর যোগপীঠে উপস্থিত হইয়া স্থান মাহাত্ম্যের উপলব্ধিতে মুগ্ধ হন। সেখানে শ্রীবাস অঙ্গনের কথা শুনিয়া তথায় গমন পূর্ব্বক শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের মুখে শ্রীধাম, শ্রীশ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের কথা শ্রবণ করেন। শেষে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর তাঁহার মাতাকে বলেন,—"মা, আপনার সহিত আলাপ করিতে করিতে আমার মনে একটী উদ্দীপনা উদিত হইল যে, শ্রীঅদ্বৈতভবন আপনার মাধ্যমে প্রকাশিত হইবেন।" এই বলিয়া সেই অতি প্রবীন ভক্তরাজ যষ্টিহস্তে শ্রীশ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর নির্দ্দিষ্ট শ্রীঅদ্বৈত ভবনের স্থানটীতে লইয়া গেলেন। মাতাঠাকুরাণী তদীয় আর্থিক

অবস্থা বিশেষ অনুকূল নহে বলায় তিনি বলিলেন—"তাহা হইলেও আমার প্রেরণা এই যে, উহা আপনাকেই করিতে হইবে।" শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া তাঁহার পুত্রের (শ্রীযুক্ত হরিপদ বিদ্যারত্ন) চিত্তও বিশেষ আকৃষ্ট হইল এবং তিনি বলিলেন, "মা, এই সাধু মহাত্মার যখন ইচ্ছা হইয়াছে তখন উহার সাধন জন্য আমাদিগকে যত্ন করিতেই হইবে। শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর কৃপায় কিছুই বাধা হইবে না।" অতঃপর শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের আমন্ত্রণ-ক্রমে ঐ বৎসরই শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভু তাঁহার জননী ও পুত্র রেণুসহ শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর জন্মোৎসবের পূর্ব্বদিন শ্রীবাস অঙ্গনে আসেন। শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীবাস অঙ্গনের আটচালার পাশের বারান্দায় তাঁহাদের থাকিবার স্থান দেন। সেখানে অবস্থানকালে শ্রীপাদ জগদীশ ভক্তি প্রদীপ শ্রীবিদ্যারত্ন প্রভুকে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট লইয়া যান এবং তাঁহার দীক্ষার জন্য প্রার্থনা জানান। এইভাবে শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করেন এবং পরে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের পূর্ব্ব প্রেরণাক্রমেই এই শ্রীপাদ বিদ্যারত্ন প্রভুদ্বারা ১৩২৭ সালে শ্রীঅদ্বৈত ভবনের সেবাটি প্রকাশিত হন।

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর বরাবরই নিজের বল ও চেষ্টার প্রতি ভরসা না করিয়া সকল কার্য্যে ভগবদ্ কৃপা এবং ভগবদ্ ইচ্ছার উপরই নির্ভর করিতেন এবং যাহা ঘটিত সবই শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছানুযায়ীই বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত মানিয়া লইতেন। সেজন্য শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর কৃপার প্রতি তাঁহার বিশ্বাস ও নির্ভরতা

ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। বৃদ্ধ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়া তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনে কিভাবে থাকিবেন, শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থাদি কোথা হইতে সংগ্রহ হইবে, ইত্যাদি কোন সমস্যার কথাই তিনি চিন্তা করেন নাই। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছা ও কৃপাই যেন তাঁহাকে গৃহ হইতে টানিয়া আনিয়া তাঁহার দ্বারাই শ্রীবাস-অঙ্গনের কার্য্যগুলি করাইতে থাকেন। তাঁহার এইরূপ বিশ্বাস ও নিষ্ঠা দর্শন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ খুব সন্তোষ লাভ করেন এবং গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে শ্রীহৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারীকে তিনি যে সমস্ত পত্র দিতেন তাহাতে শ্রীল ভক্তি-বিলাস ঠাকুরের ভজন কুশলের কথা উল্লেখ করিতেন।

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর যখন শ্রীবাস অঙ্গনে তাঁহার চক্ষুর পীড়ার জন্য অসুস্থ লীলাভিনয় করিতেছিলেন তখনও তিনি কষ্ট-দায়ক পীড়াটিকে মঙ্গলময় প্রভুর কৃপা বলিয়াই বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। ইহার পরিচয় তাঁহারই লিখিত বিবৃতি হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল ঃ—

যথা—"১৩২৫ সালের মাঘ মাসের প্রথম হইতে চক্ষুর পীড়া হইয়াছে। কলিকাতায় চিকিৎসা করাতেও ভাল হয় নাই। দৃষ্টি শক্তি দক্ষিণ চক্ষে একেবারে নাই। বাম চক্ষে দৃষ্টি আছে, তবে চশমা না হইলে পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায় না। দক্ষিণ ধারে মস্তকে এবং কপালের উপর দিকে বেদনা, সঞ্চালনে বেদনা বৃদ্ধি হয়। চলাফেরা করা, উচ্চ কথা বলা বা কীর্ত্তন করা এবং কঠিন বস্তু চিবাইয়া খাইতেও বেদনা বৃদ্ধি হয়। এইজন্য চুপ করিয়া

বসিয়া ভজন করা ভিন্ন অন্য কাজ করিবার উপায় নাই। বেশী চিন্তা করিলেও বেদনা হয়। ভগবান যাহা করেন সব মঙ্গলময়। এই পীড়ার মঙ্গলামঙ্গল একবার বিবেচনা করিয়া দেখি। অমঙ্গলের মধ্যে-কোন কার্য্য করিতে পারিনা এবং যাতনা। মঙ্গলের মধ্যে বহির্মুখ-জন-সঙ্গ রহিত হইয়া নির্জ্জন বাস। ভজনের বেশ সুবিধা আছে। রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় না, তাহাও ভজনের সুবিধা। মধ্যে মধ্যে ভক্ত-দর্শনরূপ সুবিধা ঘটে, কিন্তু বহির্মুখ জনসঙ্গ প্রায় ঘটেনা এবং গ্রাম্য কথা বলিতে ও শুনিতে হয় না, ইহাই সুবিধা।”

“আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনম্।
রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপকার্পণ্যে ষড়বিধা শরণাগতিঃ॥”

অর্থাৎ—দৈন্য, আত্মনিবেদন, গোপ্তৃত্বে বরণ।
অবশ্য রক্ষিবে কৃষ্ণ বিশ্বাস পালন॥
ভক্তি-অনুকূলমাত্র কার্য্যের স্বীকার।
ভক্তি-প্রতিকূল-ভাব বর্জ্জনাঙ্গীকার॥
ষড়ঙ্গ শরণাগতি হইবে যাহার।
তাঁহার প্রার্থনা শুনে শ্রীনন্দকুমার॥

এই ষড়বিধ শরণাগতির লক্ষণ তাঁহার চরিত্রে দেখা গিয়াছিল। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের চরণে আত্মনিবেদন করিতে না পারিলে এবং পূর্ণ শরণাগত না হইতে পারিলে জীবের ভাগ্যে ভগবদ্ কৃপালাভ সম্ভব হয় না। তিনি এইরূপ মহৎ ভাগ্যের অধিকারী হইতে

পারিয়াছিলেন বলিয়াই মঙ্গল অমঙ্গল সর্ব্বক্ষেত্রেই ভগবদ্ কৃপা দর্শন করিতেন।

সংসারে থাকিয়া ভজনের সহিত গৌরতীর্থে অর্থাৎ শ্রীবাস-অঙ্গনে বাস এবং ভজনের তুলনা ঃ—

এই দুই প্রকার ভজনের তুলনামূলক বিবরণ তাঁহার গ্রন্থ হইতে যাহা পাওয়া যায় তাহাই সংক্ষিপ্তরূপে নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

যথা ঃ—"সংসারে যদিও ভজন করিতাম তথাপি গ্রাম্য কথা শোনা ও বলা হইতে অব্যাহতি পাইতাম না। পরের গ্লানি ও প্রশংসা শুনিতে হইত। এখানে তাহা নাই। এখানে তিনটি ঠাকুর বাটীতেই শুদ্ধ ভক্ত সকল আছেন। তাঁহাদের সহিত ইষ্ট-গোষ্ঠী করিতে হয়। গ্রাম্য কথা শোনা ও বলা উঠিয়া গিয়াছে। কোন ভক্তের সহিত দেখা হইলে দূর হইতে 'হরে কৃষ্ণ' বলিয়া সম্বোধন করেন এবং আমিও 'হরি হরি' বলিয়া তদুত্তর দিই। এখানে ভিন্ন ভিন্ন জেলা হইতে যে সকল ভক্ত শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে হস্তে নামের মালায় নাম জপ করিতে করিতে আসেন, তাঁহারা প্রণাম করেন এবং আমিও করি। তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি দর্শন ও প্রণাম করেন এবং প্রভুর ভোগের জন্য কিছু কিছু অর্থও দেন। তাহাতেই কোনরকমে কাঙ্গালীমতে প্রভুর সেবা হইয়া যায়। তাঁহাদের সহিত গ্রাম্য কথা কহিতে হয় না। তাঁহারা তীর্থ-কথা জিজ্ঞাসা করেন, আমিও তাহার উত্তর দি। তাঁহারা প্রায় সকলেই বৈষ্ণব, বহুদূর হইতে প্রভুর দর্শনের জন্য আসেন। তাঁহাদের পদধূলি আঙ্গিনায় পড়ে। যখন আঙ্গিনায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম

করি তখন তাহা গাত্রে লাগিলে শরীর পবিত্র হয়। পান ও ভোজনে প্রসাদ ভিন্ন অন্য কিছুই সেবন করিতে হয় না। অন্যান্য ঠাকুর বাটী হইতে প্রসাদ আসে, তাহাও পাইয়া আনন্দ-লাভ করি। এই ঠাকুর বাটীতে যে ফল, ফুল এবং তুলসী গাছ আছে তাহা সর্ব্বদা দেখিতে হয় এবং এই সকল প্রভুর পূজার সামগ্রী বলিয়া আনন্দ হয়। বায়ু পুষ্পের সুগন্ধ বহন করিয়া শ্রীমন্দিরে যাইয়া প্রভুর তৃপ্তি বিধান করে, ইহা স্মরণ করিয়া আনন্দ হয়। ফলতঃ এখানে দর্শন, শ্রবণ, স্মরণ এবং ধ্যান—সকলই গৌর-গোবিন্দ বিষয়ক। সংসারে থাকিলে কি এইরূপ হইতে পারে? সঙ্গসুখের কথা একটু বলি। আমার নিকট এখন শ্রীরাধামাধব বাবাজী আছেন। ইনি সংসার বিরক্ত এবং আকুমার বৈরাগী। প্রভুর উপর অখণ্ডিত অনুরাগ ভিন্ন সংসারের কোন বস্তুতে অনুরাগ নাই। অন্য অভিলায় নাই। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রভুর সেবা করেন। তিনি যাহা কর্ম্ম করেন সব হরিসেবা। যাহা চিন্তা করেন তাহাও হরিগুণ-লীলা। যাহা কথা বলেন বা গান করেন তাহাও হরি বিষয়ক। এরূপ সঙ্গসুখ বহু ভাগ্যে ঘটে। তিনি সমস্ত সেবা নিজেই করিতে চান, কিন্তু তাঁহার বেশী পরিশ্রম হইবে বলিয়া অর্চ্চনাদি বিষয়ে আমি কিছু কিছু তাঁহার সাহায্য করিয়া থাকি। তাঁহার চরিত্র বড় মধুর। অখিল তাপশোষক প্রসন্ন দৃষ্টি এবং স্মিত হাস্য-যুক্ত মনোহর বদন দর্শন করিলে সমস্ত যন্ত্রণা দূরীভূত হয়।

শ্রীযুক্ত নরহরিদাস ব্রহ্মচারী মহোদয় মধ্যে মধ্যে আসিয়া দর্শন দিয়া কৃতার্থ করেন। তাঁহার মুখে সর্ব্বদাই হরিকথা শুনি এবং তিনি আমার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া আমাকে শোনান এবং সংশোধন করিয়া দেন। আমি লিখিয়া যাই, কিন্তু দৃষ্টি শক্তির অভাবে পড়িতে পারিনা।

শ্রীযুক্ত নিত্যানন্দদাস অধিকারী মহাশয় নামের মালা লইয়া জপ করিতে করিতে মধ্যে মধ্যে আসিয়া আমাকে দর্শন দেন এবং হরিকথা শুনাইয়া কৃতার্থ করেন। তিনি প্রভুর সেবার জন্য অনেক দ্রব্য আনিয়া দিয়া থাকেন। তাহাতে বড় উপকৃত হই।"

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের লিখিত বিবরণ হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে তদানীন্তন কালের কিছু কিছু কিম্বদন্তীর কথা জানিতে পারা যায় :—

যথা :—(১) বামন পুকুরের কাজী পাড়ার একজন মুসলমান শূলরোগে আক্রান্ত হওয়ায় যন্ত্রণায় খুব কষ্ট পাইত। একদিন রাত্রে ঐ ব্যক্তি যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া গঙ্গায় ডুবিয়া প্রাণবিসর্জ্জন করিবার জন্য গঙ্গার দিকে যাইতেছিল। বর্ত্তমানে যে স্থানটি শ্রীবাস-অঙ্গন বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে সেইস্থান পর্যন্ত আসিয়া সে আর চলিতে অক্ষম হয় এবং সেইখানেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে। মধ্য রাত্রে সেখানে খোল করতালের শব্দ শুনিয়া তাহার মূর্চ্ছা ভঙ্গ হয় এবং কাহার পা যেন তাহার মাথায় লাগিল, ইহা বুঝিতে পারে। ঐ পদ-স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার সেই অসহ্য শূলবেদনা অন্তর্হিত হইয়া যায় এবং সে তৎক্ষণাৎ উঠিয়া

বসে। কিন্তু কাহাকেও সেখানে দেখিতে পায় নাই এবং খোল করতালের শব্দও আর শুনিতে পায় নাই। তাহার রোগযন্ত্রণা সম্পূর্ণরূপে উপশম হওয়ায় সে এই ঘটনায় অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গৃহাভিমুখে চলিয়া যায় এবং পরদিন প্রাতেই সকলকে এই অলৌকিক ঘটনার বিষয় জানাইতে থাকে।

(২) যে সময় শ্রীবাস-অঙ্গন স্থানটি পতিত অবস্থায় ছিল এবং ঐ স্থানটিই যে শ্রীবাস-অঙ্গন তাহা কাহারও জানা ছিল না, সেই সময় ঐ স্থানটির অনতিদূরে যাহারা বাস করিত তাহাদের কেহ কেহ কখনও কখনও মধ্যরাত্রে ঐ স্থানটিতে খোল করতালের বাদ্য শুনিতে পাইত, কিন্তু নিকটে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পাইত না এবং খোল করতালের বাদ্যও শুনিতে পাইত না। ঐ স্থানটিতেই ১৩২৪ সালে ফাল্গুনী পূর্ণিমার পূর্ব্ব রাত্রিতে দুই প্রহরের সময় অনুরূপ ভাবে খোলকরতালের বাদ্য শোনা গিয়াছিল। শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর বাড়ীতে নাট্য মন্দিরে প্রসাদ পাইবার সময় প্রায় ৫০।৬০ জন ভক্ত সেই বাদ্য শ্রবণ করিয়াছিলেন, কিন্তু আচমন করিয়া তাঁহারা সেখানে আসিয়া কাহাকেও দেখিতে পান নাই এবং বাদ্যও শুনিতে পান নাই। এই ঘটনাটির বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনাম, শ্রীবিগ্রহ, বৈষ্ণব, মহাপ্রসাদ, তুলসী ও গঙ্গা প্রভৃতির অপ্রাকৃত তত্ত্বজ্ঞানে তাঁহার সুদৃঢ় শ্রদ্ধা ছিল। বৈষ্ণবের নিন্দা ও সমালোচনাকে তিনি গুরুতর অপরাধ বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং সকলকেই এইরূপ অপরাধ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিতেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনে ভজনকালে কোনসময় একজন মঠবাসী তাঁহার নিকট আসিয়া জনৈক মঠবাসী বৈষ্ণব নিদ্রা যাইতেছেন এইরূপ অভিযোগ করিলে তিনি তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলেন যে, "বৈষ্ণবের কোন দোষ দেখিতে নাই ও বলিতে নাই। শালগ্রাম শিলার শোওয়া ও বসা যেমন সমান অর্থাৎ সিংহাসনে শালগ্রাম শিলার অবস্থান দেখিয়া তিনি শায়িত আছেন বা উপবিষ্ট আছেন তাহা জানা যায় না, সেইরূপ বৈষ্ণবের বাহিক ব্যবহারের দ্বারা তাঁহাকে জানা যায় না। সর্ব্বাবস্থাতেই বৈষ্ণবের চিত্ত শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের সুখ চিন্তায় আবিষ্ট থাকে। কাজেই বৈষ্ণবের দোষ দর্শন করিতে নাই। দেবতারাও বৈষ্ণবের চরিত্র জানিতে পারেন না। সকলের শিক্ষার জন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার এই উপদেশ বাক্যটি তৎকালীন গৌড়ীয় পত্রিকাতে প্রকাশ করাইয়াছিলেন।

স্বপ্ন দর্শন বৃত্তান্ত ঃ—তাঁহার জীবনে স্বপ্ন দর্শনের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষিত হয়। আত্মচরিত চিন্তারত অবস্থায় তিনি অনেক সময় স্বপ্নের মাধ্যমেই তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে নির্দ্দেশ খুঁজিয়া পাইতেন। যখন তিনি শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ লীলা ও শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-লীলা চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন তখন স্বপ্নদর্শনের মাধ্যমেই তাঁহার হৃদয়ে সেই সব লীলার অনেক ভাব স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত হইত এবং তিনি সেইগুলি গদ্যাকারে কিংবা পদ্যাকারে লিখিয়া রাখিতেন। তাঁহার লিখিত এইরূপ অনেক লীলাকথা ও প্রবন্ধ এখনও জীর্ণ অবস্থায় দেখিতে পাওয়া যায়।

তাঁহার মনে একবার একটি ভাবের উদয় হইয়াছিল যে "শ্রীক্ষেত্রে যেরূপ মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য আছে, সেখানে মহাপ্রসাদ যেমন যে কোন অবস্থাতেই পবিত্র, শ্রীমায়াপুরেও যদি এইরূপ মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যের কথা প্রচার হইত তবে খুব আনন্দলাভ করিতাম।" এই সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন,—"মহাপ্রসাদ সম্বন্ধে এইরূপ চিন্তা মনে উদয় হইত। একদিন রাত্রে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে নিদ্রিত হইলাম। স্বপ্নে দেখিলাম, একজন বৈষ্ণব আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত। আমি বহু সম্মান করিয়া বসিতে দিলাম এবং আতিথ্য গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। তিনি একপাকে যাহা কিছু রন্ধন করা যায় তাহা রন্ধন করিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভোগ দিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং আমাদিগকেও কিঞ্চিৎ প্রসাদ দিলেন। প্রসাদ আস্বাদন করিয়া চমৎকৃত হইলাম। এইরূপ আস্বাদ আমরা কখনও পাই নাই। তাঁহাকে আমার মনের কতকগুলি সন্দেহ নিবেদন করিলাম এবং তিনি যাহা উত্তর দিলেন তাহাতে আমার মনের সন্দেহ দূর হইল। এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম।

ইহার ২।৪ বৎসর পর আর একটি স্বপ্ন দেখিয়াছি—তাহা এইরূপ—"শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর জন্মোৎসবের দিন মায়াপুর যাইয়া দেখি যে সেখানে শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান হইতেছে। দেশ বিদেশ হইতে বহু লোক আসিতেছে। সকলের জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছে। মূল্য লইয়া প্রসাদ দেওয়া হইতেছে। যাঁহারা থাকিবার জন্য বাসা পাইয়াছেন তাঁহাদের বাসায় বৈষ্ণবদ্বারা প্রসাদ পাঠান

হইতেছে। প্রত্যেক বৈষ্ণব আপন আপন যাত্রীদিগকে প্রসাদ দিতেছেন। কোন বিশৃঙ্খলা নাই। যাঁহাদের বাসা নাই তাঁহারা সেইখানেই প্রসাদ পাইতেছেন। শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রার সময় যেমন লক্ষ লক্ষ যাত্রী প্রসাদ পান এখানেও সেইরূপ পাইতেছেন। বড় বড় গৌরভক্ত সকল শৃঙ্খলার সহিত সমস্ত ব্যবস্থা করিতেছেন। কোন কোন ধনীভক্ত একদিন, কেহ বা দুইদিন মূল্য না লইয়া প্রসাদ দান করিতেছেন। যাঁহারা গৃহস্থ অথচ বৈষ্ণব সেবা করিতে ইচ্ছুক তাঁহারা কেহ একমন, কেহ অর্দ্ধমন চালের সিধা শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ঘরে বৈষ্ণবসেবার জন্য জমা দিতেছেন। বীরভূম জেলার কেন্দুলীতে যেমন শ্রীজয়দেব মেলায় ৩দিন মহোৎসব হয়, সেইরূপ এখানে পঞ্চমী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান ও মহোৎসব হইতেছে। যে সব যাত্রী পুরাতন নবদ্বীপে তীর্থ দর্শন করিতে আসিতেছেন তাঁহারাও এই তীর্থে শ্রীচৈতন্যমঙ্গল গান শুনিয়া বড় আনন্দলাভ করিতেছেন। এই উৎসবে যে সকল ভক্ত আসিয়াছিলেন তাঁহাদের অনেককেই চিনিতে পারিলাম না। কাহাকেও চিনিলাম এবং কাহারও নাম শুনিলাম। শ্রীযুক্ত ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহোদয় ও তাঁহার পুত্ররা, শ্রীনফর চন্দ্র পাল ও শ্রীল রাজা মণীন্দ্রচন্দ্র বাহাদুর ঐ উৎসবে ছিলেন। এইসব দেখিয়া ও শুনিয়া আমিও আনন্দলাভ করিলাম। এমন সময় নিদ্রা ভঙ্গ হইল, তখন মর্ম্মাহত হইলাম।”

স্বপ্ন দর্শন করিয়া ১৩১৯ সালে মাঘ মাসে তিনি শ্রীমায়াপুর তীর্থ দর্শন করিতে আসেন এবং শ্রীবাস-অঙ্গনের পতিত অবস্থা দেখিয়া

হৃদয়ে খুবই আঘাত পান। বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার পর তাঁহার চিত্তের সেই ক্ষোভ হ্রাস হয় নাই এবং শ্রীবাস-অঙ্গনে উদ্ধার সাধন কি করিয়া হইবে এই চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে একদিন তিনি নিদ্রিত হইয়া পড়েন এবং স্বপ্নে যেন কেহ তাঁহাকে বলেন—"তুমি গৌরলীলা লিখ, গৌরলীলা স্মরণ কর এবং গৌরলীলা কীর্ত্তন কর।" স্বপ্নে প্রাপ্ত নির্দ্দেশমত তিনি গৌরলীলা রচনা, স্মরণ ও কীর্ত্তন করিতে থাকেন এবং পরে শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা নির্দ্দেশে তিনি ১৩২০ সালে মাঘ মাসে শ্রীমায়াপুর আসিয়া শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধার-সেবায় আত্মনিয়োগ করেন।

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের জীবনে মাঘ মাসের বৈশিষ্ট্য ঃ—

তাঁহার জীবনে মাঘ মাসে কয়েকটি ঘটনা ঘটিয়াছিল দেখা যায়।

যথা ঃ—১) তিনি ১৩১৯ সালে স্বপ্ন দর্শনের পর তীর্থ দর্শনের জন্য মাঘ মাসে শ্রীমায়াপুরে প্রথমবার আসেন।

২) শ্রীল প্রভুপাদের কৃপানির্দ্দেশে পরের বৎসরও, ১৩২০ সালে, মাঘ মাসেই তিনি শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্য দ্বিতীয় বার শ্রীমায়াপুর আসেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত শ্রীবাস-অঙ্গনের সেবাতেই নিযুক্ত ছিলেন।

৩) ১৩২১ সালে মাঘ মাসে শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আবির্ভাব তিথিতে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দের সেবা প্রতিষ্ঠিত হন।

৪) ১৩২৫ সালের মাঘ মাস হইতে শ্রীবাস-অঙ্গনে তাঁহার চক্ষুর পীড়া শুরু হইয়াছিল।

৫) ১৩৩৩ সালে ১২ই মাঘ, কৃষ্ণা অষ্টমী তিথিতে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে তিনি অপ্রকট ধামে বিজয় করেন।

ধামবাসে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের দৃঢ় নিষ্ঠা ঃ—

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের ভজন জীবনে ধামবাসে দৃঢ় নিষ্ঠা একটি উজ্জ্বল আদর্শ। তিনি ১৩২০ সালের মাঘ মাসে শ্রীবাস-অঙ্গন-উদ্ধার সেবায় আত্মনিয়োগ করিবার জন্য ৭০ বৎসর বয়সে শ্রীমায়াপুরে আসেন এবং জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৩৩৩ সালের ১২ই মাঘ পর্য্যন্ত অপতিত ভাবে সেই সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। তিনি শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কখন কোন তীর্থাদি দর্শন করিবার অভিলাষে অন্যত্র যান নাই। তাঁহার ধাম-বাসের দৃঢ় নিষ্ঠার প্রশংসা করিয়া শ্রীল ভক্তিপ্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর (শ্রীল আচার্য্যদেব) এক সময়ে গৌড়ীয় পত্রিকাতে তাঁহার সন্তোষ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন,—"ধাম বাসে দৃঢ় নিষ্ঠা থাকা চাই। ধামে কুটীর বাঁধিয়া ভজন করিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের দৃঢ় নিষ্ঠা দেখা গিয়াছিল।"

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর কর্ত্তৃক বিভিন্ন গীত, স্তোত্র, লীলাকথা ও প্রবন্ধ রচনা ঃ—

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের হৃদয়ে যখন যে ভাবের উদয় হইত কিংবা স্বপ্নের মাধ্যমে তিনি যাহা দর্শন করিতেন সেই সব ভাবগুলি তিনি অনতিবিলম্বে গীত, স্তোত্র, লীলাকথা কিংবা প্রবন্ধাকারে লিখিয়া রাখিতেন। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ভজন করিবার সময় তিনি এইরূপ গীত, স্তোত্র, লীলাকথা ও প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর স্মরণ-মঙ্গল স্তোত্র গ্রন্থখানি তিনি গৃহস্থাশ্রমে ধমলের কয়লাকুঠীতে অবস্থানকালে রচনা করিয়াছিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে ভজন করিবার সময়ও তিনি এইরূপ নানা গীত, লীলাকথা ও প্রবন্ধাদি এবং কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। সেই সব গ্রন্থ দ্বারা ভক্তদের নিকট হইতে যে আনুকূল্য সংগ্রহ করিতে পারিতেন তাহা দ্বারা শ্রীবাস-অঙ্গনের সেবা পরিচালনায় তাঁহার অনেক সাহায্য হইত।

তাঁহার রচিত গীতের মধ্যে কয়েকটি গীত এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

১। গৃহে থাকাকালে শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্য তাঁহার উৎকণ্ঠা :—

শ্রীবাস অঙ্গন উদ্ধার লাগিয়ে
কি বুদ্ধি করিব আমি।
কে আছে সুহৃদ, কাহার চরণ
শরণ লব না জানি॥

কে আছে এমন, সুহৃদ আমার
নিবারে হৃদয় তাপ।
গৌরাঙ্গ চরণ বিনা নাহি দেখি
তাপ নিবারিবার পথ॥

গৌরাঙ্গ কৃপায় গৌরভক্তগণ
সাধিবেন এই কাজ।

গৌরাঙ্গ চরণ গৌরভক্ত সেবা
ললিত করয়ে আশ ॥

—॰—

২) শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারকার্য্যে রত থাকাকালে গৃহস্থাশ্রমে তাঁহার ছোট পুত্র শ্রীহৃদয়চৈতন্য দাস অধিকারীকে শ্রীবাস-অঙ্গন সম্বন্ধে লিখিত একটি পত্রের শেষে নিম্নলিখিত গীতটি পাওয়া যায়ঃ—

ধামে জীবন যাপন

চারি দণ্ড রাতি থাকিতে উঠিয়া
লীলা-চিন্তা গান করি।
প্রভাত হইলে মাধায়ের ঘাটে
গিয়া গঙ্গাস্নান করি ॥

যাইতে কীৰ্ত্তন, আসিতে কীৰ্ত্তন,
করতাল লয়ে করি।
শ্রীমন্দিরে আসি গান করি করি,
পরিক্রমা দিন করি ॥

পরেতে আহ্নিক, গীতা ভাগবত,
পাঠ করি কিছুকাল।
সংখ্যা নাম জপ অনুচ্চ কীৰ্ত্তন,
কভু ল'য়ে করতাল ॥

পাক করি যবে, কখন কীর্ত্তন,
কখন গ্রন্থ পাঠ করি।
বৃথায় সময়, নষ্ট নাহি হয়,
দিবারাতি গোরা স্মরি॥

নিজে পাক করি, প্রভুকে অর্পণ
করি নিতি নিতি আমি।
পূজারী প্রসাদ, দেয় মোরে আনি,
তাহা গ্রহণ করি আমি॥

গ্রামবাসীগণে উচ্চ করি নাম,
শুনাই যতন করি।
রাত্রি হ'লে নাম, উচ্চ সংকীর্ত্তন,
কখন লীলা ধ্যান করি॥

গ্রাম্য কথা হেথা, কহিতে হয় না,
শুনিতে হয় না আর।
নাম সদা শুনি, নিজে সদা করি,
এই মত ব্যবহার॥

শ্রীমূর্ত্তি দর্শন, দিনে দশবার,
প্রসাদ সদাই পাই।
শুদ্ধ ভক্তসঙ্গ সর্ব্বদাই হয়,
তত্ত্বজ্ঞান কত পাই॥

সেখানের সঙ্গে তুলনা করিলে,
ইহাই বৈকুণ্ঠ জানি।
ইহাপেক্ষা আর, ভাল স্থানে বাস,
হইতে পারেনা জানি॥

এইস্থানে থাকি, যদি দেহত্যাগ,
মোর ভাগ্যে কভু ঘটে।
তাহ'লে কৃতার্থ হইব নিশ্চয়,
ইহাই যথার্থ বটে॥

—০—

৩) **শ্রীশ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা ঃ—**

(শ্রীবাস-অঙ্গনে অবস্থানকালে রচিত)

গোরাগুণে প্রাণ কাঁদে কি বুদ্ধি করিব ?
গৌরাঙ্গ গুণের নিধি কোথা গেলে পাব ?
'গোরা' 'গোরা' করি' মোর কি হইল ব্যাধি ?
নিরবধি পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥
ভাসিয়া যাইতেছিলাম ভবনিধি-জলে।
চুলে ধরি' আনি' মোরে ধাম দেখাইলে॥
শেষকালে চরণসেবায় দিলে অধিকার।
পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি এশক্তি তোমার॥
জ্ঞানহীন ভক্তিহীন জরাতুর আমি।
বিষয়ীর কাছে ভিক্ষা যাচিতে না জানি॥

ভক্তহৃদে প্রেরণা করি' অর্থ আনাইলে।
মন্দির-প্রাচীর-আদি সব করাইলে॥
তোমার শক্তির কথা অকথ্য কথন।
কাকে গরুড় করি, কর স্বকার্য্য-সাধন॥
শেষে চক্ষুহীন করি' জনসঙ্গ ঘুচাইলে।
নির্জনে থাকিবার সুবিধা করিলে॥
শ্রীবাস-অঙ্গনে-সেবা, নাম-সংকীর্ত্তন।
ইহা হইলে হয় মোর অভীষ্ট-পূরণ॥
দীনবন্ধু দীননাথ পতিত পাবন।
অধীনের এই বাঞ্ছা করহ পূরণ॥

—শ্রীল ললিতলাল ভক্তিবিলাস

—০—

এইভাবে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত শ্রীবাস-অঙ্গনে ভজন করিতে করিতে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর ১৩৩৩ সালে ১২ই মাঘ, বুধবার কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে, ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তে শ্রীধাম-প্রাপ্ত হন। তাঁহার প্রকটান্ত কাল পর্য্যন্ত তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়া নৈষ্ঠিক ক্ষেত্রসন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীধামের সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধানে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন ছিল।

তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র দাস অধিকারী মহাশয় শ্রীশ্রীবিষ্ণু-প্রিয়া দেবীর আবির্ভাব দিবসে শ্রীগৌড়ীয় মঠে সাত্বত স্মৃ

বিধানানুসারে তাঁহার বিজয়োৎসব সম্পন্ন করেন এবং শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে তাঁহার সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ ও পঞ্চ-তত্ত্বের সেবার আনুকূল্যাদির ভারগ্রহণের জন্য শ্রীধাম-প্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হইয়াছিল (গৌড়ীয় ৬ষ্ঠখণ্ড-৩২শ সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের শ্রীধাম-প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই ৫ম বর্ষ, ২৫শ সংখ্যা সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকায় তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনী, ভজনাদর্শ এবং শ্রীধাম বাস ও শ্রীধামসেবায় তাঁহার দৃঢ় নিষ্ঠা ইত্যাদি গুণাবলী সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা উক্ত পত্রিকা হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

গৌড়ীয়

৫ম বর্ষ-২৫শ সংখ্যা, শনিবার, ২২শে মাঘ,

১৩৩৩ ৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯২৭

শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুর

নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুগ শ্রীবাস-অঙ্গনের বর্ষীয়ান সেবক মহাত্মা শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর আর ইহ জগতে নাই। তিনি গত ১২ই মাঘ, বুধবার, কৃষ্ণাষ্টমী ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে শ্রীধাম-প্রাপ্ত হইয়াছেন। আগামী শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আবির্ভাব দিবসে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জ্যেষ্ঠপুত্র পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত মাধবেন্দ্র দাস অধিকারী মহাশয়

শ্রীগৌড়ীয়মঠে সাত্বত স্মৃতি বিধানানুসারে বিজয়োৎসব সম্প
করিবেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূ
রাঢ়দেশের অন্তর্গত রাজবাঁধ ষ্টেশনের নিকট আমলাজোড়া গ্রা
৮৩ বৎসর পূর্ব্বে উত্তররাঢ়ীয় কায়স্থকুলে আবির্ভূত হন। বাল
কাল হইতেই ইঁহার ধর্ম্মে প্রগাঢ় অনুরাগ লক্ষিত হয়। ইঁ
জীবনে কখনও মৎস্য মাংসাদি অমেধ্য ভোজন কিংবা তা
কূটাদি কোন প্রকার মাদক দ্রব্য স্পর্শ করিতেন না। ইঁহ
নৈতিক চরিত্র সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ ছিল।

কিন্তু সাধারণ হিন্দু-সামাজিক ধর্ম্মে পৌত্তলিকতার আদ
দেখিতে পাইয়া এবং শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মকেও সাধারণ হিন্দুসমাজে
একটি শাখা বিশেষ মনে করিয়া শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মেও পৌত্তলকিত
আদর আছে বিচার পূর্ব্বক এবং তদানীন্তন বিদ্ধ বা সাম
বৈষ্ণব সমাজের নীতি-বিগর্হিত আচারাদি দর্শন করিয়া তি
তাৎকালিক নববিধান-সমাজের প্রধান নেতার উপদেশাদি গ্র
করেন।

১২৯৭ সালে যখন ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকু
বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজে
সহিত রাঢ়দেশের বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তি প্রচার কল্পে পর্য্য
করিতে করিতে আমলাজোড়া গ্রামে শুভবিজয় করিয়া তৎস্থা
বাসী ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা প্রচার ও শুদ্ধভক্তি প্রচা
কেন্দ্রস্বরূপ "শ্রীআমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম" নাম প্রদান করি

একটি ভক্ত বিহার স্থাপন করেন সেই সময় প্রশংসিত শ্রীভক্তি-বিলাস মহাশয় উক্ত মহাপুরুষদ্বয়ের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হন এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্ম যে সাধারণ পঞ্চোপাসক হিন্দুসমাজের একটি শাখা বিশেষ নহেন, সাধারণে প্রচলিত ঐরূপ ভ্রম যে অত্যন্ত অজ্ঞতা বিজৃম্ভিত তথা প্রাকৃত সহজিয়া বা শুদ্ধ বৈষ্ণব-গণের কৃত্রিম অনুকরণ প্রণালী অর্থাৎ শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিকৃত ও হেয় প্রতিফলন যে সার্ব্বজনীন পরম উদার বিমল বৈষ্ণব ধর্ম্ম নহে, অবতার বা অবরোহবাদীর আনুগত্য ধর্ম্মে যে আরোহ-বাদীর পৌত্তলিকতার প্রভাব নাই, সচ্চিদানন্দ শ্রীবিগ্রহ পূজা ও পঞ্চোপাসকের পৌত্তলিকতা, অপ্রাকৃত সহজ ধর্ম্ম ও প্রাকৃত সহজিয়ার বিকৃত ধর্ম্ম এবং তন্মূলে কৃত্রিম ভাবের স্মরণ-মননাদিরূপ পৌত্তলিকতা, আত্মার নিত্য ধর্ম্ম ও অনাত্মার বা দেহ মনের অনিত্য ধর্ম্ম, জড় নিরাকার ও সাকারবাদ এবং শুদ্ধ সবিশেষ বাদ যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিপরীত, তাহা তিনি উপলব্ধি করিতে পারেন। ইহার চারি বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১২৯৩ সালে ভক্তি-বিলাস ঠাকুর শ্রীরামপুরে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার লাভ করেন।

এইরূপে তিনি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপদেশ ও কৃপা প্রাপ্ত হইয়া গৃহে থাকিয়াই কিছুকাল পর্য্যন্ত হরিভজন করিতে থাকেন। ১৩১৯ সালে তিনি শ্রীগৌরজন্মস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ আগমন করেন। শ্রীবাস-অঙ্গনের প্রতি

তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হইলে, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তাঁহাকে শ্রীঅঙ্গনের সেবায় ব্রতী হইতে আদেশ করেন। তিনি তাঁহার সংক্ষিপ্ত স্বলিখিত চরিত মধ্যে লিখিয়াছেন,—"১৩১৯ সালে শ্রীবাস অঙ্গন দর্শনাবধি আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল। সংসারের কোন কার্য্যই ভাল লাগিত না। পরমহংস শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজকে পত্র লিখিলাম; তিনি উত্তর দিলেন 'আপনি শীঘ্র শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভজন করুন, তাহা হইলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে।' ১৩২০ সালে তাঁহার আজ্ঞানুসারে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর ২।১ দিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীমন্দিরের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইলাম।'

শ্রীভক্তিবিলাস মহাশয় তাঁহার প্রকটান্ত কাল পর্য্যন্ত শ্রীবাস অঙ্গনের সেবায় আপনাকে নিযুক্ত করিয়া নৈষ্ঠিক ক্ষেত্রসন্ন্যাসব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার শ্রীধামের সেবার ঔজ্জ্বল্য বিধানে বিশেষ উৎসাহ ও যত্ন ছিল। তিনি শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোন তীর্থাদি দর্শন করিবার অভিলাষ করেন নাই। তিনি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীপাদের শ্রীশ্রীনব-দ্বীপ শতকের নবদ্বীপ ধাম-বাস-নিষ্ঠা প্রার্থনা করিয়া শ্রীগৌরা-টবীতেই রজোলাভ করিয়াছেন—

"জাতি-প্রাণ-ধনানি যান্তু সুযশোরাশিঃ পরীক্ষীয়তাং
সদ্ধর্ম্মা বিলয়ং প্রয়ান্তু সততং সর্ব্বৈশ্চ নির্ভৎর্স্যতাম্।
আধিব্যাধিশতেন জীর্য্যতু বপুর্ল্লুপ্তপ্রতীকারতঃ
শ্রীগৌরাঙ্গপুরং তথাপি ন মনাক্ ত্যক্তুং মমাস্তাং মতিঃ॥

আমার জাতি, প্রাণ ও ধন সমূহ নষ্ট হউক,
সুযশোরাশি সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়প্রাপ্ত হউক, আমার আচরিত সদ্ধর্ম্ম সমূহ বিলয়প্রাপ্ত হউক, সকলে আমাকে নিরন্তর তিরস্কার করুক এবং শত শত মানসিক ও শারীরিক পীড়ার প্রতিকারাভাবে আমার দেহ ক্ষীণ হউক, তথাপি শ্রীগৌরাঙ্গপুর অর্থাৎ শ্রীমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গন নবদ্বীপ ত্যাগ করিতে যেন একবারও আমার মতি না হয়।

—০—

শ্রীমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনের প্রবর্ত্তক ও একনিষ্ঠ সেবকপ্রবর
শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর কী জয়।

—০—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের অপ্রাকৃত চরিত্রের সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা করা আমার মত মায়াবদ্ধ জীবের সাধ্যাতীত; তাই বহু চেষ্টা করিয়াও কুল কিনারা পাইতেছিনা। অথচ নিত্য বাস্তব মঙ্গল লাভের আশায় তাঁহার মহিমাবলী কীর্ত্তন করিবার প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ের মধ্যে উদয় হইতেছে। এই ইচ্ছা পূরণের অন্য কোন উপায় না দেখিয়া তাঁহার চরণে ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের চরণে একান্তভাবে শরণাগত হইয়া তাঁহাদের কৃপার জন্য সকাতর প্রার্থনা জানাইতেছি। তাঁহাদের কৃপা হইলে পঙ্গুও গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে এবং মূকও বাচাল হইতে পারে। তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপা আমার হৃদয়ে যতটুকু সঞ্চারিত হইবে ততটুকুই আমার লেখনী দ্বারা সেই অপ্রাকৃত তত্ত্বের বর্ণনা করা সম্ভব হইবে।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীশ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত রাঢ়-দেশের অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলায় রাজবাঁধ ষ্টেশনের নিকট আমলা-জোড়া গ্রামে উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থকুলে শ্রীললিত লাল ঘোষের (পরে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর নামে খ্যাত) পুত্ররূপে আবির্ভূত হন। পিতৃদত্ত নাম ছিল হীরালাল। সেই সময় আমলাজোড়া গ্রামটি একটি সামান্য গণ্ডগ্রাম বলিয়া পরিচিত থাকিলেও এই গ্রামের ভাগ্যের সীমা নাই। কারণ তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বেই এইস্থানে বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শুভবিজয় করিয়া শুদ্ধভক্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন
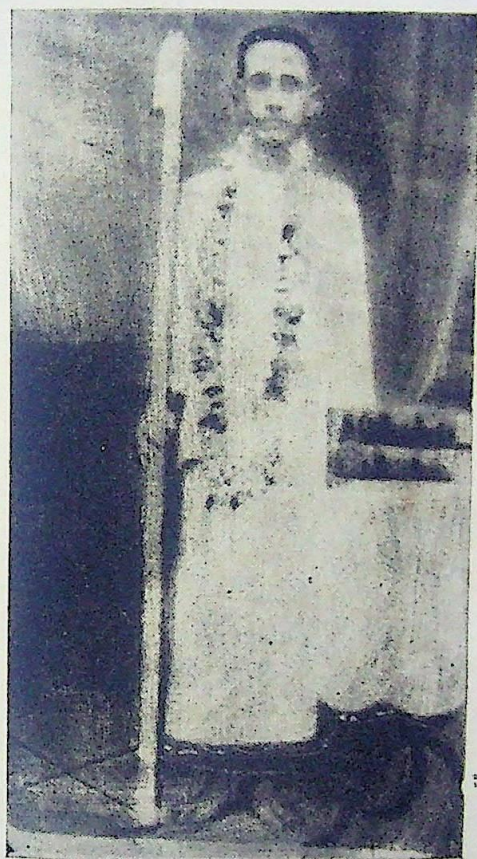
শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরীমহারাজ
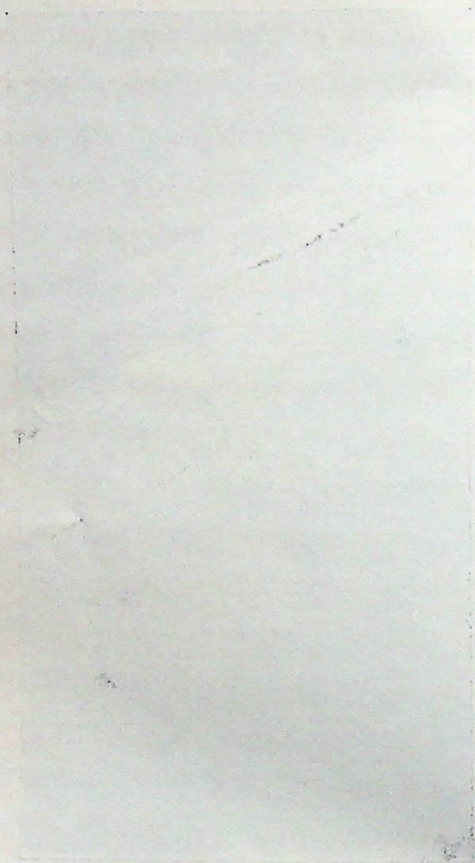
বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শুদ্ধভক্তি প্রচারকবর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রাঢ়দেশে বিভিন্নস্থানে শুদ্ধভক্তির বাণী প্রচার ব্যাপদেশে পর্য্যটন করিতে করিতে আমলা-জোড়া গ্রামে শুভবিজয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পদধূলিতে তীর্থীভূত এই স্থানেই ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার আবির্ভাবের তারিখ সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানিবার এখন কোন উপায় দেখিতেছিনা। তবে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের স্বলিখিত জীবন চরিত হইতে জানা যায় যে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের বয়ঃক্রম যখন ৫০ বৎসর তখন তাঁহার এই পুত্রের জন্ম হয়। সেই হিসাব অনুযায়ী বঙ্গাব্দ ১৩০০ সালে তাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার বশতঃ শৈশবাবস্থা হইতেই তাঁহার চরিত্রে সহজাত বহু সংগুণাবলীর প্রকাশ পাইতে দেখা গিয়াছিল এবং বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহা আরও বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। তাঁহার গুণাবলী দর্শনে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর তাঁহার জীবন চরিতে লিখিয়াছিলেন—"ছোট পুত্রটির চরিত্রে যে সকল সংগুণ দেখা যাইতেছে তাহা সে কোথা হইতে শিখিল? আমাদের গ্রামে বা আমাদের সংসারে কোন ব্যক্তির মধ্যে, এমন কি আমাদের পরি-চিত আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব কাহারও চরিত্রে এই সমস্ত গুণ দেখিতে পাই না। তবে আমি যে সময় বৈষ্ণব ধর্ম্মে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম এবং সেই ধর্ম্মের উপদেশ অনুযায়ী উপাসনা করিতে রত ছিলাম সেই সময় আমার প্রথম পুত্র

মতিলালের জন্ম হয়। কিন্তু পরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন ও তাঁহার শিক্ষা এবং কৃপালাভের পর আমি যখন ধর্ম্মান্তর গ্রহণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া দৃঢ় শ্রদ্ধার সহিত শুদ্ধ বৈষ্ণব ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করি এবং সেই অনুযায়ী নিষ্ঠার সহিত হরিভজন করিতে থাকি তখন আমার দ্বিতীয় (ছোট) পুত্রটির জন্ম হয়। শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী হয়ত সেই কারণেই আমার এই ছোট পুত্রটির চরিত্রে নানা সৎগুণের সমাবেশ দেখা যাইতেছে।"

বাল্য, কৈশোর ও পাঠ্যাবস্থা

আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ পূর্ব্বে তাঁহার বাল্য, কৈশোর ও পাঠ্যাবস্থা সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিবার মত প্রবৃত্তি আমার হৃদয়ে উদিত হয় নাই। কাজেই এখন আমার পক্ষে তাঁহার সেই সময়কার গুণাবলী সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু জানিবার ও জানাইবার সামর্থ্য নাই। তবে আমি যখন বাঁকুড়া জেলার পলাশডাঙ্গা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ে পড়িতাম তখন সেখানকার 'ছোটবাবু' বলিয়া পরিচিত তাঁহার এক সহপাঠী একদিন আমাকে বলিয়াছিলেন যে, "তুমি হীরালাল ঘোষের পুত্র। আমি তোমার বাবার সঙ্গেই পড়িতাম। তাঁহার অনেক সৎগুণ দেখিয়া আমরা সে সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইতাম। আমরা একসঙ্গে হোষ্টেলে থাকিলেও তিনি হোষ্টেলের খাবার খাইতেন না। আমাদের রান্না শেষ হইবার পর তিনি উনানটি গোময় লিপ্ত করিয়া নিজের জন্য পৃথকভাবে দুই বেলাই একপাকে হবিষ্যান্ন রন্ধন করিয়া খাইতেন। কোনদিন এই বিষয়ে ত্রুটি হইতে দেখি নাই। তিনি খুব স্বল্পভাষী ছিলেন এবং তাঁহার বিনম্র, স্নিগ্ধ, মধুর ব্যবহারের জন্য

সকলেরই নিকট তিনি খুব প্রিয় ও শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন।"

যৌবন ও গার্হস্থ্য জীবন

যৌবনে এবং আদর্শ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম পালনের সময় যাবতীয় বৈষ্ণবোচিত গুণগুলি তাঁহাতে দেদীপ্যমান ছিল। তাঁহার সেই সকল গুণাবলী সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় শিক্ষালাভ করিয়া বাড়ীতেই চিকিৎসা ব্যবসায় শুরু করেন। তাঁহার ডাক্তারখানার সাইনবোর্ডটি আমলাজোড়ার বাটিতে তাঁহার পরিচয় দিবার জন্য অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহাতে লেখা আছে—

গৌর ললিত মেডিকেল হল

ডাক্তার **হীরালাল ঘোষ**

কালক্রমে ডিপ্লোমা / ডিগ্রীগুলি অস্পষ্ট হইয়া যাওয়ার জন্য বর্ত্তমানে তাহার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর নহে।

চিকিৎসার পরিবর্ত্তে তিনি রোগীদের নিকট হইতে খুব কম পয়সা লইতেন। পরোপকারী ও দয়ালু স্বভাবের জন্য কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না। যে যাহা দিতেন তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিতেন। অর্থ রোজগার ও সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার কোন উদ্যম ছিল না। ভগবৎ ইচ্ছায় যাহা পাইতেন তাহাতেই কোন রকমে সংসার খরচ নির্ব্বাহ করিবার চেষ্টা করিতেন। অর্থসঙ্কটের সম্মুখীন হইয়া ঋণ করিবার প্রয়োজন হইলেও তিনি আর্থিক উন্নতির চিন্তা অপেক্ষা পারমার্থিক উন্নতির চিন্তা করাকেই নিত্য বাস্তব মঙ্গললাভের পথ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। গৃহে থাকাকালে শ্রীল ভক্তিবিলাস

ঠাকুর যে সব জমি জায়গা খরিদ করিয়াছিলেন তাহার উৎপন্ন ধান্যাদি হইতে ঠাকুর সেবা এবং সংসার খরচের জন্য চাউল, মুড়ি, চিড়া ইত্যাদির ব্যবস্থা হইয়া যাইত এবং উদ্বৃত্ত ধান্য বিক্রয় করা হইত। গৃহে প্রায়ই বৈষ্ণবসেবা ও অতিথিসেবা লাগিয়া থাকিত। দূর গ্রামের বাসিন্দারা যাঁহারা রাত্রির ট্রেনে রাজবাঁধ ষ্টেশনে নামিতেন তাঁহারা প্রায়ই বাড়ীর বৈঠকখানায় রাত্রিবাস করিতেন এবং প্রয়োজন হইলে তাঁহাদের যথাসাধ্য আহারের ব্যবস্থাও করিতে হইত। বাড়ীতে প্রত্যহ নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন আদির ব্যবস্থা ছিল এবং তাঁহার নিকট হইতে হরিকথা শুনিবার আকর্ষণে শ্রদ্ধালু ব্যক্তিরা তাহাতে যোগদান করিতেন।

তাঁহার অর্থ রোজগার করিবার বিশেষ উদ্যম না থাকিলেও তিনি যাহাই রোজগার করিতেন তাহার ১/১৬ অংশ হরিনামের জন্য এবং ১/৮ অংশ পরোপকারের জন্য প্রথমে দুইটি পৃথক বাক্সে রাখিয়া অবশিষ্ট অর্থ সংসারের জন্য খরচ করিতেন। ইহাতে সংসারের কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইতেন, কিন্তু নানা অসুবিধা সত্ত্বেও তিনি তাঁহার এই নীতি পরিবর্ত্তন করেন নাই। তিনি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন তাহা যেমন করিয়াই হউক পালন করিতেন। শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্যও মাঝে মাঝে তিনি শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরকে টাকা পাঠাইতেন। এই সবের জন্য তাঁহাকে কখনও কখনও ঋণ করিতে হইত এবং চক্রবৃদ্ধিহারে সেই ঋণের জন্য সুদ দিতে হইত। তাঁহার সাংসারিক জমা খরচের হিসাবের খাতা হইতে এইসব তথ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

আমার এক পিসীমাতার নিকট শুনিয়াছি যে, শ্রীপাদ পুরী মহারাজ যখন কোন মহিলা রোগীর হাতের নাড়ী পরীক্ষা করিতেন তখন তিনি তাঁহার মুখের দিকে না তাকাইয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকিতেন।

সে সময় পল্লীগ্রামে এখনকার মত পায়খানা ও স্নানঘরের ব্যবস্থা ছিল না। আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে গ্রামের প্রায় বহির্দেশে একটি বড় পুষ্করিণী আছে। সে সময় কি পুরুষ কি মহিলা সকলকেই স্নান ও শৌচাদির জন্য সেই স্থানে যাইতে হইত। দুইপার্শ্বে বিস্তীর্ণ চাষের জমি, তাহারই মাঝে একটি চওড়া আইলের উপর দিয়া সকলকে স্নান ও শৌচাদির জন্য যাতায়াত করিতে হইত। শুনিয়াছি, শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা সকল সময়েই তিনি হাতে একটি ছাতা লইয়া যাইতেন এবং ঐ আইলের উপর দিয়া যাতায়াতের পথে কোন মহিলা দেখিলেই তিনি ছাতা আড়াল দিয়া এক পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইতেন। কাহারও মুখের দিকে তাকাইতেন না।

বাড়ীতে কিংবা পাশের বাড়ীতে কাহারও কঠিন অসুখ হইলে ঐ রোগীর আত্মীয় স্বজন যখন রোগীর আরোগ্য লাভের জন্য ব্যাকুল ভাবে এক এক করিয়া নানা দেব-দেবীর নাম ধরিয়া ডাকিতেন তখন তিনি নিষেধ করিতেন এবং বলিতেন যে, এক এক করিয়া নানা দেব-দেবীর নাম ধরিয়া ডাকিলে কোন্‌জন উদ্ধার করিতে আসিবেন? তাহা অপেক্ষা একজনকেই ডাক এবং সকল দেব দেবীরও যিনি ঈশ্বর সেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণকেই ডাক, তাহাতে ফল হইবে। এই প্রকার সরল ভাবে তিনি সকলকে শিক্ষা দিতেন। তিনি কাহাকেও রূঢ়

কথা বলিতেন না, মিষ্ট বাক্যে বুঝাইয়া দিতেন।

সে সময়ে দেশের সর্ব্বত্রই স্বাধীনতা আন্দোলনের বিশেষ প্রভাব ছিল। তিনিও নিষ্ঠার সহিত বিদেশী দ্রব্য বর্জ্জন নীতি মানিয়া চলিতেন এবং সংসারের কাহাকেও বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করিতে দিতেন না।

তাঁহার দুই কন্যা ও দুই পুত্র—যথাক্রমে কৃষ্ণ বিনোদিনী, বিষ্ণুপ্রিয়া, গৌরদাস ও বিশ্বম্ভর দাস। ছোট পুত্র বিশ্বম্ভর দাস শৈশবেই মারা যায়। দুই কন্যাও একে একে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। কেবল এই দীন সংকলক, গৌরদাস, তাঁহারই কুলাঙ্গার রূপে এখনও বর্ত্তমান আছে এবং দুর্ল্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়া তাঁহার মত বৈষ্ণবের বংশে স্থান পাইয়াও তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ করিতে না পারার জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত চিত্তে আজ সকাতরে তাঁহার শ্রীচরণে কৃপাপ্রার্থী—যাহাতে তাঁহার অহৈতুকী কৃপায় জীবনের শেষ কয়েকটী দিন মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিয়া ঐকান্তিক ভাবে শুদ্ধ হরিভজনে আত্ম-নিয়োগ করিতে পারি।

সৎগুরু পদাশ্রয় ও গৃহে থাকিয়া হরিভজন :

বাল্যকাল হইতেই তিনি হরিভক্তি পরায়ণ ছিলেন। শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীবাস-অঙ্গন উদ্ধারের জন্য গৃহত্যাগ করিয়া শ্রীমায়াপুর চলিয়া যাইবার পর হইতে তাঁহার সেই অনুরাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীমায়াপুর হইতে পত্রের মাধ্যমে তাঁহাকে বিভিন্ন ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও কীর্ত্তনাদির বিষয়ে

নানা উপদেশ দিতেন এবং তিনিও ঐকান্তিকতার সহিত তাহা পালন করিতেন। ইহার পরেই তিনি জগদ্‌গুরু গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে হরিনাম গ্রহণ ও পঞ্চরাত্র বিধানমতে দীক্ষালাভ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি শ্রীহৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী নামে পরিচিত হন। পরমার্থ সম্পর্কশূন্য ব্যবহারিক কুল-গুরু পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাত্বত শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে পারমার্থিক গুরুপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাতে তাঁহার ব্যবহারিক কুলগুরু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার বাটিতে আসিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত করেন। কিন্তু তিনি সৎগুরুর পাদপদ্মে ঐকান্তিক ভাবে আশ্রিত ও শরণাগত থাকার জন্য সেই অভিশাপে তাঁহার কোন ক্ষতি হয় নাই, পরন্তু সেইদিনই কুলগুরুব্রুবের এক পুত্র বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়া মারা যায়।

শ্রীল প্রভুপাদের কৃপাভিষিক্ত হইবার পর হইতেই তাঁহার হরিভজনে উৎসাহ প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায় এবং তিনি গৃহে থাকিয়াই মঠের মত নিয়মিতভাবে পাঠ, কীর্ত্তন ইত্যাদি ভক্ত্যঙ্গ যাজনে রত থাকিতেন। তাঁহার ভক্তি সদাচারের আদর্শ প্রভাবে তাঁহার আত্মীয়গণের প্রায় সকলেই শুদ্ধভক্তির আচার্য্য শ্রীল প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন। ঐ গ্রামেরই শ্রীহরেকৃষ্ণ দাস অধিকারী প্রভুও তাঁহারই ভজন আদর্শে আকৃষ্ট হইয়া শ্রীল প্রভু-পাদের শ্রীচরণাশ্রয় করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল পুরী মহারাজের প্রতি এরূপ শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন যে তিনি শ্রীল পুরীমহারাজের ভজনময়

গৃহটিকে গুরুবাড়ীর স্থায় মান্য করিতেন। সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকার সজ্ঘপতি ও সজ্ঘ-সম্পাদক ১৫শ খণ্ড গৌড়ীয়—১৪শ সংখ্যায় শ্রীল পুরী মহারাজের নির্য্যাণ সংবাদ প্রচার প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "শ্রীপাদ পুরী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের নামভজনময় গৃহে আমাদের পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ করুণার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপ্রাকৃত মতি-বিশিষ্ট হইবার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।"

পরম আরাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ স্নিগ্ধ সেবক প্রবর শ্রীহৃদয়-চৈতন্যদাস অধিকারীর প্রতি অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন স্বরূপ বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে শুদ্ধভক্তি প্রচার উদ্দেশ্যে সপার্ষদ আমলাজোড়া গ্রামে তাঁহার ভবনে শুভবিজয় করিয়াছিলেন এবং সেখানে দুইদিন ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীল প্রভুপাদ স্বহস্তে তাঁহার কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কোষ্ঠী গণনা করিয়া তিনি কোষ্ঠীতে লিখিয়াছিলেন, "ইনি ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত হইবেন।" শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী প্রভুর সাংসারিক জমা খরচের খাতা হইতে জানা যায় যে শ্রীল প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবগণের আগমন উপলক্ষে সেই সময় খরচ হয় চাউল বাদে ৪৮৲ টাকা। ঐ টাকা তিনি ঋণ করিয়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবগণের ভোজন সমাধা হইলে শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী প্রভু তাঁহাদের প্রত্যেকের ভোজন পাত্র হইতে ভুক্তাবশেষের এক এক কণিকা মহাপ্রসাদ লইয়া খুব উৎফুল্ল চিত্তে গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ বোধ করেন।

আমি সেই সময় মাত্র ৪ বৎসরের বালক হইলেও সেই ভক্তিব্যাঞ্জক দৃশ্যটি আমার স্বচক্ষে দেখিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল এবং এখনও তাহা স্মৃতিপটে অম্লান আছে ; ইহা ঘটনাটির অলৌকিক প্রভাবেই সম্ভব-পর হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করি।

"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদ জল।
ভক্ত ভুক্তাবশেষ এই তিন সাধনের বল॥"

ভক্তিলাভের জন্য তিনি শাস্ত্রের সমস্ত নির্দ্দেশগুলি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন।

শ্রীশ্রীসরস্বতী জয়শ্রী--ত্রিংশ বৈভব—২৬১ পৃষ্ঠার বিবরণ হইতেও শ্রীল প্রভুপাদের উল্লিখিত আমলাজোড়ায় প্রচারের সংবাদ জানা যায়—

যথা— "**আমলাজোড়ায় প্রচার**

আমলাজোড়া গ্রামে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অত্যন্ত আদরের ও গৌরবের পাত্র শ্রীমদ্‌ ভক্তিনিধি ও শ্রীমদ্‌ ভক্তিরত্নের বাসস্থান ছিল। এইস্থানে এক সময় শ্রীমদ্ জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সহিত শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হরিবাসর ব্রতে অহোরাত্র সংকীর্ত্তন যজ্ঞের আবাহন করিয়াছিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ এইস্থানে প্রায় তেত্রিশ বৎসর পরে পুনঃ শুভাগমন করিলেন। স্নিগ্ধ সেবক প্রবর শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী মহাশয়ের (পরে ত্রিদণ্ডী স্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরীমহারাজ) ভবনে দুই দিন ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। এই সময়ে ঐ ভক্তি ভবনটি ক্রমশঃ প্রপন্নাশ্রমে পরিণত করিবার প্রস্তাব হয়। আমলাজোড়াবাসী ও বৈষ্ণবপল্লীবাসিগণ

প্রভুপাদকে আচার্য্যোচিত অভ্যর্থনা করিলেন। আমলাজোড়ায় পুনরায় হরিকথার বন্যা প্রবাহিত হইল। বহু সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি পরিপ্রশ্ন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে আত্মমঙ্গলোপদেশ শ্রবণের সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন।”

শ্রীল প্রভুপাদের সপার্ষদ আমলাজোড়া গ্রামে প্রচারের পর কিছুকালের মধ্যে শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী প্রভু ‘মনঃশিক্ষা’ শীর্ষক পদ্যছন্দে একটি সুদীর্ঘ ভজনলালসাময় বিজ্ঞপ্তি রচনা করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি তাঁহার গৃহের সম্মুখে একটি বড় খামার বাড়ীতে মঠ স্থাপন পূর্ব্বক সেখানে শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা প্রতিষ্ঠা করিবার এবং তাঁহার পুত্র শ্রীগৌরদাসকে (দীন সংকলক) ব্রহ্মচারী করিয়া ভবিষ্যৎ সেবাইত পদে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুমতিও লাভ করিয়াছিলেন। ‘শ্রীশ্রীসরস্বতী জয়শ্রী’তে প্রকাশিত “এই সময়ে ঐ ভক্তিভবনটি ক্রমশঃ প্রপন্নাশ্রমে পরিণত করিবার প্রস্তাব হয়”—এই বাক্য দ্বারাও তাঁহার গৃহের সম্মুখে খামার বাড়ীতেই মঠ স্থাপন করিবার প্রস্তাব হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

তাঁহার রচিত ‘মনঃশিক্ষা’ হইতে কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করা হইল :—

“অহৈতুকী কৃপা করি গুরুদেব সপার্ষদে
আসিলেন উদ্ধারিতে ভাই।
তাঁর শুভদৃষ্টিপাতে দুষ্টবুদ্ধি গেল কেটে
ইহাতে মোর কৃতিত্ব নাই ॥

তাঁহার উপদেশ সার, নাম গান নিরন্তর,
তাহাতে করিলাম যতন।
স্ত্রীসঙ্গ পরিহরি ভিন্ন ঘরে বাস করি
নাম গানে হইনু মগন ॥

হৃদয়েতে কেহ বলে মঠ হবে এই স্থলে
তাহা লাগি করহ যতন।
শ্রীগুরু নিকট যাই তাঁহার অনুমতি পাই
তাই হই আনন্দ মগন ॥"

তিনি ঐ সময় নিম্বকাষ্ঠ হইতে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর একটি শ্রীমূর্ত্তি প্রকট করাইয়াছিলেন। সে সময় আমার বয়স কিঞ্চিদধিক চার বৎসর মাত্র ছিল, কিন্তু এক অলৌকিক প্রভাবে, সেই শ্রীমূর্ত্তি কোথায় নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল, পরে আমাদের বাড়ীতে কোথায় রাখা হইয়াছিল ও অঙ্গরাগ করা হইয়াছিল এবং যখন ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসের প্রথম দিকে একদিন রাত্রিতে আমাদের বাড়ীর বৈঠক-খানার দরজা দিয়া সেই শ্রীমূর্ত্তি বাহিরে আনিয়া শ্রীপাদ ভক্তি-বিবেক ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক কলিকাতা লইয়া যাইবার জন্য গো-শকটে উত্তোলন করা হইয়াছিল—সেই সব দৃশ্যগুলি যেন আজ এত-কাল পরেও আমার স্মৃতিপথে ও চক্ষুর সম্মুখে সুস্পষ্টরূপে বিরাজ করিতেছে। ইহাতে আমি নিজে খুবই আশ্চর্য্যান্বিত হই।

যে কোন কারণেই হউক ইহার কিছুকাল পরেই গৃহে মঠ স্থাপন করিবার পরিকল্পনা পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি গৃহত্যাগ করিয়া ত্যক্তা-

শ্রমীরূপে শ্রীল প্রভুপাদের সেবায় সম্পূর্ণরূপে আত্মনিয়োগ করিতে কৃতসংকল্প হন।

"জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল',—এই শীর্ষক ইং ৬ই জুন, ১৯২৪ তারিখে তাঁহাকে লিখিত শ্রীল প্রভুপাদের পত্রখানি পাইবার পরেই হয়ত তিনি গৃহে মঠ স্থাপন করিবার পরিবর্ত্তে গৃহত্যাগের সংকল্প গ্রহণ করেন। এই পত্রখানি পাঠ করিলে জানা যায় যে, আমার প্রতি (তাঁহার পুত্র—দীন সংকলক গৌরদাস) তাঁহার আসক্তি ছিল। এই পুত্র স্নেহের বন্ধন ও মোহ হইতে তখনও পর্য্যন্ত তিনি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। সেইজন্য শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে তিনি যথাবিধি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া গৃহে মঠ স্থাপন পূর্ব্বক পুত্র গৌরদাসকে ব্রহ্মচারী করাইবেন—এইরূপ অভিলাষ তিনি পত্র দ্বারা শ্রীল প্রভুপাদকে জানাইলে তাহার উত্তরে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার ইং ৬।৬।১৯২৪ তারিখের পত্রে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন,—"অনাত্ম পুত্রে আসক্তি দ্বারা 'হরি সেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই যখন আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন পুত্র স্নেহই এইক্ষণে ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র ?'—এই বিবেক নষ্ট হইল কেন বুঝা যায় না। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্ব্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দ্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান আপনাকে কেন গ্রাস করিতেছে বুঝা যায় না," ইত্যাদি। শ্রীল প্রভুপাদের এই পত্রটির এবং অন্যান্য পত্রগুলির প্রতিলিপি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করা হইল।

এই পত্রটির উপদেশ বাক্য দ্বারাই হয়ত তাঁহার পুত্র-স্নেহের মোহ ছিন্ন হইয়া যায় এবং যথাশীঘ্র সম্ভব চিরতরে গৃহত্যাগ করিবার

জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন।

শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী প্রভু গৃহ ত্যাগ করিবার জন্য তাঁহার পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁহার খামার বাটিতে মঠ স্থাপন করা না হইলেও শ্রীল প্রভুপাদের নির্দ্দেশ অনুযায়ী এবং গ্রামবাসী ভক্তগণের বিশেষ আগ্রহে ইহার তিন বৎসর পরেই সন ১৩৩৪ সালে এই স্থানটির অনতিদূরে গ্রামের বহিঃপ্রান্তে আম্রকাননের মধ্যে পূর্ব্বে ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ২৮শে ফাল্গুন শ্রীহরিবাসর দিবসে বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের সভাপতিত্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যে স্থানটিতে শ্রীশ্রীপ্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন সেই ভূমিতেই নূতন করিয়া মন্দিরাদি ও সেবকখণ্ড নির্ম্মাণ পূর্ব্বক শ্রীশ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠ প্রতিষ্ঠিত হন। এইখানে শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদকিশোর জীউ নিষ্ঠার সহিত সেবিত হইতেছেন। এই মঠের বর্ত্তমান শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমূর্ত্তিটী শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী প্রভু পূর্ব্বাশ্রমে থাকাকালে প্রকট করাইয়াছিলেন। আজানুলম্বিত ভুজ, দীর্ঘ দেহ, বঙ্কিম নয়ন, অতি সুললিত মনোরম মূর্ত্তি দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। এই শ্রীমূর্ত্তিটী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে শ্রীপাদ ভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ কর্ত্তৃক আমলাজোড়া হইতে কলিকাতা লইয়া যাইবার পর কিছুদিন পুরীর মঠে সেবিত হইয়া পুনরায় প্রত্যাগমন করিয়া আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে সেবিত হইতেছেন।

শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী প্রভু শ্রীল প্রভুপাদের ৬।৬।১৯২৪ তারিখের পত্র পাইবার পরই তাঁহার উপদেশ ও

কৃপানির্দ্দেশে গৃহে মঠ স্থাপন করিবার জন্য তাঁহার নিজস্ব চিন্তাধারা সমূলে বিসর্জ্জন দিয়া শ্রীল প্রভুপাদের কৃপানির্দ্দেশকেই শ্রেয় বলিয়া বরণ করিয়া লন এবং

'গুরুমুখ পদ্ম বাক্য চিত্তেতে করিয়া ঐক্য,
আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরু চরণে রতি, এই সে উত্তম-গতি,
যে প্রসাদে পুরে সর্ব্ব আশা ॥'

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর মহাশয়ের উপরি উক্ত প্রার্থনা বাক্যকেই প্রেমভক্তি লাভের একমাত্র উপায়-জ্ঞান করিয়া তিনি গার্হস্থ্য লীলার অবসান ঘটান ও ত্যক্তাশ্রমীরূপে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেন। তাঁহার স্বহস্তে লিখিত জমা খরচের হিসাবের খাতায় ১৩৩১ বঙ্গাব্দের ২৪শে শ্রাবণ পর্য্যন্ত শেষ হিসাব লেখা হইয়াছে দেখা যায় এবং ঐ তারিখেই তিনি নিজের জন্য ১ জোড়া কাপড়, ১ খানি গামছা, ১টি এলার্মিং টাইম পিস খরিদ করিবার জন্য এবং কলিকাতা যাইবার খরচের জন্য প্রয়োজনীয় টাকা লইয়া অহা হিসাবের খাতায় লিখিয়া রাখেন। তাহার পর হইতে আর কোন জমা খরচের হিসাব লেখা না থাকায় অনুমান হয় যে তিনি সন ১৩৩১ সালের ২৪শে শ্রাবণের পরেই গৃহত্যাগ করেন। তখন আমার বয়স মাত্র ৪ বৎসর ১০ মাস।

তিনি গৃহত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের বিষয় সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজন, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদির চিন্তা ও তাহাদের প্রতি আসক্তি মলবৎ ত্যাগ করেন এবং নিজেকে বিক্রীত পশুর মত গণ্য করিয়া শ্রীগুরু-

পাদপদ্মে সম্পূর্ণরূপে শরণাগত হইয়া আত্মনিবেদন করেন। শ্রীগুরু-সেবাই তখন তাঁহার একমাত্র ব্রত হয়। শ্রীগুরুদেবের চিত্তবৃত্তি, চিন্তাধারা ও আশয়ের সহিত নিজে সম্পূর্ণরূপে dove-tailed হইয়া যান।

শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে পূর্ণ শরণাগতি ও আত্মনিবেদনের ফলে ঐ সময়ে শ্রীগুরু কৃপায় তাঁহার বৈষ্ণবোচিত গুণগুলি বহুগুণে বর্দ্ধিত হইয়া তাঁহার চরিত্রে প্রতিভাত হইতে দেখা যায়।

গৃহত্যাগের কয়েকমাস পরে তিনি একদিন কলিকাতায় মঠের সেবাকাজের জন্য যখন রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন তখন তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের প্রতিবেশী ৺তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায় তাঁহাকে পিছন হইতে "ও হীরু মামা, ও হীরুমামা" বলিয়া পূর্ব্বের সম্বন্ধ ধরিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে থাকেন। তিনি তাহা শুনিয়াও যেন শুনিতে পান নাই এইরূপ ভান করিয়া গন্তব্যপথে দ্রুত চলিতে থাকিলে সেই প্রতিবেশীটি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার নিকটস্থ হইয়া পুনরায় তাঁহাকে ডাকিতে থাকেন। তখন তিনি বাধ্য হইয়া তাঁহাকে বলেন, "এখন আর আমি কাহারও মামা টামা নই"—এই বলিয়া এবং আর অন্য কোন প্রকার বাক্যালাপ না করিয়া তিনি আরও দ্রুতগতিতে নিজের গন্তব্য স্থানে চলিয়া যান।

তাঁহার নানা সৎ গুণাবলীর জন্য তিনি অতি শীঘ্র শ্রীল প্রভু-পাদের প্রিয়পাত্র রূপে পরিগণিত হন। তাঁহার সেবা চমৎকারিতা দর্শন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম ইংরাজি ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বাংলা ১৩৩২ সালের ফাল্গুন মাসে শ্রীনবদ্বীপ ধাম প্রচারিণী সভার দ্বাত্রিংশং

বার্ষিক অধিবেশনে তাঁহাকে 'ভক্তি রত্নাকর' এই আশীর্ব্বাদ উপাধিতে ভূষিত করেন এবং ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ২৮শে ভাদ্র তারিখে তিনি শ্রীগুরু-পাদপদ্ম হইতে তদীয় প্রসাদরূপে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস লাভ করিয়া শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ নামে খ্যাত হন।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ আজন্ম ভক্তি সদাচার পালন করিয়া-ছিলেন। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—তাঁহার জীবনে এই চারিটি আশ্রমই সুষ্ঠুরূপে পালিত হইতে দেখা গিয়াছিল। প্রত্যেকটি আশ্রমেই তিনি একান্ত মনে কৃষ্ণ ভজন করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের মুখ্য কৃত্য যে কৃষ্ণভজন তাহা আদর্শরূপে প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

শ্রীল পুরী মহারাজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষ করিয়া বঙ্গে ও উৎকলে কতিপয় ব্রহ্মচারী সহ পরিক্রমণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদ-পদ্মের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্যবাণী আচারের সহিত প্রচার করিয়া-ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ কোন আচার ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তিনি জনমতের বিচার গ্রহণের পরিবর্তে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের বিচার কষ্টি পাথরে পরীক্ষা করিয়া আচার বিচার গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন।

হরিকথা বলিয়া বাকচাতুর্য্যের দ্বারা শ্রোতাকে মোহিত করিয়া তাঁহার নিকট হইতে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবার অভিলাষ তাঁহার হৃদয়ে কোনদিন ছিল না। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নিত্যমঙ্গলদায়ক নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্যকথা যাহা তিনি শ্রবণ করিতেন সেই বাণীর অনুকীর্ত্তন করিতেন অর্থাৎ বৈকুণ্ঠবাণীর পিয়নের মত শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞার বাহক বা পরিবেশকের কার্য্য করিতেন মাত্র। ইহাতে

তাঁহার নিজস্ব কোন কৃতিত্ব বা দম্ভ ছিল না।

তিনি লোকরঞ্জন করিয়া ভিক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে শ্রীগুরুদেবের বাণী ও শিক্ষাগুলি নিজের চরিত্রে সুষ্ঠুভাবে আচরণ করিয়া যদি ঠিকভাবে শ্রোতার নিকট অনু-কীর্ত্তন করিতে পারা যায় তবে তাহাতেই শ্রোতার প্রকৃত মঙ্গল হইবে এবং সেই অপ্রাকৃত বাণীর প্রভাবে শ্রোতার চিত্ত পরিমার্জ্জিত হইলে তাঁহার চিত্ত স্বতঃই হরিসেবোন্মুখ হইবে। তখন তাঁহার প্রদত্ত ভিক্ষা বা আনুকূল্য শুদ্ধ হরিসেবায় নিয়োজিত হইবার যোগ্য হয়। শুদ্ধ হরিকথা শুনাইয়া বদ্ধজীবকে ভগবদ্ উন্মুখীন করাই তাঁহার হরিকথা প্রচারের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। এইজন্য শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার প্রচার কার্য্যে সন্তোষ প্রকাশ করিতেন। কোন প্রকারে শ্রোতৃমণ্ডলীর মনোরঞ্জন করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে হাততালি শ্রবণ করিবার এবং কিছু অর্থ সংগ্রহ করিবার পরিবর্ত্তে সর্ব্বত্রই নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্যকথা কীর্ত্তন করাই তাঁহার হরিকথা প্রচারের রীতি ছিল। এমনকি রাজ-সভায় হরিকথা কীর্ত্তনের সময়ও প্রেয়কথা বলিয়া রাজার মনোরঞ্জন করিবার পরিবর্ত্তে সেখানে নির্ভীককণ্ঠে নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্যকথা কীর্ত্তন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। ১৯৩৪ সালে ১২ই জুন তারিখে উড়িষ্যার গঞ্জাম জেলার বড়গড় রাজসভায় তাঁহার প্রদত্ত ভাষণ পাঠ করিলেই সহৃদয় পাঠকগণ তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের দেহ কখনও রোগে জর্জ্জরিত থাকিলেও তাঁহার হরিভজনে ও সেবায় কোন প্রকার শৈথিল্য প্রকাশ দেখা যায় নাই। তিনি সেই প্রতিকূল অবস্থাকেই শ্রীভগবানের কৃপা বলিয়া

বরণ পূর্ব্বক আরও তীব্রতা ও ব্যাকুলতার সহিত শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইতেন। এইরূপ ভজন আদর্শ সম্বন্ধে গৌড়ীয় পত্রিকা ১৯শ খণ্ড ৪৯শ সংখ্যায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

গৌড়ীয়—(১৯শ খণ্ড, ৪৯শ সংখ্যা)

২৮শে আষাঢ় ১৩৪৮ ; ১২ই জুলাই ১৯৪১

'শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত হইবার যোগ্যতা ও নিয়মাবলী' প্রবন্ধের অন্তর্গত ৭৭১ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত।

"৮৯। দেহ নানাপ্রকার রোগে জর্জ্জরিত থাকিলেও যাঁহার শ্রীহরিভজন করিবার ইচ্ছা প্রবলা, তাঁহার প্রতিকূল দেহও অনুকূল হইয়া থাকে। তিনি সেই প্রাতিকূল্যকেই শ্রীভগবানের কৃপা বলিয়া বরণ পূর্ব্বক আরও তীব্রতা ও ব্যাকুলতার সহিত শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হন। ইহার আদর্শ আমরা নিত্যধামগত পরম পূজনীয় শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর চরিত্রে স্বচক্ষে দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছি। আবার মঠবাসিব্রুব কোন কোন হরিগুরুবৈষ্ণব-বিদ্বেষীর চরিত্রে ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে, শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য করিবার কালে তাহাদের নানাপ্রকার ব্যাধি উপস্থিত হইয়াছে, তাহারা শয্যাশায়ী থাকিবার অভিনয় করিয়া তৃণভঙ্গ পর্য্যন্ত করে নাই, কেবল বহুমূল্য ঔষধ, ঘৃত, দুগ্ধ, লুচি, পুরী প্রভৃতি পুষ্টিকর খাদ্য-ভোজনে অভিনিবেশ ও তাহা প্রদান না করিলে

নানাপ্রকার সমালোচনা করিবার আদর্শ প্রকাশ করিয়াছে। এই উভয়-প্রকার চিত্তবৃত্তি প্রকৃত শ্রীচৈতন্য মঠাশ্রিত সেবক ও দুরন্ত অপরাধী সম্ভোগবাদীর স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিতেছে। আমরা শ্রীল পুরী মহারাজ ও শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর আদর্শই তাঁহাদের কৃপাশক্তি-সঞ্চারে অনুসরণ করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকিব।"

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ সংসার ত্যাগ করিয়া ত্যক্তাশ্রমীরূপে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীপাদপদ্মে শরণাগত হইবার পর হইতেই তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের প্রতি সকল প্রকার আসক্তি ও মায়া এরূপভাবে ছিন্ন করিয়াছিলেন যে তাহার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। তাঁহার ছোট কন্যার বিবাহের সময় বিবাহের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের জমি বিক্রয় করা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। তিনি সেই জমির অংশীদার থাকায় জমি বিক্রয়ের জন্য তাঁহার দ্বারা একটি Power of Attorney (আম মোক্তার নামা) সহি ও রেজিষ্ট্রী করিবার প্রয়োজন হয়। কিন্তু পূর্ব্বাশ্রমের সহিত তাঁহার আর কোন সম্পর্ক নাই, এই কারণে তিনি সেই দলিল সম্পাদন করিতে কোন ক্রমেই রাজী হন নাই। এদিকে জমি বিক্রয় না হইলে তাঁহার কন্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইবার আর কোন উপায় ছিল না। তখন বাধ্য হইয়া তাঁহার খুড়তুত জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পলাশডাঙ্গা উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, শিক্ষকনেতা ও সমাজ-সেবী ৺ভোলানাথ ঘোষ, শ্রীল প্রভুপাদের শরণাগত হন। বিষয়টির গুরুত্ব অনুভব করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপাদ পুরী মহারাজকে ঐ দলিলটি সহি এবং রেজিষ্ট্রী করিবার জন্য কৃপা-নির্দ্দেশ দেন এবং

বলেন, "গুরুর আজ্ঞা পালনের জন্য আপনি ঐ কার্য্য করিলে ইহাতে আপনার কোন প্রকার অপরাধ হইবে না।" তখন তিনি বাধ্য হইয়া ঐ দলিলটি সহি করিয়া ও রেজিষ্ট্রী করাইয়া বৃন্দাবন হইতে তাঁহার লিখিত ইং ১৮/৫/১৯৩২ তারিখের পত্রের সহিত ঐ রেজিষ্ট্রীকৃত দলিলটি শ্রীভোলানাথ ঘোষের নিকট পাঠাইয়া দেন। তাঁহার সেই পত্রটির প্রতিলিপি নিম্নে দেওয়া হইল।

—ঃ পত্রের প্রতিলিপি ঃ—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মঠ
সরকার ঠাকুরের কুঞ্জ
পুরান সহর, বৃন্দাবন।
মথুরা জেলা।
১৮/৫/৩২

শ্রীভাগবত চরণে অসংখ্য দণ্ডবন্নতি পূর্ব্বক নিবেদন—

গত ১৪/৫/৩২ তারিখে দলিল রেজিষ্টারী করিয়া একখানি পোষ্টকার্ড লিখিয়াছি। সম্ভবতঃ তাহা পাইয়াছেন।

অদ্য দলিলটি পাঠাইতেছি। প্রাপ্তি সংবাদ দিবেন এবং নিম্ন লিখিত ফর্দ্দমত খরচের টাকা উপরি লিখিত ঠিকানায় অনুগ্রহ পূর্ব্বক যতশীঘ্র সম্ভব পাঠাইয়া দিবেন। নিবেদন ইতি—

হরিজন কিঙ্কর
শ্রীরূপ পুরী

আম মোক্তার নামা রেজিষ্টারী করিবার মোট খরচ—	আঠারো টাকা আটআনা
কাগজ—	পাঁচ টাকা
ডেমি—	ছয় পয়সা
কাগজওয়ালা বকসিস—	দুই আনা
রেজিষ্টারী ফিঃ—	ছয়টাকা দশ আনা
সাধারণ ফি—	তিনটাকা চারআনা
তবে উহাতে বিশেষ কোন সর্ত্ত লিখিত হইয়াছে তাহার দরুন অতিরিক্ত ফিঃ লাগিয়াছে—	তিনটাকা ছয় আনা
সাঃ ফিঃ ও অঃ ফিঃ বাবদ—	ছয়টাকা দশআনা
Identify করিবার জন্য উকিলের ফিঃ—	দুইটাকা
রেজিষ্টারী অফিসের মহুরী—	আটআনা
মথুরা যাতায়াতের পাথেয় খরচ—	তিনটাকা সাড়ে চৌদ্দআনা
রেজিষ্টী করিবার খাম ১টী -	চারআনা
	মোট আঠার টাকা আট আনা।

ইং ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসে শ্রীক্ষেত্র ও কলিকাতা হইতে শ্রীবাসঅঙ্গনে আসার পরে তিনি যখন গুরুতর অসুস্থ লীলা করিতে ছিলেন সেই সময় সেখানকার একজন গৃহস্থ ভক্ত তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমে এই অসুস্থতার সংবাদ পাঠাইয়া দেন। সংবাদ পাইয়াই তাঁহাকে

দর্শনের জন্য তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের স্ত্রী, একমাত্র পুত্র (গৌরদাস), জ্যেষ্ঠা কন্যা ও তাহার শিশুপুত্রকে লইয়া ঐ কন্যার শ্বশুর মহাশয় শ্রীঅনুকূল চন্দ্র মজুমদার শ্রীবাস-অঙ্গন যান। বহু আবেদনের পর মাত্র অল্প সময়ের জন্য অন্য সকলকে তাঁহাকে দর্শনের জন্য অনুমতি দিলেও তাঁহার স্ত্রীকে কোন ক্রমেই দর্শনের জন্য অনুমতি দেন নাই। ভক্তদের আবেদন নিবেদনেও তিনি সংকল্পচ্যুত হন নাই। মুক্ত অবস্থাতেও জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শাস্ত্রের অনুশাসনগুলি তাঁহার এইরূপ কঠোরভাবে মানিয়া চলার দৃষ্টান্ত দেখিয়া সেখানকার মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ স্তম্ভিত হইয়া যান।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ভারতের নানাস্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার বিভিন্ন মঠে ভজন করিয়া কিছুকাল বৃন্দাবনে এবং পরে কটকে ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ভজন করেন। শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পরম কৃপা-নিদর্শনরূপ শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গন তাঁহার নিত্য ভজনস্থলীরূপে প্রাপ্ত হইয়া শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে কলিকাতা হইয়া ১৯৩৬ সালের ১৫ই জুলাই শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীবাস-অঙ্গনে ভজন করিতে থাকেন। নীলাচল ক্ষেত্র হইতে তাঁহার শ্রীবাস-অঙ্গনে আগমনের সময় হইতে শ্রীঅঙ্গন সর্ব্বদাই উচ্চ সংকীর্ত্তনে মুখরিত থাকিত। প্রত্যহ বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদাবলী কীর্ত্তন ও শ্রীচৈতন্য ভাগবত পারায়ণ হইত। এই পারায়ণের পূর্ণাপ্তি বাসরে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মঙ্গলাচরণ শ্রবণ করিতে করিতে ত্রিদণ্ডিপাদ সপ্তদিবস একাসনে অবস্থান পূর্ব্বক

মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় ভক্তিরসামৃতাপ্লুত চিত্তে শ্রীচরণামৃত পানের সহিত মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিতে করিতে ২রা দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫০, ১৫ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ১লা নভেম্বর ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে রবিবার। কৃষ্ণতৃতীয়া তিথিতে রাত্রি পৌনে চারি ঘটিকার সময় সহজ সমাধি লাভ করিয়াছিলেন।

১৬ই কার্ত্তিক প্রত্যুষেই শ্রীল পুরী মহারাজের অপ্রকটধামে বিজয়ের সংবাদ চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তখন মহাপ্রভুর "দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর"—এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল রামানন্দ রায় যে বলিয়াছিলেন—"কৃষ্ণভক্ত বিরহ-বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর" —এই বাক্যের অর্থ শ্রীধাম মায়াপুরের বৈষ্ণববৃন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছিলেন। শ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার সম্পর্কিত এমন কোন ব্যক্তি নাই যিনি শ্রীপাদ পুরী মহারাজের স্নিগ্ধ সৌম্য বিগ্রহ ও তাঁহার আদর্শ বৈষ্ণবতা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়াছেন।

১৬ই কার্ত্তিক, সোমবার, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস ঠাকুরের সমাধি মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে (পশ্চিম পার্শ্বে। শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদের সংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে সংকীর্ত্তন মধ্যে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের অপ্রাকৃত কলেবর সমাধিস্থ করা হইয়াছিল। সমাধিস্থলে নীত হইবার পূর্ব্বে স্বামীজী মহারাজের সমীপে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ প্রসঙ্গ পাঠ করা হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দ কীর্ত্তনমুখে বারসপ্তক সমাধি প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহরিদাস-নিয্যাণোৎসব সম্পাদন-লীলা স্মরণে স্বামীজীর অপ্রকটোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ

ব্রজবাসী এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে একটি বিরহ সভার অধিবেশন হয়। তাঁহার নির্য্যাণ প্রসঙ্গে ১৯৩৬ সালের ৩রা নভেম্বর তারিখের দৈনিক নদীয়া প্রকাশে এবং ৭ই নভেম্বর তারিখের সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকায় বিস্তারিত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার প্রতিলিপি পরে দেওয়া হইল।

শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়াই শ্রীমন্মহাপ্রভুর-সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস অঙ্গনে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের ঠিক দুই মাস পূর্ব্বে নির্য্যাণ-লীলা প্রকাশ করেন। এই প্রসঙ্গে গৌড়ীয় পত্রিকা ১৫শ খণ্ড ৩৫ সংখ্যায় যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

" গৌড়ীয় (১৫শ খণ্ড—৩৫শ সংখ্যা)

১৭ই এপ্রিল, ১৯৩৭

বিরহ প্রসঙ্গ

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ

এ বৎসর পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকট লীলা আবিষ্কারের পূর্ব্বে তদনুকম্পিত যে-সকল সৌভাগ্যবন্ত পূজনীয় সতীর্থ ভ্রাতৃগণ এ জগৎ হইতে চলিয়া গিয়াছেন তন্মধ্যে পরম পূজনীয় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের নাম সকলের হৃদয়েই বিশেষভাবে জাগিতেছে। শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের পরম প্রিয় ও আদর্শ ত্রিদণ্ডিপাদ ছিলেন। বর্ত্তমান আচার্য্যদেব

শ্রীল অনন্ত বাসুদেব বিদ্যাভূষণ প্রভুকে তিনি যে কত গভীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন, উভয়ের মধ্যে যে কিরূপ অকৃত্রিম মৈত্রী বিরাজিত ছিল তাহা প্রত্যক্ষদর্শিমাত্রই জানেন। বলিতে কি, শ্রীপাদ পুরী মহারাজ আচার্য্য সার্ব্বভৌম শ্রীল বাসুদেব প্রভুর অকপট পূর্ণানুগত্যে শ্রীরূপানুগ-বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবা করিয়াছেন। শ্রীপাদ পুরী মহারাজের সেবা-সহিষ্ণুতা, নিরপেক্ষতা, দুঃসঙ্গত্যাগে সুদৃঢ় সংকল্প ও সর্ব্ববিধ জড় প্রতিষ্ঠাশা-বর্জ্জন এবং আচার্য্যদেব শ্রীল বাসুদেব প্রভুর আনুগত্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেবায় আত্মনিয়োগ শ্রীপাদ পুরী মহারাজকে ত্রিদণ্ডিপাদগণের আদর্শ-রূপে শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার ইতিহাসে স্থাপন করিয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদের বিরহ-দুঃখ সহ্য করিতে পারিবেন না বলিয়াই শ্রীমন্মহা-প্রভুর সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীল প্রভুপাদের ইচ্ছানুসারে অবস্থান করিয়া শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীল প্রভুপাদের অপ্রকটের ঠিক দুইমাস পূর্ব্বে অর্থাৎ ইংরাজি ১৯৩৬ সালের ১লা নভেম্বর নির্য্যাণ-লীলা প্রকাশ করেন।”

শ্রীমৎ পুরী মহারাজের নির্য্যাণের প্রায় ৩ মাস পূর্ব্বে গৌড়ীয় আচার্য্যভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল পুরী মহারাজ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া মথুরা নগরীর ড্যাম্পিয়ার পার্কস্থিত ‘শিবালয়’ নামক ভবন হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারীকে লিখিয়াছিলেন—“পুরী মহারাজ বোধ করি শ্রীবাস-অঙ্গনে চিরস্থায়ীভাবে থাকিবেন। তদ্রূপ ব্যবস্থা করাইবে।”

পরমার্থী পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক পরম পূজনীয় শ্রীপাদ

যতিশেখর দাস, ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের গুণ-মহিমা কীর্ত্তন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন যে শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ এই জীবনেই সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তিনি কোন্ সূত্র হইতে এই সিদ্ধিলাভের কথা জানিতে পারিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তাঁহার প্রকটকালে তাঁহাকে কিছু জিজ্ঞাসা করা হয় নাই। তবে সম্প্রতি শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় তাঁহার সিদ্ধিলাভ সম্বন্ধে একটি সূত্র আমার দৃষ্টিগোচর হওয়ায় তাঁহার এই বাক্যের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। গৌড়ীয় পত্রিকার ১৮শ খণ্ড—৩২ সংখ্যায় মহামহোপ-দেশক শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুর বিরহে পরম আরাধ্যতম শ্রীল আচার্য্যদেব (শ্রীমদ্ভক্তি প্রসাদ পুরী গোস্বামী ঠাকুর) কর্ত্তৃক তদীয় মহিম-বর্ণন প্রসঙ্গে যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছিল তাহা হইতে জানা যায় যে,—"যে-স্থানে শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের পশ্চাতে শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের সংকীর্ত্তন-রাসের সেবা করিতেছেন, সেই স্থানে শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুও গমন করিয়াছেন। আমরা যাহাতে তাঁহার পদাঙ্কানুসরণ করিতে পারি, আমাদের সেই আশীর্ব্বাদই তাঁহার শ্রীচরণে নিত্য প্রার্থনা করিতে হইবে"—৪৯১ পৃষ্ঠা, এবং অন্য এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন—"এ জগৎ কুৎসিত, কুরূপ, পাপ-পঙ্কিল ও পাষণ্ডতাময় ; আর শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু নির্দ্দোষ, অনবদ্য, সুন্দর ও আনন্দময়। এখানে তিনি কেন থাকিবেন ? তিনি সুন্দর, তাই তিনি সুন্দরের—গৌরসুন্দরের পাদ-পদ্মে চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীবাস-মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-রাসে তিনি যোগদান করিয়াছেন। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদ আছেন,

শ্রীরূপ-পুরী মহারাজ ও শ্রীভাগবত-জনানন্দ-প্রভু আছেন।" (৪৯২ পৃষ্ঠা)।

উক্ত পত্রিকার উল্লিখিত উদ্ধৃত অংশ হইতে ইহাই অবধারিত হয় যে, শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ সাধনে সিদ্ধিলাভ করেন, এবং শ্রীবাস-অঙ্গনে সংকীর্ত্তন-রাসস্থলীতে প্রবেশ করিয়া শ্রীনবদ্বীপ-সুধাকরের নিত্য-সংকীর্ত্তন-রাসলীলায় যোগদান করিয়াছেন।

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমৎ পুরী মহারাজের সমাধিস্থলে ১৯৬৭ সালে একটি সুরম্য সমাধি মন্দির নির্ম্মিত হয়। শ্রীবাস-অঙ্গনে পাশাপাশি বিরাজমান শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর ও শ্রীমৎ পুরী মহারাজের সমাধি মন্দির দুইটি দর্শনার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেখানে প্রতি বৎসর তাঁহাদের অপ্রকট তিথিতে বিরহ উৎসব পালিত হয়।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের গুণ মহিমা সম্বন্ধে পরম পূজ্যপাদ বিভিন্ন বৈষ্ণবগণের শ্রীমুখ হইতে যেরূপ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহার মধ্যে কতকগুলি এখানে যথাসম্ভব অনুকীর্ত্তন করিবার প্রয়াস করিতেছি।

১) পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি কুসুম শ্রমণ মহারাজ,

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীমায়াপুর :—

শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজ বলিয়াছিলেন—এক সময় মঠে দুইজন ব্রহ্মচারী পরস্পর তুমুল কলহ করিতেছিল। এই সংবাদ শ্রীপাদ পুরী মহারাজকে একটি সেবক আসিয়া জানাইলে তিনি তাঁহাকে বলেন—"শ্রীল গোস্বামীপাদগণ বৃক্ষতলে থাকিয়া হরিভজনের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, আর আমরা এখন বড় বড় অট্টালিকায় বাস করিয়া হরি-

ভজনের অভিনয় করিতেছি, ইহার ফলে পরস্পরের মধ্যে কলহের সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক।” আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপন ও আরাম-প্রিয়তা যে শুদ্ধ হরিভজনের পরিপন্থী তাহা তিনি সেই সেবকটিকে সরলভাবে বুঝাইয়া দিলেন, যাহাতে সেই শিক্ষাটি গ্রহণ করিতে পারে।

আর এক সময় শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজ একজন উচ্চ শিক্ষিত গৃহীভক্তকে বলিয়াছিলেন,—“শ্রীপাদ পুরী মহারাজ যখন শ্রীবাস-অঙ্গনে গুরুতরভাবে অসুস্থলীলা করিতেছিলেন তখন আমি (ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী, পরে শ্রীপাদ ভক্তি কুসুম শ্রমণ মহারাজ নামে খ্যাত) চিকিৎসক হিসাবে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম—‘আপনি যদি কিছুদিন একটু অধিক সময় নিদ্রা যান এবং আমার নির্দ্দেশমত ভাল ভাল পথ্যাদি গ্রহণ করেন তবে চিকিৎসায় কিছু ভাল ফল হইতে পারে।’ ইহার উত্তরে তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—‘আপনি কি বলেন—আমি হরিভজন উপেক্ষা করিয়া বেশী সময় নিদ্রা গেলে এবং ভাল ভাল পথ্যাদি সেবন করিলে এই মৃত্যুন্মুখী দেহটি হয়ত আরও সাতমাস বাঁচিয়া থাকিবার সুযোগ পাইবে, সেইটি ভাল? কিংবা দেহের চিন্তা না করিয়া শ্রীপাদ পরীক্ষিত মহারাজের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া মাত্র সাতটি দিনও যদি আমি অনন্য চিত্তে হরিশরণে থাকিয়া কাল কাটাইতে পারি—এইটি ভাল? এই উভয়ের মধ্যে আমার পক্ষে কোনটি শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা করেন?” শ্রীপাদ পুরী মহারাজের এইরূপ বিচার শ্রবণ করিয়া ডাক্তার কৃষ্ণকান্তি ব্রহ্মচারী (শ্রীপাদ শ্রমণ মহারাজ) বুঝিয়াছিলেন যে পূজনীয় স্বামীজী

মহারাজের দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি আর জড় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্য-লাভের অপেক্ষা করে না। শ্রীপাদ স্বামীজী মহারাজ প্রাকৃত বিজ্ঞানের সীমানার বহু ঊর্দ্ধে চলিয়া গিয়াছেন।

২) পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত বামন মহারাজ,

দেবানন্দ গৌড়ীয় মঠ, নবদ্বীপ।

শ্রীপাদ বামন মহারাজ বলিয়াছিলেন,—"আমার বয়স তখন বেশী নয়। শ্রীপাদ পুরী মহারাজ আমাদিগকে বলিতেন,—'দেখ ভাই, আমার দেহে কতগুলি রোগ আছে।' এই বলিয়া তিনি দুই হাতের অঙ্গুলী গণনা করিয়া একে একে দেহের বিভিন্ন রোগের নাম বলিতেন এবং তিনি নিজে সম্পূর্ণ অনর্থমুক্ত হইলেও কতকগুলি কল্পিত অনর্থ নিজের চরিত্রের উপর আরোপ করিয়া দৈহিক রোগের সহিত সেই অনর্থগুলির নামও গণনা করিয়া দেখাইতেন। এইভাবে কৌশল করিয়া তিনি আমাদিগকে ঐ সকল অনর্থ হইতে সাবধান হইবার জন্য শিক্ষা দিতেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার ভঙ্গী ছিল এইরূপ বিচিত্র —সরল ও সহজ।"

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সৌরভ ভক্তিসার মহারাজ,

গৌরাঙ্গ গৌড়ীয়মঠ, শ্রীমায়াপুর।

আমি একদিন শ্রীমায়াপুরে তাঁহার ভজন কুটীরে শ্রীপাদ ভক্তি-সার মহারাজকে দর্শন করিতে গিয়াছিলাম। সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ প্রণাম নিবেদনান্তে আমি তাঁহাকে আমার পরিচয় জ্ঞাপন করিয়া শ্রীপাদ পুরী মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য প্রার্থনা করিলে তিনি

তাঁহার সম্বন্ধে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া আমাকে বলিয়াছিলেন—"আমি এমনটি আর দেখি নাই।"

তিনি যে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের গুণাবলীতে খুবই মুগ্ধ তাহা তিনি তাঁহার এই সংক্ষিপ্ত মন্তব্যের দ্বারাই প্রকাশ করিয়াছিলেন।

পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি কুমুদ সন্ত মহারাজ

জামসেদপুরের শ্রীরাধাগোবিন্দমঠে তিনি যখন অবস্থান করিতে-ছিলেন সেই সময় আমি কয়েকবার তাঁহার দর্শনলাভ করিয়াছিলাম এবং তাঁহার শ্রীমুখ হইতে হরিকথা শ্রবণের সৌভাগ্য হইয়াছিল। একদিন তাঁহাকে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য প্রার্থনা করিলে, তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন—"আমি ব্রহ্মচারী জীবনে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম। প্রসাদ সেবনের সময় শ্রীপাদ পুরী মহারাজকে প্রসাদের বিভিন্ন পদগুলি পৃথক পৃথক ভাবে কোনদিন আস্বাদন করিতে দেখি নাই। পাছে ইহাতে জিহ্বার লালসা বৃদ্ধি পায় এবং প্রসাদে ভোগ বুদ্ধি জাগে সেজন্য তাঁহাকে যাহা পরিবেশন করা হইত সেগুলি তিনি একত্রে মিশ্রিত করিয়া মাধুকরীর ন্যায় সেবন করিতেন। ভাল ভাল দ্রব্য কখনও তিনি পাইতেন না। শরীর রক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন মাত্র সেইটুকুই তিনি প্রসাদ জ্ঞানে পাইতেন।"

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের গুণমহিমা সম্বন্ধে পরম পূজ্যপাদ বিভিন্ন বৈষ্ণবগণের নিকট হইতে লিখিত এবং কোনটি বা পত্রিকায় প্রকাশিত যে সব বিবরন পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া হইল ঃ—

১) মায়াপুর শ্রীচৈতন্যমঠের পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ১৯শ বর্ষ, ৯ম সংখ্যার গৌড়ীয় পত্রিকায় শ্রীপাদ ভক্তিকুসুম শ্রমণ মহারাজ কর্ত্তৃক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের মহিমা কীর্ত্তন। ইং ২৩ অক্টোবর, ১৯৬৭ সাল।

(উক্ত গৌড়ীয় পত্রিকার ২৩৮ ও ২৩৯ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত)

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ

শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীবাসাঙ্গনে একটি নব-নির্মিত-সুরম্য সমাধি মন্দির বর্ত্তমান সময়ে যাত্রীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই মন্দিরটী আমাদের প্রাচীন সতীর্থ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের সমাধির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভার বর্ত্তমান অধ্যক্ষ ত্রিদণ্ডি গোস্বামী শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ মহারাজের সংকীর্ত্তন অধ্যক্ষতায় যে সকল মন্দির নির্মিত হইয়াছেন, ইহা তাঁহাদের অন্যতম।

৪৫০ গৌরাব্দের ২রা দামোদর, সন ১৩৪৩, ১৫ই কার্ত্তিক, ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দ, ১লা নভেম্বর, রবিবার, কৃষ্ণ-তৃতীয়া তিথিতে রাত্রিশেষ ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ সেবক-প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ তাঁহার প্রভুদত্ত স্থান— ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন—মহারাসস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীশ্রীবাসাঙ্গনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনি ও মহামন্ত্র শ্রবণ এবং স্বয়ং শ্রীচরণামৃত-পানসহ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা গিরিধারীর পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে

শ্রীগৌরধাম, শ্রীগৌরনাম ও শ্রীগৌর মনোহভীষ্টের নিত্যাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। দৈন্য ও সহিষ্ণুতার মূর্তবিগ্রহ স্বামিজী তাঁহার নিত্যধাম-প্রয়াণের—শ্রীধাম-রজোলাভের শেষক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৈক-প্রাণতার যে সুমহান সুনির্ম্মল নির্ব্ব্যলীক আদর্শ সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও যদি এই দীন সেবক অনু-সরণ করিবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে জীবন শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাময় হইয়া ধন্যাতিধন্য হইবে। যাবতীয় বৈষ্ণবোচিত গুণ তাঁহাতে দেদীপ্যমান ছিল। যাহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি নাই, এই প্রকার কোন সিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ বা রসাভাস দুষ্ট কথা তিনি শুনিতে পারিতেন না ; তৎক্ষণাৎ প্রবল পরাক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণব সেবা-সম্পর্কীয় কথা ব্যতীত সকল সময়েই তিনি মৌন থাকিতেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম ছিল বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া নামক স্থানে। এইস্থান নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি বিনোদ ঠাকুর এবং নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গৌরজনের শ্রীপদাঙ্কপূত। তিনি শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত শ্রীপাদ ললিতলাল ভক্তিবিলাস মহোদয়ের আত্মজরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। পিতৃ-দেব নাম রাখিয়াছিলেন—হীরালাল। পরে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তি-সিদ্ধান্ত গোস্বামী ঠাকুর হইতে পাঞ্চরাত্রিকী দীক্ষায় দীক্ষিত হইবার পরে তাঁহার নাম হইয়াছিল শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্য দাসাধিকারী।

সেবাপ্রাণতায় তিনি শ্রীগুরুপাদপদ্ম কর্ত্তৃক 'ভক্তি-রত্নাকর'—গৌরাশী-র্ব্বাদ পত্রে ভূষিত হইয়াছিলেন। বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ সালের ২৮শে ভাদ্র শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে তিনি ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ নামে খ্যাত হন। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থান-কালে তিনি চিকিৎসা বিদ্যায় পারঙ্গত ছিলেন, তৎপরে প্রভুপাদের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণ পূর্ব্বক তাঁহার আদেশে দেশে দেশে ভবরোগের মহৌষধি শ্রীহরিনাম বিতরণ করিতে থাকেন। তাঁহার বৈরাগ্য আদর্শস্থানীয় ছিল। লক্ষনাম কীর্ত্তন না করিয়া তিনি জল গ্রহণই করিতেন না। রাত্রিকালে অতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র বিশ্রাম করিয়া হরিনাম করিতেন। 'দৈনিক-নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়' পত্রে তাঁহার শ্রীহস্ত লিখিত বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আত্ম-দৈন্য-প্রকাশ মুখেই তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধ লিখিত। 'আমার দেশ-ভ্রমণ কাম', 'আমার দুর্দ্দৈব' প্রভৃতি লেখা সাধক জীবনে নিত্য আলোচ্য। পুরী মহারাজের গৃহস্থ-জীবনে অবস্থানকালে প্রভুপাদ যে সকল উপদেশপূর্ণ পত্র তাঁহাকে দিয়াছেন, সেই সকল প্রাচীন পত্র তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলীতে প্রকাশার্থ প্রদান করিয়া আমাদের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার এবং শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার শ্রীবৃন্দাবন, কটক, পুরী প্রভৃতি স্থানস্থ মঠসমূহে ভজন করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-দেশে ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জুলাই পুরীস্থ শ্রীপুরুষোত্তমমঠ হইতে কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে এবং তথা হইতে ১৫ই জুলাই শ্রীধাম-

মায়াপুরে আগমন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গন তাঁহার নিত্য ভজনস্থান-রূপে প্রাপ্ত হন। এই সংকীর্ত্তন-রাসস্থলীতে ৪৫০ গৌরাব্দের ২রা দামোদর শেষ রাত্রি ৩-৪৫ ঘটিকায় প্রথমযাম সেবাকালে শ্রীধামরজঃ প্রাপ্ত হন। পরদিন অর্থাৎ ৩রা দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর, সোমবার, পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীপাদ ললিতলাল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের সমাধির সংলগ্নস্থানে (পশ্চিম পার্শ্বে) শ্রীশ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীপাদের সংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে সংকীর্তন-মধ্যে তাঁহার (শ্রীপাদ পুরী মহারাজের) অপ্রাকৃত কলেবর সমাধিস্থ হইয়াছেন। সমাধি-স্থলে নীত হইবার পূর্ব্বে স্বামীজী মহারাজের সমীপে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্যাণ প্রসঙ্গ পাঠ করা হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দ কীর্তন-মুখে বারসপ্তক সমাধি-প্রদক্ষিণ করিয়া স্বয়ং শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহরিদাস-নির্যাণোৎসব-সম্পাদন লীলানুসরণে স্বামীজীর অপ্রকটোৎসব করিয়াছেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে একটি বিরহ সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

স্বামীজীর অসুস্থতার সময়ে অন্যতম ত্যক্তগৃহ সতীর্থ শ্রীপাদ বনবিহারী প্রভু স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া সর্ব্বক্ষণ তাঁহার যে সেবা করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

শ্রীমৎ পুরী মহারাজের সমাধি-মন্দির-নির্ম্মাণের ব্যয়ভার স্বেচ্ছায় বহন করিয়াছেন মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের তনয়, বর্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া নিবাসী শ্রীগৌরদাস ঘোষ। তাঁহার স্নিগ্ধ স্বভাব, সৌম্যমূর্ত্তি ও সদা স্মিতহাস্য শ্রীমৎ পুরী মহারাজের

স্মৃতি আমাদের হৃদয়ে জাগরুক করাইতেছে। সর্ব্বোপরি শ্রীমানের গুরু-বৈষ্ণবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও সুনম্র ব্যবহার অতীব প্রশংসনীয়। শ্রীশ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে তাঁহার সুদীর্ঘ সেবাময় জীবন প্রার্থনা করি।"

২) পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত তাঁহার স্বহস্তে লিখিত বিবরণের প্রতিলিপি :—

" শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ

আমাকে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের পবিত্র চরিত্র সম্বন্ধে লিখিবার জন্য শ্রীগৌরদাস মহাশয় অনুরোধ করায় আমি তাঁহার সম্বন্ধে দু' একটী কথা এখানে লিখিতেছি।

আমি ব্রহ্মচারী জীবনে তাঁহার সঙ্গলাভ করিয়াছিলাম। শ্রীপাদ সিদ্ধস্বরূপ প্রভু যিনি পরে শ্রীপাদ সিদ্ধান্তী মহারাজ নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, এই দুইজনের সহিত আমি প্রায়ই প্রচারে থাকিতাম। তখন ছেলেমানুষ হইলেও শ্রীপাদ পুরী মহারাজের আদর্শ চরিত্র ও অকপট ভজন চেষ্টা, আমাদের কল্যাণের জন্য মধুর উপদেশ সত্যই আকৃষ্ট করিয়াছিল। আমরা পড়িয়াছি শ্রীরঘুনাথের বৈরাগ্য যেন পাষাণের রেখা—শ্রীপাদ পুরী মহারাজের চরিত্রে বৈরাগ্যের চরম আদর্শ দেখা যাইত। বিলাস ব্যসন তাঁহার ছিল না, প্রসাদ সেবনে তাঁহার কোন প্রকার আড়ম্বর দেখি নাই। যাহা ভোগ হইত, প্রসাদ স্বরূপ যাহা পাইতেন তাহা মাধুকরীর মত দেখিতাম। গুরু নিষ্ঠার তুলনা ছিল না। লোকাপেক্ষা বলিতে তাঁহার কিছুই ছিল না। তিনি যথার্থভাষণ অপরের অপ্রীতিকর হইলেও তাহা

বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। লোকভজা-গোরাভজা দুইয়ের সমন্বয় তাঁহার মধ্যে দেখি নাই। তিনি গোরারই ভজন করিতেন। ব্যাধির পীড়নে আমরা জর্জ্জরিত হইয়া পড়ি কিন্তু তিনি ক্লেশ অনুভব করিতেছেন তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। সাধুর ভূষণ চরিত্র বল তাঁহার প্রবল ছিল। কৃষ্ণকথা ছাড়া গ্রাম্যকথা বা বাজে কথা তাঁহার মুখে শুনি নাই। এহেন মহাপুরুষ জগতের ভাগ্যে দুর্লভ। তাঁহার শ্রীচরণে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন স্বধাম হইতে আশীর্ব্বাদ করেন, তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিয়া ভজনপথে অগ্রসর হইতে পারি। বৈষ্ণবের কৃপাই আমাদের সাধন পথের পাথেয়। তাঁহার সম্বন্ধে অধিক লেখার ক্ষমতা আমার নাই। আমার এই দুরিত দূষিত জীবনকে পবিত্র করিবার জন্য তাঁহার গুণ মহিমা প্রকাশ করিবার প্রয়াস পাইলাম।

দাসাধম

শ্রীভক্তি কুমুদ সন্ত

ইং ৩১/১০/১৯৮৬ ”

মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ উপলক্ষে পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের নিকট হইতে প্রাপ্ত পত্রের প্রতিলিপি :

“ALL GLORY TO SREE GURU AND GAURANGA.

THE GAUDIYA MISSION

(Registered under Act XXI of 1860)

Tele office :
SREE MAYAPUR.

"GAUDIYA OFFICE"
SREE CHAITANYA MATH
P.O. Sree Mayapur, Nadia.
Dated the 30/10/1942

শ্রীশ্রীভাগবত চরণে অসংখ্য দণ্ডবৎ প্রণতি পূর্ব্বিকেয়ন্,—

স্নেহাস্পদ গৌরদাস,—তোমার ২৮/১০/৪২ তারিখের কৃপালিপি পাইলাম। গত ২৫শে শ্রাবণ তারিখে তোমার পিসিমাতা পরলোক গমন করিয়াছেন জানিতে পারিলাম। স্বধামগত পুরী মহারাজের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণের জন্য তিনি যে ১৫০, দেড়শত টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন তাহা ও আরও ৫০, পঞ্চাশ টাকা, মোট ২০০, দুইশত টাকা, হয় তুমি নিজে লইয়া শ্রীধাম মায়াপুরে আসিবে, নয় 'আমার নামে—শ্রীচৈতন্যমঠ, পোঃ আঃ মায়াপুর, জেলা নদীয়া' এই ঠিকানায় মনি অর্ডার যোগে বা ইন্সিওর করিয়া পাঠাইবে। এখন শ্রীবাস-অঙ্গনে নাট্যমন্দিরের পিছনে শ্রীবিগ্রহের সেবার নিমিত্ত ৩০ হাত দৈর্ঘ্য ও ১৫ হাত প্রস্থ একটী সেবকখণ্ড প্রস্তুত হইতেছে— তাহাতে এক প্রকোষ্ঠে রন্ধনঘর, এক প্রকোষ্ঠে ভাণ্ডার ঘর, এক প্রকোষ্ঠে—প্রসাদ রাখিবার ঘর, আর এক প্রকোষ্ঠে প্রসাদ সম্মানের ঘর—এই চারিটি ঘর এবং তাহার সম্মুখে নাট্যমন্দিরের দিকে ৪ চারিহাত প্রসস্থ বারাণ্ডা প্রস্তুত হইতেছে। যদি এই অবসরে তুমি ঐ ২০০, দুইশত টাকা পাঠাইয়া দিতে পার তাহা হইলে এই মন্দির প্রস্তুত হইবার পরেই পুরী মহারাজের সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ হইতে পারে। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল আচার্য্যদেবের প্রিয় শিষ্য শ্রীপাদ শচীনন্দন দাসাধিকারী প্রভু শ্রীবাস-অঙ্গনের এই নূতন মন্দির নির্ম্মাণের ভার

প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি শ্রীবাস-অঙ্গন ও শ্রীঅদ্বৈত ভবন এর চারিদিকে প্রায় ৫০০/৬০০ হাত দৈর্ঘ্য ও প্রায় ২০০ হাত প্রস্থ প্রাচীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাতে প্রায় ২/৩ হাজার টাকা ব্যয় হইয়াছে।

তোমার মাতাঠাকুরাণীকে আমার দণ্ডবৎ জানাইবে। আগামী নবদ্বীপ পরিক্রমার সময় তুমি তোমার মাতাঠাকুরাণীকে লইয়া অবশ্য অবশ্য শ্রীধামে আসিবে। তোমার নিকট সমস্ত কথাই লিখিয়া দিলাম, যাহা ভাল বিবেচনা কর তাহাই করিবে। এখানে শ্রীধাম মায়াপুর হইতে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীধাম মথুরায় উর্জ্জাব্রত পালন করার জন্য গিয়াছেন। আমি শ্রীধাম পুরী হইতে উর্জ্জাব্রত পালনের জন্য এখানে আসিয়াছি, এবং উর্জ্জাব্রত শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত এখানে অবস্থান করিতে পারি। অদ্য শ্রীপাদ সুন্দরানন্দ প্রভু কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠ হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। শ্রীপাদ ভববন্ধচ্ছিদ প্রভু ও শ্রীপাদ সজ্জনসুহৃদ প্রভু গতকল্য এখানে আসিয়াছিলেন, অদ্যই চলিয়া যাইতেছেন। শ্রীপাদ নবীনকৃষ্ণ বিদ্যালঙ্কার প্রভু শ্রীনবদ্বীপ মণ্ডলের সমস্ত মঠের সেবাভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীপাদ অমৃতানন্দ সেবাবিলাস প্রভু শ্রীসুবর্ণ বিহারের সেবকখণ্ড নির্ম্মাণের ভার প্রাপ্ত হইয়াছেন। ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল আচার্য্যদেব এখান হইতে মথুরা যাইবার কালীন স্বয়ং শ্রীনামসংকীর্ত্তন মুখে শ্রীসুবর্ণবিহারে সেবকখণ্ডের ভিত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

অত্রস্থ কুশল। তোমাদের সর্ব্বাঙ্গীন কুশল প্রার্থী।

প্রণতিনিরত বৈষ্ণবদানুদাস
শ্রীভক্তি প্রদীপ তীর্থ

বিশেষ অনুতাপের বিষয় এই যে, আমি সে সময় চাকুরীরত থাকায় চাকুরী হইতে ছুটী না পাওয়ার জন্য পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তি প্রদীপ তীর্থ মহারাজের সহিত শ্রীমায়াপুরে যোগাযোগ করিতে পারি নাই এবং সমাধি মন্দিরও সেই সময় নির্ম্মিত হয় নাই।

শ্রীপাদ তীর্থ মহারাজের নিকট হইতে ইংরাজিতে লেখা তাঁহার আরও একখানি পত্র পাইয়াছিলাম, সেখানি আমার অনবধানবশতঃ কোথায় রাখিয়াছি তাহার সন্ধান করিতে পারি নাই। সেই পত্রটিতে তাঁহার দৈন্য প্রকাশের কথা স্মরণ করিয়া আমি এখনও খুবই বিস্ময়ান্বিত বোধ করি। পত্রটিতে তিনি আমাকে এইভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম জ্ঞাপন করিয়াছিলেন—

'Please accept my innumerable prostrated obeisences at your lotus feet'

আমার মত অল্প বয়সী একজন গৃহমেধিকে তিনি এত দৈন্যের সহিত লিখিতে পারেন ইহা আমার কল্পনার অতীত ছিল। শুধু তাই নয়, আমি সেই সময় তাঁহাকে মনিঅর্ডার যোগে একশত টাকা করিয়া দুইটি পৃথক মনিঅর্ডার ফর্মে মোট দুইশত টাকা পাঠাইয়াছিলাম। মনিঅর্ডার ফর্মে প্রেরকের ঠিকানায় আমার নাম শুধু 'গৌরদাস ঘোষ' বলিয়া লিখিয়াছিলাম। কিন্তু সেই M. O. Form এর Acknowledgement portion দুইটি তাঁহার সহিসহ আমি যখন ফেরৎ পাইলাম তখন আমি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম যে তিনি ঐ Form দুটিতে আমার নামের পূর্ব্বে নিজের হাতে 'শ্রী' লিখিয়া দিয়াছেন। ইহাতে আমি অনুভব করিলাম যে তাঁহার চরিত্রে

কুদর্শন বলিয়া কোন বস্তু নাই। 'শ্রী' হীনকে 'শ্রী'যুক্ত করা, অমানীকেও মানদান এবং তৃণাপেক্ষাও সুনীচতা যে বৈষ্ণব ধর্ম্মের বিশেষ বৈশিষ্ট্য তাহা তাঁহার এই আচরণের মধ্যেই সুস্পষ্টভাবে পরিচয় পাইয়া এবং আমার প্রতি তাঁহার এইরূপ অহৈতুকী কৃপার নিদর্শন দেখিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে নিজেকে ধন্যাতিধন্য বোধ করিলাম।

—:০:—

কটক হইতে 'পরমার্থী' পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক পরমপূজ্য শ্রীপাদ যতিশেখর দাস, ভক্তিশাস্ত্রী, কর্ত্তৃক প্রেরিতঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজের পারমার্থিক জীবন ও শিক্ষা

সঙ্কয়ন :—শ্রীপাদ যতিশেখর দাস, ভক্তিশাস্ত্রী,

প্রাক্তন সম্পাদক, পরমার্থী, কটক।

শ্রীপাদ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ :—

জগদ্গুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের পার্ষদগণের অন্যতম ছিলেন নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের আবির্ভাব স্থান শ্রীশ্রীল নিত্যানন্দ প্রভুর পদাঙ্কপূত রাঢ় দেশের অন্তর্গত বর্দ্ধমান জেলায় রাজবাঁধ ষ্টেশনের নিকট আমলাজোড়া নামক পল্লীতে। এই পল্লীটি সাধারণ জনগণের নিকট কি প্রকার পরিচিত জানিনা, তবে শুদ্ধ বৈষ্ণব সমাজে ইহা সুপবিত্র তীর্থক্ষেত্র বলিয়াই সুপ্রসিদ্ধ। যে স্থানে আদর্শ বৈষ্ণবের আবির্ভাব হয় তাহার মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া শেষ করা যায় না। আমলাজোড়া গ্রামের ভাগ্যের সীমা নাই। এই স্থানে একজন বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইবে সেইজন্যই বোধ হয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই স্থানে শুভবিজয় করিয়া শুদ্ধ ভক্তির বাণী প্রচার করিয়াছেন। বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ দাস বাবাজী মহারাজের ও শুদ্ধভক্তি প্রচারকবর শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নাম গৌড় মণ্ডল, ক্ষেত্র মণ্ডল ও ব্রজ মণ্ডলের শুদ্ধবৈষ্ণবগণের কাহারও নিকট অবিদিত

নহে। এই আচার্য্য শিরোমণিদ্বয় রাঢ়দেশের বিভিন্ন স্থানে শুদ্ধভক্তি বাণী প্রচার ব্যপদেশে পর্য্যটন করিতে করিতে আমলাজোড়ায় শুভ-বিজয় করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পদধূলিতে তীর্থীভূত এই স্থানেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন আমাদের ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমৎ পুরী মহারাজ।

শ্রীল ভক্তিবিলাস প্রভু—যাঁহার তনয়রূপে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ প্রপঞ্চের সূর্য্যালোক দর্শন করিয়াছেন তাঁহার নাম ডাঃ শ্রীললিতলাল ঘোষ। তিনি শ্রীবাস-অঙ্গনের স্বধাম প্রাপ্ত শ্রীমদ্ ভক্তিবিলাস ঠাকুর নামে খ্যাত। ইনি বাল্যকাল হইতেই নিষ্ঠাপরায়ণ ছিলেন। জীবনে কখনও মৎস্য মাংসাদি অমেধ্য ভোজন কিংবা তাম্রকুট্যাদি কোনও প্রকার মাদক দ্রব্যাদি স্পর্শ করিতেন না। ইঁহার নৈতিক চরিত্র ছিল নির্ম্মল দর্পণের ন্যায়। তবে শ্রীবিগ্রহ ও পৌত্তলিকতার মধ্যে যে আকাশ পাতাল পার্থক্য রহিয়াছে তাহা সাধারণ হিন্দু সমাজ বা তথাকথিত বৈষ্ণবগণ কেহই তাঁহাকে বুঝাইতে সমর্থ না হওয়ায় শ্রীবিগ্রহ পূজাকেও পৌত্তলিকতারই অন্যতম জ্ঞান করিয়া প্রথমতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতে অসমর্থতা নিবন্ধন তাৎকালিক নব-বিধান ব্রাহ্ম সমাজের প্রধান নেতার উপদেশ গ্রহণ করেন। কিন্তু শ্রীমদ্ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ হইলে উভয়ের পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি একান্তভাবে বৈষ্ণবধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরের প্রথম সাক্ষাৎকার হয় শ্রীরামপুরে বঙ্গাব্দ ১২৯৩ সালে। ইহার চারি বৎসর পরে ১২৯৭ বঙ্গাব্দে স্বীয় আলয়ে শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী ও শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের দর্শন পাইয়া তিনি অতিশয় আনন্দিত হন

এবং আগ্রহ সহকারে তাঁহাদের শ্রীমুখবিগলিত বীর্য্যবতী হরিকথা শ্রবণ করিতে থাকেন। তাহার ফলে তিনি শুদ্ধ ভক্তগণের সঙ্গে ভজনের প্রয়োজনীয়তা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিতে থাকেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত হইয়া তিনি কিছুকাল গৃহে থাকিয়াই হরিভজন করেন। ১৩১৯ বঙ্গাব্দে শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর গৌরজন্ম-স্থলী শ্রীধাম মায়াপুর দর্শনার্থ আগমন করেন। তৎকালে শ্রীবাস-অঙ্গনের প্রতি তাঁহার চিত্ত স্বাভাবিক ভাবে আকৃষ্ট হইলে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের আদেশ ও প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীঅঙ্গনের সেবায় ব্রতী হন। এই সেবাপ্রাপ্তি সম্বন্ধে তিনি তাঁহার স্বলিখিত চরিত মধ্যে লিখিয়াছেন—"১৩১৯ সালে শ্রীবাস-অঙ্গন দর্শনাবধি আমার মন অত্যন্ত বিচলিত হইল, সংসারের কোন কার্য্যই ভাল লাগিল না। পরমহংস শ্রীপাদ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী মহারাজ ঠাকুরকে পত্র লিখিলাম। তিনি উত্তর দিলেন আপনি শীঘ্র শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর ভজন করুন। তাহা হইলে আপনার মনোবাঞ্ছা পূরণ হইবে। তাঁহার আজ্ঞানুসারে ১৩২০ সালে মাঘ মাসে শ্রীপঞ্চমীর দুই একদিন পূর্ব্বে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া শ্রীমন্দিরের নিকট অবস্থান পূর্ব্বক ভজনে প্রবৃত্ত হইলাম"। বস্তুতঃ শ্রীভক্তিবিলাস প্রভু ঐ সময়ে নৈষ্টিক ক্ষেত্রসন্ন্যাস ব্রত উদ্‌যাপন পূর্ব্বক শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনের সেবা প্রভৃতির ঔজ্জ্বল্য বিধান করিয়াছেন। অবশ্য সেই ঔজ্জ্বল্য বর্ত্তমানে বহুগুণিত হইয়া বর্ত্তমান।

শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুর শ্রীধামের সেবা পরিত্যাগ করিয়া কখনও

কোন তীর্থাদি দর্শন করিবার অভিলাষ করেন নাই। তিনি প্রকটান্ত কাল পর্য্যন্ত বিশেষ উৎসাহ ও যত্নের সহিত শ্রীবাস-অঙ্গনের সেবায় নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতী গোস্বামীপাদের শ্রীশ্রীনবদ্বীপ শতকের নবদ্বীপ-ধাম-বাস-নিষ্ঠা প্রার্থনা করিয়া শ্রীগৌড়াটবীতেই রজোলাভ করিয়াছেন।

তাঁহার আদর্শ অনুসরণ পূর্ব্বক তাঁহার এক পুত্র (শ্রীল পুরী মহারাজ) স্ত্রী পুত্রাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশক্রমে একান্তমনে মহাপ্রভুর বাণী প্রচারে আত্মোৎসর্গ করেন। ইনি গৌড়ীয়াচার্য্য ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী মহারাজের পাদপদ্মে যৌবনের প্রারম্ভেই পঞ্চরাত্র দীক্ষা বিধানে দীক্ষিত হইয়া শ্রীহৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী নামে পরিচিত হন।

দীক্ষা গ্রহণের পর ইনি কিছুদিন গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত হরিনাম, পাঠ, কীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবায় রত ছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের আকর্ষণে তিনি মধ্যে মধ্যে মঠে যাইয়া বাস করিতেন এবং গুরুসেবা ও বৈষ্ণবসেবায় নিযুক্ত থাকিয়া আদর্শ গৃহস্থ বৈষ্ণবের কর্ত্তব্য পালন করিতেন। উল্টাডাঙ্গা শ্রীগৌড়ীয়মঠে ১৩৩০ সাল ২১শে মাঘ তারিখে গৃহীত আলোকচিত্রে সগোষ্ঠী শ্রীল প্রভুপাদের সহিত ২৯ নম্বরে শ্রীহৃদয়চৈতন্য প্রভু চিহ্নিত আছেন। ৪র্থ খণ্ড গৌড়ীয়-দ্বিতীয় সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শ্রীল পুরী মহারাজের ভক্তি সদাচারের আদর্শ প্রভাবে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের আত্মীয়গণের প্রায় সকলেই শুদ্ধভক্তির আচার্য্য শ্রীশ্রীল

প্রভুপাদের পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমলাজোড়া 'প্রপন্নাশ্রম' এর ভিত্তি স্থাপন করেন। শ্রীল প্রভুপাদের আমলাজোড়াবাসীগণের প্রতি দয়ার নিদর্শনরূপে সেই ভক্ত বিহার বর্ত্তমানে 'আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম' নামেই শুদ্ধভক্তি মঠরূপে তথায় বিরাজমান। এই মঠটি শ্রীপাদ পুরী মহারাজের গৃহের সন্নিহিত স্থানেই অবস্থিত।

ইংরাজী ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে, বাংলা সন ১৩৩১ সাল শ্রীল হৃদয়-চৈতন্য প্রভু শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের সহিত শ্রীধাম মায়াপুরে ত্যক্তাশ্রমীরূপে যোগদান করেন এবং শ্রীল প্রভুপাদের সহিত তিনি প্রচারে নানা সেবায় নিযুক্ত ছিলেন।

—:০:—

তাঁহার সেবা চমৎকারিতা দর্শন করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্ম তাঁহাকে "ভক্তিরত্নাকর" আশীর্ব্বাদ উপাধিতে ভূষিত করেন। শ্রীনবদ্বীপ-ধাম প্রচারিণী সভায় দ্বাত্রিংশৎ বার্ষিক অধিবেশনে ইংরাজী ১৯২৬ খৃষ্টাব্দ, বাংলা ১৩৩২ সালের ফাল্গুন মাসে তাঁহাকে যে শ্রীশ্রীগৌরাশী-র্ব্বাদ পত্র দেওয়া হইয়াছিল তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইলেন।

" শ্রীমায়াপুরচন্দ্রো বিজয়তেতাম্
শ্রীশ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভা
"শ্রীশ্রীগৌরাশীর্ব্বাদ" সেবাধিকার
শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী ভক্তিরত্নাকর।

স্বাঃ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী — স্বাঃ শ্রীভক্তিবিজ্ঞান আশ্রম
কার্য্যাধ্যক্ষ — সভাপতি "

শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্য ভক্তিরত্নাকর প্রভু ১৩৩৫ বঙ্গাব্দে ২৮শে ভাদ্র তারিখে শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে তদীয় প্রসাদরূপে ত্রিদণ্ডী সন্ন্যাস লাভ করিয়া শ্রীমদ্ ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ নামে খ্যাত হন।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ আজন্ম ভক্তি সদাচার পালন করিয়া-ছিলেন। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—তাঁহার জীবনে এই চারিটি আশ্রমই দেখিতে পাওয়া যায়। এই চারিটি আশ্রমেই তিনি একান্ত মনে কৃষ্ণ ভজন করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের মুখ্য কৃত্য যে কৃষ্ণ ভজন তাহা প্রদর্শন করিয়া সহজে পরমহংস হইয়াছেন। তিনি হরি-কথা প্রসঙ্গে বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের নিম্নলিখিত

বাক্য ব্যাখ্যা করিতেন—

"চারি বর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতেও রৌরবে পড়ি মজে॥"

পরমার্থ সম্পর্কশূন্য ব্যবহারিক গুরু পরিত্যাগ করিয়া তিনি সাত্বত শাস্ত্রের নির্দ্দেশানুসারে পারমার্থিক গুরুপাদপদ্মের আশ্রয় করেন। তাহাতে তাঁহার ব্যবহারিক কুলগুরু ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাদের আলয়ে আগমনান্তে তাঁহার (শ্রীল হৃদয়চৈতন্য প্রভুর) সর্ব্বনাশ হইবার অভিসম্পাত করেন। এই গুরুব্রুবের অভিসম্পাত শেষ হইতে না হইতেই আশ্চর্য্যরূপে সেই কুলগুরুর আলয় হইতে এক সংবাদ আসিল যে উক্ত গুরুব্রুবের এক পুত্র বিসূচিকায় আক্রান্ত হইয়াছে। সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র বহির্মুখীন মায়ার সেই দূত গুরুব্রুব মহাশয় উর্দ্ধশ্বাসে গৃহে ছুটিয়া গেলেন। তথায় যাইয়া দেখিলেন যে তাঁহার নিজের পুত্রটির জীবনান্ত হইয়াছে। পরম বৈষ্ণব অম্বরীষ রাজাকে অভিসম্পাত করিতে আসিয়া দুর্ব্বাসা মুনির যে গতি হইয়াছিল এই স্থানে তাহার আর একটি দৃষ্টান্ত দেখা গেল। স্থানীয় জনগণ বলিতে লাগিলেন, "কার সর্ব্বনাশ কে করে, যার যার সর্ব্বনাশ সেই সেই করে।"

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বিশেষভাবে বঙ্গে ও উৎকলে কতিপয় ব্রহ্মচারীসহ পরিভ্রমণ পূর্ব্বক শ্রীগুরুপাদপদ্মের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচৈতন্যবাণী আচারের সহিত প্রচার করিয়াছেন। মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ কোন আচার ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। একবার কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রচারক প্রচার ব্যপদেশে

সেবার নামে এমন কোন ব্যবহার করিয়াছিলেন যাহা আদৌ সমর্থন-যোগ্য নহে। শ্রীপাদ পুরী মহারাজ উক্ত প্রচারকের সংশোধনের ব্যবস্থা করিয়া বৈষ্ণবের স্বাভাবিক দয়ার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। এই আদর্শে তিনি জনমতের বিচার গ্রহণের পরিবর্ত্তে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের বিচার কষ্টিপাথরে পরীক্ষা করিয়া আচার বিচার গ্রহণের শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

ঢাকায় শ্রীল পুরী মহারাজ ঃ—

শ্রীল পুরী মহারাজ ঢাকায় "কৃষ্ণ প্রসঙ্গ" সম্বন্ধে বলিয়াছেন— ঢাকাবাসীর এই অবিদ্যা দূর করিবার জন্য মায়ার ঢাকনি খুলিয়া দিবার জন্য যুগাচার্য্য শ্রীচৈতন্য সরস্বতীর ইচ্ছাক্রমে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ঢাকা সহরে শ্রীমাধ্ব গৌড়ীয় মঠ স্থাপিত হইয়াছেন এবং আচার্য্য-বর্য্যের অনুগ আচারবান প্রচারকের দ্বারা শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রচার হইতেছে।

গত ১৩৩৬ সালে ১৫ই আশ্বিন ইংরাজী ২রা অক্টোবর বৃহস্পতিবার শুভ শুক্লাদশমী তিথিতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শুদ্ধদ্বৈত বেদান্তমত প্রচারক মুখ্যবায়ুর অবতার আচার্য্য শ্রীমৎ পূর্ণপ্রজ্ঞ আনন্দ-তীর্থের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে।

মাধব তিথির মাহাত্ম্য বলিতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন, কোন মহাজন বলিয়াছেন, "মাধব তিথি ভক্তি জননী যতনে পালন করি"। শ্রীহরিবাসর, শ্রীজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা, মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী প্রভৃতি তিথির মত তদীয়গণের আবির্ভাব তিরোভাব তিথিকেও মাধব তিথি বলে। মাধব তিথিতে ভক্তগণ শ্রীভগবান ও

ভক্তগণের লীলামৃত পাঠ কীর্ত্তনাদি দ্বারা কীর্ত্তন মহোৎসব এবং উক্ত দিবস নির্দ্দিষ্ট সময়ে বা পরদিনে ভবরোগের পথ্য শ্রীমহাপ্রসাদ বিতরণ রূপ মহোৎসব করিয়া শুভ তিথির সম্মান করিয়া থাকেন। আমরা তাঁহাদের সহিত যোগদান করিয়া শ্রবণ কীর্ত্তনাদি করিলে, তাঁহাদের আনুগত্যে শুভ তিথির পূজা করিলে ভক্তি জননীর কৃপায় শুদ্ধভক্তি লাভ করিতে পারিব।

আবির্ভাব তিথির মাহাত্ম্য ঃ—শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীশ্রীচৈতন্য ভাগবত আদিখণ্ডে তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীভগবান ও ভক্তগণের আবির্ভাব তিথির মহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া প্রকট বাসরের আরাধনা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আমাদিগকে জানাইয়াছেন।

"সর্ব-যাত্রা-মঙ্গল এই দুই পুণ্যতিথি।
সর্ব-শুভ-লগ্ন অধিষ্ঠান হয় ইথি॥
এতেকে এই দুই তিথি করিলে সেবন।
কৃষ্ণভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন॥
ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র।
বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে যেরূপ আবির্ভাব তিথির মাহাত্ম্য দেখা যায় সেই প্রকার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্ত্যলীলা ১১শ পরিচ্ছেদে হরিদাসের অর্থাৎ সকল হরিদাসগণের বিরহ মহোৎসবে যে কোন প্রকারে যোগদানকারীকে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বরদানের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

"প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু করেন বর-দান।
শুনি' ভক্তগণের জুড়ায় মনস্কাম॥
হরিদাসের বিজয়োৎসব যে কৈল দর্শন।
যে ইহাঁ নৃত্য কৈল, যে কৈল কীর্ত্তন॥
যে তাঁরে বালুকা দিতে করিল গমন।
তার মধ্যে মহোৎসবে যে কৈল ভোজন॥
অচিরে হইবে তা-সবার 'কৃষ্ণপ্রাপ্তি'।
হরিদাস-দরশনে হয় ঐছে শক্তি॥"

গত ২৫শে আশ্বিন, ১২ই অক্টোবর, রবিবার শুভ কৃষ্ণ পঞ্চমী তিথিতে শ্রীমাধ্বগৌড়ীয় মঠে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের তিরোভাব মহোৎসব সুসম্পন্ন হইয়াছে। গত ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর রবিবার গৌর একাদশী তিথিটি আমাদের পরম বরণীয় তিথি ছিল। ঐ তিথিটি এত বরণীয় কেন? ঐদিন উত্থান একাদশী, সুতরাং মাধবতিথি, তাহার উপর উক্ত পবিত্র বাসরে আমাদের পরম গুরুদেব অবধূত পরমহংসকুলচূড়ামণি ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ প্রপঞ্চ হইতে নিত্যধামে অভিযান করিয়াছেন। তাই ঐ দিবস শুদ্ধভক্তিমঠসমূহে শুদ্ধ গৃহস্থ ভক্তগণের গৃহে গৃহে তাঁহার অভিযান উৎসব হইয়াছে। অহোরাত্র কীর্ত্তন মহোৎসব হইয়াছে এবং তাহার পরদিন প্রসাদ মহোৎসব হইয়াছে।

কটকে শ্রীল পুরী মহারাজ—

(শ্রীপাদ যতিশেখর প্রভুর স্মৃতিপট হইতে বর্ণিত)

"আমি এক দিব্য মহাপুরুষের দর্শন পাইলাম। তাঁহার সৌম্যরূপ, দয়ার্দ্র দৃষ্টি আমার হৃদয়কে আকর্ষণ করিল। তিনি

উড়িষ্যার কটক সচ্চিদানন্দ মঠে অবস্থান করিতেছিলেন চালাঘরের একটি প্রকোষ্ঠে। সেই প্রকোষ্ঠে তিনি ভজনে নিমগ্ন থাকিতেন। আমি তাঁর শ্রীচরণে প্রণাম করিলাম। তিনি আমার পরিচয় নিলেন। আমি সেইদিন হইতে প্রত্যহ তাঁর নিকটে আসিতাম। তিনি আমার নিকট কিছু ভগবদ্ কথা বলিতেন। আমি প্রথমে তাঁর কথা বুঝিতে পারি নাই। তিনি নিজগুণে কৃপা করিয়া শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর সিদ্ধান্ত আমাকে অবগত করাইলেন। আমি তাঁহাকে প্রত্যহ না দেখিয়া থাকিতে পারিতাম না। সে বৎসর দোল পূর্ণিমার পূর্ব্বে আমি শ্রীমঠে শ্রীগৌরজয়ন্তী উৎসবের জন্য ৩০ৃ দিলাম। তখনকার দিনে ৩০ৃ টাকা আমার মত ছাত্রের নিকট পাইয়া তিনি বলিলেন, "এ টাকা কোথা হইতে আনিলে?" আমি বলিলাম, "দুইটী ছেলে আমার নিকট পড়ে, তাহারা এ টাকা আমাকে দিয়াছে।"

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ মাঝে মাঝে পেটের যন্ত্রনা অনুভব করিতেন। তখন শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে শ্রীনারায়ণ দাস ভক্তিসুধাকর প্রভু মঠরক্ষক ছিলেন। তিনি সিদ্ধ মহাপুরুষ শ্রীল মহারাজকে পেটের যন্ত্রণার চিকিৎসার জন্য একটি হাসপাতালে পাঠাইলেন। ডাক্তার ও মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রগণ তাঁহার চিকিৎসার জন্য যত্ন করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে অম্লান বদনে হরিকথা বলিতেন। তাঁহার মুখে অসুখের কোন ভাব দেখা যাইত না। ডাক্তারগণ আশ্চর্য্য হইতেন। তাঁহারা রোগটি কিরূপ যন্ত্রণাদায়ক জানিতেন। কিন্তু মহারাজের রোগের প্রতি ভ্রূক্ষেপ নাই। তিনি ঘন্টার পর ঘন্টা হরিকথা বলিতেন। পরে সুস্থ হইয়া মঠে ফিরিয়া আসিয়া আমা-

দিগকে বলিলেন,—"মধ্যে মধ্যে কঠিন ব্যাধি হওয়া ভাল। ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে শ্রীভগবানের স্মরণ করার বিশেষ সুযোগ হয়। জীবন-কালে রোগ একটা পরীক্ষা। রোগের সময় ভগবত স্মরণ অভ্যাস করিতে হয়। মরণের সময় শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় গুরুতর কষ্ট হয়। জীবন কালে অভ্যাস না করিলে মরণ কালে ভগবদ্ অনু-সরণ সম্ভব হইবে না।" আমি তাঁহাকে যখনই দেখিয়াছি তখনই তাঁর শ্রীমুখে স্মিত হাস্য দেখা যাইত ও মধুর মধুর মহামন্ত্র উচ্চারণ শোনা যাইত। তাঁহার সমুজ্জ্বল চক্ষু দেখিলে মনে হয় ইনি আমার সব কথা জানিতে পারিতেছেন। শ্রীল ভক্তি সুধাকর প্রভু শ্রীপাদ পুরী মহারাজকে বহুমূল্য রত্নের ন্যায় মনে করিতেন। তিনি বলিতেন, "দেখ, শ্রীল মহারাজ আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছেন যে জীবনকালে রোগকষ্ট কতই না আসিবে। এই সমস্ত রোগ আসাকালে রোগের কষ্ট অনুভব হইবে না যদি আমরা শ্রীল পুরী মহারাজের মত হরি-স্মৃতিতে থাকি। ছোট ছোট রোগ আসা কালে শ্রীহরিস্মৃতিতে থাকার অভ্যাস করিতে পারিলে মৃত্যুকালে আমরা শ্রীহরিস্মৃতিতে থাকিবার জন্য প্রস্তুত হইতে পারিব।"

একদিন তাঁহার সঙ্গে আমি পি.এন্. একাডেমী উচ্চ বিদ্যালয়ে গেলাম। শ্রীল মহারাজ তথায় "শ্রীচৈতন্যের শিক্ষা" ভাষণ দিলেন। তিনি বক্তৃতা হলের বোর্ডে ভক্তিলতা কিরূপ বিভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া শ্রীগোলক বৃন্দাবন যায় তাহা অঙ্কন করিয়া বুঝাইয়া দিলেন। ছাত্র ও শিক্ষকগণ উক্ত চিত্র দেখিয়া শুদ্ধভক্তি সম্বন্ধে ধারণা করিতে পারিলেন। তাঁহার বক্তৃতা মার্জিত ভাষায় অথচ সরল ছিল।

আমি একদিন শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “শ্রীল পুরী মহারাজ বলিতেছেন, তিনি আমার সঙ্গে শহরে ভিক্ষা করিতে যাইবেন”। শ্রীল ভক্তিসুধাকর প্রভু বলিলেন, শ্রীল মহারাজ তোমার সহিত যাবেন না তুমি তাঁহার সহিত যাবে ?”। তখন আমি বুঝিলাম যে আমার বলাটা কিরূপ অমার্য্যাদা সূচক হইয়াছে। শ্রীল মহারাজ সেদিন ভিক্ষা করিয়া বেলা ১২টায় ফিরিলেন। তখন পরম আরাধ্যতম শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর কটক সচ্চিদানন্দ মঠেই অবস্থান করিতেছিলেন। শ্রীল মহারাজের ভিক্ষা দ্রব্য কিছু তণ্ডুল, একটী কুমড়া ও কিছু টাকা তিনি আদরের সহিত গ্রহণ করিলেন। কিছু সময় পরে আর এক সন্ন্যাসী মহারাজ ২০ খানা কাপড়, তুই বস্তা আটা, তুই বস্তা চাল, তুই টিন তেল, আর অনেক টাকা ভিক্ষা করিয়া আনিয়া শ্রীমঠের নীচের তলায় রাখিলেন। এই সংবাদ পাইয়া শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত সন্ন্যাসী মহারাজকে বলিলেন, “আমি আপনাকে লোক ঠকাইয়া ভিক্ষা করিতে বলি নাই। পুরী মহারাজ শ্রীহরিকথা বলিয়া যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষা আনিয়াছেন, তাহাতে শ্রীমহাপ্রভুর সেবা হইয়াছে।” শ্রীল প্রভুপাদ তথা হইতে তাঁহার ভজন গৃহে যাওয়ার পর উক্ত মহারাজের ব্যাপারটি সেবক হইতে সকলে শুনিলেন। উক্ত মহারাজ Income-tax officer এর সহিত পরিচয় করিয়া তাঁহাকে লইয়া ভিক্ষা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। তিনি অনেকবার তাঁহার বাড়ীতে যাইতেন। অফিসার মহাশয় তাঁহার সহিত ভিক্ষা করিতে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন না। তখন উক্ত সন্ন্যাসী মহারাজ একটী উপায় করিলেন।

যখন উক্ত অফিসার তাঁহার মোটর গাড়ীতে অফিস গেলেন তখন ঐ সন্ন্যাসী মহারাজ উক্ত অফিসারের সঙ্গে একটী সেবকসহ তাঁহার মোটর গাড়ীতে যাইয়া উক্ত অফিসের সন্নিকটে নামিয়া পড়িলেন। মোটর গাড়ীটী যখন অফিস হইতে ফিরিল তখন তিনি ড্রাইভারকে বলিয়া আবার সেই মোটর গাড়ীতে তাঁহার সেবককে সঙ্গে লইয়া উঠিলেন ও মাড়ওয়ারী পট্টি বড় গদিতে নামিয়া ড্রাইভারকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিলেন। মাড়ওয়ারী ব্যবসায়ীগণ Income-tax অফিসারের মোটর গাড়ীটীকে ভালভাবে চিনিতেন। স্বামীজী উক্ত মোটরগাড়ী হইতে নামিয়াছেন দেখিয়া তাঁহারা ভাবিলেন ইনি Income-tax officer এর গুরু। তখন তাঁহারা স্বামীজীকে উক্ত অফিসারের ভয়ে মোটা ভিক্ষা দিলেন। শ্রীল প্রভুপাদ অন্তর্যামী। তিনি মহারাজের ফন্দি বেশ বুঝিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীল পুরী মহারাজ বুজরুগী বা লোক প্রতারণা করা ত দূরের কথা সামান্য ভক্তিসিদ্ধান্ত বিরুদ্ধ কার্য্য করিতেন না। তিনি লোক রঞ্জন করিয়া ভিক্ষা করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি কাহাকেও কোন প্রকার উদ্বেগ দিতেন না।

তিনি রহস্য করিয়া শাসন করিতেন। শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে জনৈক সেবক প্রত্যহ মুগের ডাল একমাস অবধি করার দরুন শ্রীল মহারাজ রহস্য করিয়া বলিলেন, "মুগ মার্কা" ডাল মহাপ্রভু আর কতদিন খাইবেন ?" ইহাতে সেবকটি অন্য ডাল পরিবর্ত্তন করিয়া ভোগে লাগাইলেন।

শ্রীল মহারাজ যখন অসুস্থ ছিলেন সেই সময় আনুগত্য শিক্ষা

দিবার জন্য বৈষ্ণবগণের আদেশ পালন করিয়া তাঁহার অসুস্থতাকালে ডাক্তারখানায় নানা অসুবিধার মধ্যে থাকিয়াও সযত্নে চিকিৎসিত হইবার জন্য তিনি কোন বিশিষ্ট ভক্তের অনুরোধ সত্বেও অন্যত্র না গিয়া ঐ ডাক্তার খানাতেই ছিলেন।

তিনি কটক সচ্চিদানন্দ মঠে থাকাকালে একটী অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়াছিল। একবার শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহাকে কটক মঠে বৈষ্ণব নিবাসাদি তৈয়ার করিবার জন্য ভিক্ষা করিতে কৃপাদেশ করিলে তিনি বিনীতভাবে তাঁহার চরণে নিবেদন করেন, "আমার হস্তরেখা বিচারে আমার হাতে কোন অর্থাগম যোগ নাই। সেজন্য ভিক্ষা চাহিলেও কেহ আমাকে এত অর্থ দিবেন না। তবে আপনার যখন অভিলাষ হইয়াছে তখন আপনার কৃপাই এই অভিলাষ পূরণ করিবেন"। ইহার কিছুদিন পরে একদিন গঞ্জাম জেলার (উড়িষ্যা) একজন ব্যবসায়ী মঠের ঠিকানা খুঁজিয়া খুঁজিয়া কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি দুই দিন পূর্ব্বে স্বপ্ন দেখিয়াছি কটক হইতে একজন গৈরিক বসন পরিহিত দণ্ডধারী সাধু আসিয়া আমাকে স্বপ্নে বলিতেছেন—আমি কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠ হইতে আসিয়াছি। তুমি শ্রদ্ধালু ব্যক্তি। তুমি এই মঠের বৈষ্ণব নিবাস ও শ্রীল প্রভুপাদের ভজন-গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া দাও, তোমার মঙ্গল হইবে"। তারপর তিনি শ্রীল পুরী মহারাজকে সেখানে দেখিয়া বলিলেন,—"আমি আপনাকেই স্বপ্নে দর্শন করিয়াছি।" এই বলিয়া তিনি শ্রীল পুরী মহারাজকে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের ভজন গৃহ দ্বিতল প্রাসাদ নির্ম্মাণের জন্য অর্থ তাঁহার হস্তে

অর্পণ করিলেন। পরে মঠের বৈষ্ণবগণ এই রহস্যের কথা শ্রীল মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি উত্তর দেন, "শ্রীল প্রভুপাদ অন্তর্যামী। তিনি আমার অক্ষমতা জানিয়া তাঁহার অভীষ্ট সেবা সম্পাদনের জন্য তিনিই এই ব্যবস্থা করিয়াছেন"।

১৩৩৯ বঙ্গাব্দে যখন শ্রীগৌড়ীয় মঠের পরিচালনায় বিরাট আয়োজনে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমণ হইতেছিল তখন বহুলাবনে পাঠ কীর্ত্তনের সময় দুই ব্যক্তি এমন প্রচণ্ডভাবে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে পাঠ কীর্ত্তনের ব্যাঘাত ঘটিতেছিল। যখন অনুরোধ উপরোধে কোন ফল হইল না, তখন শ্রীপাদ পুরী মহারাজ অতিশয় ক্ষিপ্রতার সহিত বস্ত্রদ্বারা তাহাদের একজনের মুখ বন্ধ করিলেন। ফলে কলহের অবসান হইল এবং শ্রোতৃবৃন্দ নিরুদ্বিগ্ন হইলেন। আর একবার কোন ব্যাপারের অজুহাত দেখাইয়া জনৈক ব্রহ্মচারী তৎপ্রতি অর্পিত সেবাকার্য্যের প্রতি ঔদাসীন্য প্রকাশ করিলে শ্রীপাদ পুরী মহারাজ সিংহ বিক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিয়া শুদ্ধ সেবকের বিচার প্রদর্শন করেন। আমরা তাঁহাতে ক্রোধ ভক্ত-দ্বেষীজনে ব্যবহার ও তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতে সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ ধর্ম্মের সহিত নাম প্রেমের প্রচারণ কার্য্য পাশাপাশি ভাবে লক্ষ্য করিবার সৌভাগ্য পাইয়াছি।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজ শ্রীনদীয়া প্রকাশ ও শ্রীগৌড়ীয়ে বহু প্রবন্ধ দিয়াছেন। তাঁহার প্রত্যেকটি প্রবন্ধে ভক্তি সিদ্ধান্তের জীবন্ত আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে। তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে নিজের উপর আরোপ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির গলদ সমূহ অতি সুন্দরভাবে

প্রদর্শন পূর্ব্বক সংশোধনের সুযোগ প্রদান করিয়া আমাদের অকৃত্রিম বান্ধবের কার্য্য করিয়াছেন। সেই প্রবন্ধগুলির মধ্যে কয়েকটি—যথা “আমার দুর্দ্দৈব—প্রয়াস”, “আমার দুর্দ্দৈব—দেশভ্রমণ কাম” ও “দুর্দ্দৈবের কথা শুনতে চাই না”—তদানীন্তন শ্রীগৌড়ীয় হইতে উদ্ধৃত করিয়া যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইল।

যে কল্পিত ছড়াগান মহামন্ত্রের বিকৃত ছায়ারূপে বঙ্গ ও উৎকল প্রদেশকে আচ্ছাদিত করিতে উদ্যত হইয়াছিল শ্রীপুরী মহারাজ বিষয়, সংশয়, ‘পূর্ব্বপক্ষ’, উত্তরপক্ষ ও সিদ্ধান্ত এই পঞ্চাঙ্গ ন্যায় দ্বারা তাহা খণ্ডিত করিয়া এক সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটি প্রথমে শ্রীনদীয়া প্রকাশের কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তৎপরে ইহার উৎকল অনুবাদ কটকের ‘পরমার্থী’ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। উৎকল ভাষায় ঐ প্রবন্ধটি পুস্তিকা আকারেও প্রকাশিত হইয়াছে।

গঞ্জাম, উড়িষ্যায় বড়গড় রাজসভায় শ্রীল পুরী মহারাজ ঃ—

বঙ্গাব্দ ১৩৪১ সাল ইং ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দ, ১২ই জুন রাত্রি ১০টা হইতে ১১টা পর্য্যন্ত গঞ্জাম জেলার বড়গড় রাজবাড়ীতে সপার্ষদ রাজা-সাহেবর নিকট গৌড়ীয়মঠের প্রচারক ত্রিদণ্ডি স্বামী শ্রীমদ্ ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ যে হরিকথা কীর্ত্তন করেন তাহার মর্ম্ম নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

“বিপুল সম্মানাস্পদ শ্রীযুক্ত রাজাসাহেব,

আমি শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের সেবকসূত্রে কয়েকটি কথা আপনার নিকট বিনীতভাবে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করি, ইহা আমার ব্যক্তিগত

মন্তব্য নহে। শ্রীগুরুপাদপদ্ম হইতে নিত্যমঙ্গলদায়ক যে নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্য কথা শ্রবণ করিয়াছি সেই বাণীরই অনুকীর্ত্তন করিব অর্থাৎ আমি শ্রীগুরুদেবের আজ্ঞার বাহক বা পরিবেশকের কার্য্য করিতেছি মাত্র।

জগতে দুই প্রকার কথা আছে, কতকগুলি শ্রেয়ঃ কথা ও কতকগুলি প্রেয়ঃ কথা। শ্রেয়ঃ কথা নিত্য মঙ্গলদায়ক হইলেও আপাত মধুর বা বহির্ম্মুখ জীবের ইন্দ্রিয় তর্পণকারী নহে, কিন্তু প্রেয়ঃ কথা নিত্যমঙ্গলদায়ক না হইলেও আপাত সুখকর। তাই মাদৃশ বহির্ম্মুখ জীব শ্রেয়ঃ কথা অপেক্ষা প্রেয়ঃ কথা শুনিবার জন্য আগ্রহ বিশিষ্ট। শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মের বাণীগুলি শ্রেয়ঃকথা, সুতরাং তাহা সকলের নিকট শ্রুতি মধুর নাও হইতে পারে। সেই বাণীই এখন আমি আলোচনা করিব। তাই করযোড়ে নিবেদন করিতেছি যদি উক্ত কথাগুলি আপাত সুখকর নাও হয় তাহা হইলেও যেন আপনার সত্যপ্রিয়তা, আত্ম-মঙ্গললাভ ইচ্ছা, পরোপকারীতা, ধর্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলী আপনাকে নিরপেক্ষ বিচার-পরায়ণ হইয়া উক্ত কথাগুলি শুনিবার ধৈর্য্য প্রদান করে।

আপনার ধর্মপ্রাণতা, ধর্ম্ম প্রচারে উৎসাহ, সত্য কথা শ্রবণের জন্য আগ্রহ, ঐশ্বর্য্যাদি থাকা সত্ত্বেও অহংকার শূন্যতা এবং বিনীত-ভাব, সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার প্রভৃতি বহু সদ্‌গুণাবলী দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছিলাম। তৎকালে আশা করিয়াছিলাম শ্রীশ্রীগুরু-পাদপদ্ম যে অমৃত পরিবেশন করিবার জন্য আমাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন সেই অমৃত সপার্ষদ রাজাসাহেবের নিকট পরিবেশন

করিবার জন্য অন্ততঃ সপ্তাহকাল প্রচুর সময় ভিক্ষা পাইব, কিন্তু "শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি"—তাই দৈবী মায়া হরিকীর্ত্তনরূপ শ্রেয়ঃকার্য্যে বিঘ্ন আনিয়া দিল। শুদ্ধ হরিকীর্ত্তন করিলে বক্তা ও শ্রোতা উভয়েরই নিত্যমঙ্গল হয়, কিন্তু নিত্যমঙ্গলের পথটি কোটি কণ্টক রুদ্ধ। বাস্তব সত্যপথ হইতে ভ্রষ্ট করিয়া সেই কোটি কণ্টকরুদ্ধ পথে আকর্ষণ করিবার জন্য দৈবীমায়া একটি মোহজাল বিস্তার করিল। অসত্যে সত্যভ্রম ঘটাইয়া দিল, মায়ার কীর্ত্তনকেই হরিকীর্ত্তন বুঝাইয়া দিল। তখন আপনার অনুগত জনমণ্ডলী আপনার আনুগত্যে যুগাচার্য্যের প্রেরিত আচার্য্যানুগ জনগণের কীর্ত্তিত শ্রীচৈতন্যবাণীর বা নামী হইতে অভিন্ন শ্রীনামের প্রতি অবজ্ঞা করিয়া নামাপরাধ শ্রবণ করিবার জন্য শ্রেয়ঃপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক আপাত ইন্দ্রিয় তৃপ্তিকর ও ক্ষতিকর প্রেয়ঃ পথে ছুটিলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও হরিকথামৃত পরিবেশন-রূপ সেবাকার্য্য হইতে বঞ্চিত হইলাম। প্রথম দুই দিন হরিকীর্ত্তনের জন্য কিছু সময় ভিক্ষা পাইলেও অদ্য ৪/৫ দিন হরিকথা আলাপশূন্য অবস্থায় কালাতিপাত করিতেছি, সুতরাং আমাদের পক্ষে ইহা অপেক্ষা দুর্দ্দৈব আর কিছুই নাই এবং এইরূপ দিনকে আমরা অতি-শয় দুর্দ্দিন বলিয়া জানি, কারণ মহাজনগণ বলিয়াছেন,—

"মেঘাচ্ছন্ন দিন নহে সে দুর্দ্দিন।
কৃষ্ণকথা আলাপশূন্য দিন সে দুর্দ্দিন॥"

এইরূপ দুর্দ্দিন উপস্থিত হওয়ায় ও শ্রীনামের প্রতি অবজ্ঞা হওয়ায় এই কয়টা দিন আমরা জীবনমৃত অবস্থায় কাটাইয়াছি। যেখানে শ্রীনামের প্রতি ও আচার্য্যানুগগণের প্রতি অবজ্ঞা আচরিত হয়

সেখানে এক মুহূর্ত্তকালও থাকা উচিত নয় এবং সেখানে এক গণ্ডূষ জলপান করাও উচিত নহে। আমাদের শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম কয়েকটি ঘটনায় তাহার জলন্ত আদর্শ প্রকট করিয়াছেন।

বহুবৎসর পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অন্তর্গত লৌকিক জগতে বৈষ্ণব বলিয়া খ্যাত কোন মহারাজ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া একটি বৈষ্ণব সম্মিলনী (?) করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার আহ্বানে এবং প্রচুর অর্থপ্রাপ্তির আশায় ও ভোগদ্রব্য প্রসাদসেবার ছলনায় ভোজনের আশায় অনেক তথাকথিত বাবাজী, জাতি গোস্বামী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতব্রুব প্রভৃতি বহু ব্যক্তি মিলিত হইয়াছিলেন। উক্ত মহারাজ আমাদের শ্রীগুরুদেবকেও আহ্বান করিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য ব্যক্তিগণের ন্যায় কনক প্রতিষ্ঠাদিলাভের জন্য বা জিহ্বার লালসায় তথায় গমন করেন নাই। কেবল সম্মিলিত বহু ব্যক্তির নিকট হরিকথা প্রচারের আশায় গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তথাকথিত বাবাজী জাতি গোস্বামী, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতব্রুব প্রভৃতি কুচক্রিগণের কুচক্রে পড়িয়া উক্ত মহারাজ যুগাচার্য্যকে বাস্তব সত্যকথা প্রচারের জন্য সময় ভিক্ষা দেন নাই। তিনি জীবে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া হরিকীর্ত্তনের আশায় বিন্দুমাত্র জলগ্রহণ না করিয়া ৪ দিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই মহারাজ দুর্দ্দৈব বশতঃ নামাপরাধকে আদর করিয়া শ্রীমদ্ আচার্য্য মুখ বিগলিত শুদ্ধ নামের প্রতি ও আচার্য্যের প্রতি অবজ্ঞা করিয়াছিলেন। তিনি অনাহারে ৪ দিন অবস্থান করার পরও যখন কিছু সময়ও ভিক্ষা পাইলেন না তখন সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন। অবশ্য পূর্ব্বোক্ত মহারাজ

তাঁহার জন্য চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয় সর্ব্বপ্রকার বিচিত্র খাদ্যদ্রব্য প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যেখানে শুদ্ধ হরিকীর্ত্তনের অনাদর সেখানে জলগ্রহণ করা উচিত নয় এবং যিনি হরিনামের অবজ্ঞা করেন তিনি নামাপরাধী ও বিষয়ী। সেরূপ "বিষয়াসক্ত অপরাধীর অন্ন খাইলে মলিন হয় মন, মলিন মন হইলে নহে কৃষ্ণের ভজন।" শ্রীল প্রভুপাদের পূর্ব্বোক্ত আচরণের দ্বারা এই শিক্ষাই প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আর একটি ঘটনা এই যে, বঙ্গদেশের অন্তর্গত কোন বিখ্যাত ব্যবহারজীবী শ্রীল প্রভুপাদকে শ্রীনাম প্রচারের জন্য সপার্ষদে আহ্বান করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার আহ্বানে সপার্ষদে গমন করিলে তাঁহাকে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে না দিয়া ভাড়াটিয়াগণের দ্বারা প্রাকৃত রসকীর্ত্তনরূপ নামাপরাধ কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিলেন। তখন শ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ব্যবহারজীবীর শুদ্ধ শ্রীনামের প্রতি অবজ্ঞাচরণ দেখিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান এমনকি সেই দেশ পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন।

এ ক্ষেত্রে যখন শুদ্ধনামের প্রতি, শ্রীনামাচার্য্যের প্রতি ও আচার্য্যানুগণের প্রতি অবজ্ঞা আচরিত হইয়াছে তখন আমরা এখনও এখানে অবস্থান করিতেছি কেন? তদুত্তর এই যে পূর্ব্বোক্ত ঘটনা-দ্বয়ের সহিত এই ঘটনাটির কিছু তারতম্য আছে। পূর্ব্বোক্ত মহারাজ ও ব্যবহার-জীবী প্রাকৃত সহজিয়া ও নামাপরাধীগণের প্রতি আসক্ত-চিত্ত, সুতরাং হরি-গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী। বিদ্বেষীগণ উপেক্ষার পাত্র. কিন্তু রাজাসাহেব ও তাঁহার অনুগতজনের মধ্যে অন্ততঃ কতক ব্যক্তি বিদ্বেষী নহেন; তাঁহারা বালিশ পদবাচ্য। বালিশগণ কৃপার পাত্র, বিদ্বেষীগণের ন্যায় উপেক্ষার পাত্র নহে। তাঁহারা শ্রীনামের

প্রতি, শ্রীমদ্ আচার্য্য ও আচার্য্যানুগগণের প্রতি যে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়াছেন তাহা অজ্ঞতাজনিত, তাহা তাঁহাদের প্রবৃত্তিগত নহে। এরূপ আচরণ করিলে যে শ্রীনামাদির চরণে অপরাধ হয় সে বিচার তাঁহাদের নাই। তাঁহারা মনে করেন সকলের কীর্ত্তিত নামই সমান, কিন্তু শ্রীনাম, নামাভাস ও নামাক্ষর বা নামাপরাধ বলিয়া যে তিনটি তত্ত্ব আছে তাহা তাঁহাদের জানা নাই। তাই অজ্ঞতাবশে নামাপ-রাধের প্রতি আদর ও আচার্য্যানুগভজন-কীর্ত্তিত নামের প্রতি অনাদর করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "ঈশ্বরে তদধীনেষু" শ্লোক অনু-সারে অজ্ঞ ও বালিশগণ কৃপার পাত্র বলিয়া এক্ষেত্রে আচার্য্যানুগগণ জীবে দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া সহিষ্ণুতা অবলম্বন পূর্ব্বক এই কয়েকদিন এখানে অবস্থান করিয়াছেন। তাঁহাদের আশা সপার্ষদ ভক্তিমান রাজাসাহেবের নিকট নামতত্ত্ব কীর্ত্তন করিলে তাঁহারা সকলেই অথবা তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিম্বা অন্ততঃ একজনও তাহার মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে তাঁহাদের এখানে আসিবার উদ্দেশ্য সার্থক হইবে। কারণ তাঁহারা জানেন বহুলোকের শ্রেয়ঃপথে বিচরণ করিবার ও বাস্তব সত্যের আদর করিবার ভাগ্যোদয় হয় না।

শ্রীমান, ভক্তিমান, ধর্মপ্রাণ, সত্যপ্রিয় রাজাসাহেবের নিকট ও তাঁহার অনুগতজনের নিকট গললগ্নীকৃতবাসে দন্তে তৃণ ধারণ করিয়া কাকুতি মিনতির সহিত নিবেদন করিতেছি, হে রাজাসাহেব! হে সাধুগণ! ধর্মতত্ত্ব, ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীনামতত্ত্ব, শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে ও পরোপ-কার সম্বন্ধে স্ব স্ব মন-কল্পিত বিচার দূরে পরিহার পূর্ব্বক শ্রীশ্রীচৈতন্য-চন্দ্রের বিচার গ্রহণ করুন, শ্রীচৈতন্যদেবের প্রচারিত ভক্তিসিদ্ধান্তের

বিচার করুন। সেই ভক্তিসিদ্ধান্তের আনুগত্য স্বীকার করুন। তাহা হইলে প্রত্যেকেই নিজ নিজ জীবন সার্থক করিতে পারিবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পরোপকারও করিতে পারিবেন। চৈতন্যচন্দ্রের দয়া ও তাহার সিদ্ধান্ত বিচার না করিয়া মনোধর্ম্মের দ্বারা চালিত হইলে কেহই প্রকৃত ধর্ম্মপথে, শুদ্ধভক্তিপথে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। কেহই সদ্‌গুরুর পাদপদ্ম আশ্রয়ের সৌভাগ্যকে বরণ করিতে পারিবেন না, কেহই আত্মমঙ্গল লাভ করিতে ও পরোপকার করিতে পারিবেন না। তাই শ্রীল করিবাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,—

"চৈতন্যচন্দ্রের দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥
সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস।
ইহা হতে কৃষ্ণে লাগে সুদৃঢ় মানস ॥"

শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীকৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতের শ্লোকটির অনুকীর্ত্তন করিয়া পুনরায় আপনাদের নিকট ভিক্ষা করিতেছি—

"দন্তে নিধায় তৃণকং পদয়োর্নিপত্য
কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি।
হে সাধবঃ সকলমেব বিহায় দূরাদ্-
গৌরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুরুতানুরাগম্ ॥"

হে সাধুগণ, আমি দন্তে তৃণধারণ পূর্ব্বক আপনাদের পদযুগলে নিপতিত হইয়া শত শত কাকুতি সহকারে ভিক্ষা চাহিতেছি, আপনারা সমস্তই অর্থাৎ আপনাদের মনঃ কল্পিত সকল সাধুত্ব

বা ধর্ম্মকেই দূর হইতেই পরিত্যাগ পূর্ব্বক অর্থাৎ দুঃসঙ্গ জ্ঞানে বর্জ্জন পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চরণে অনুরাগ বিশিষ্ট হউন।

শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক আলোচনা করিলে ধর্ম্মতত্ত্বের কথা আমরা অবগত হইতে পারি।

যথা :—

"স বৈ পুংসাং পরো ধর্ম্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
অহৈতুক্যপ্রতিহতা যয়াত্মা সুপ্রসীদতি॥" (ভাঃ ১।২।৬)

অর্থাৎ যাহা হইতে ইন্দ্রিয়জ্ঞানাতীত শ্রীকৃষ্ণে শ্রবণাদি লক্ষণা, ফলাভিসন্ধান রহিতা ঐকান্তিকী স্বাভাবিকী নিরপেক্ষা ভক্তি হয় তাহাই মানবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ; সেই ভক্তিবলে অনর্থ উপশান্ত হইয়া আত্মা সম্যগ্‌রূপে প্রসন্নতা লাভ করে।

শ্রীল রূপ গোস্বামী প্রভু ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে উত্তমা ভক্তির কথা বর্ণন করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত বাদ বাকী সব মিছাভক্তি বা কপট ভক্তি।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥"

অর্থাৎ অনুকূলভাবে কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশ ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই। তাহা নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধান-পরজ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্ম দ্বারা আবৃত নহে।

শ্রীনামতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জ্ঞাত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে শ্রীনামের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"নামঃ চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

অর্থাৎ কৃষ্ণনাম চিন্তামণিস্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণচৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত নিত্যমুক্ত, কেন না, নাম নামীতে ভেদ নাই।

শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরও বলিয়াছেন—

'যেই নাম সেই কৃষ্ণ'—কৃষ্ণই শ্রীনামরূপে বা শব্দ ব্রহ্মরূপে ভক্তগণের সেবোন্মুখ জিহ্বায় নৃত্য করেন; সুতরাং অবৈষ্ণবের উচ্চারিত নামাক্ষর ও শুদ্ধভক্ত কীর্ত্তিত শ্রীনাম এক নহে। তাই শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর আর একটি শ্লোকে বলিয়াছেন,—

"অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা প্রাকৃত চক্ষু, কর্ণ, রসনাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে। যখন জীব সেবোন্মুখ হন তখন শ্রীগুরুদেবের কৃপায় শরণাগত জনের সেবোন্মুখ ইন্দ্রিয়ে স্বয়ং স্ফুর্ত্তি লাভ করেন।

মহাজনগণের সিদ্ধান্ত আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনাম এক নহে। যেরূপ অন্ধকার, অরুণোদয় ও সূর্য্যোদয় এই তিনটির পৃথক অবস্থা আছে, সেইরূপ নামাপরাধ, নামাভাস ও শ্রীনাম এই তিনটি পৃথক। ঘোর অন্ধকারে যেইরূপ নিজকে বা অন্য কাহাকে ও কোন বস্তুই দেখা যায় না, কোনটি সুপথ কোনটি বিপথ তাহা দেখা যায় না। চোর, দস্যু, লম্পট প্রভৃতি পাপকার্য্য করিবার জন্য ব্যস্ত হয়, সেইরূপ যাঁহারা নামাপরাধী তাঁহারা অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকায় স্বীয় আত্মস্বরূপ উপলব্ধি

করিতে না পারিয়া জড় দেহে আত্মবুদ্ধি করেন। কাম ক্রোধের বশবর্ত্তী হন। হরিকীর্ত্তনের অভিনয় করিতে করিতে নানা পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হন, বিষয়ভোগে প্রমত্ত হন, দ্যূতক্রীড়া, মাদক দ্রব্য সেবন, স্ত্রীসঙ্গ-প্রবৃত্তি, জীব হিংসা প্রভৃতি ছাড়িতে পারেন না। নিত্য ধর্ম ও নৈমিত্তিক ধর্মের তারতম্য জানিতে পারেন না। শুদ্ধভক্তির পথ ও মিছাভক্তি পথের তারতম্য বুঝিতে পারেন না। শুদ্ধভক্ত ও মিছাভক্তের বৈশিষ্ট্য বুঝিতে পারেন না। সদ্‌গুরু ও গুরুব্রুবের স্বরূপ বুঝিতে পারেন না, কেবল অজ্ঞান অন্ধকারে ছুটাছুটি করেন।

আবার অরুণোদয় হইলেই যেইরূপ অন্ধকার কাটিয়া যায়, চোর দস্যু প্রভৃতি পলায়ন করে, সুপথ দেখিতে পাওয়া যায় ; নিজকে ও অন্যান্য বস্তুকে অনেকটা দেখা যায় এবং তাহার কিছুক্ষণ পরেই সূর্য্যোদয় হয় সেইরূপ নামাভাস হইলেই জীবের সংসার হইতে মুক্তি-লাভ ঘটে, সংসারে থাকিয়াও তিনি অনাসক্ত থাকিতে পারেন, অজ্ঞানের অন্ধকার কাটিয়া যায়। পাপকার্য্য ও পাপ বাসনা থাকেই না বরং পাপের মূল অবিদ্যা পর্য্যন্ত নামাভাসেই ধ্বংস হইয়া যায়, এবং অল্পদিনের মধ্যে শুদ্ধনাম অর্থাৎ সাক্ষাৎ হরি তাঁর সেবোন্মুখ জিহ্বায় শ্রীনামরূপে নিরন্তর নৃত্য করিতে থাকেন, সেই নামের আর বিরাম হয় না।

শুদ্ধনাম কীর্ত্তিত হইলেই শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলাদির স্ফুর্ত্তি হইয়া থাকে। যাহাদের নিরন্তর হরিকীর্ত্তনে রুচি হয় না কেবল কৃত্রিমভাবে অষ্টপ্রহর বা ২৪ প্রহর নামকীর্ত্তনের ছলনা করেন তাহারা নামাপরাধী। সেইরূপ নামাপরাধে কোটি জন্ম শ্রবণ কীর্ত্তন করিলেও

কাহারও কোন মঙ্গল হইবে না। সুতরাং নামকীর্ত্তন করিতে হইলে অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিতে হইবে। আদৌ শ্রীনাম-তত্ত্ববিদ্ শ্রীগুরুপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া শ্রীনামতত্ত্ব শ্রবণ করিতে হইবে। তখন শ্রীগুরুকৃপায় নাম কীর্ত্তনের অধিকার হইবে।

শ্রীগুরুতত্ত্ব সম্বন্ধে কয়েকদিন পূর্ব্বে আলোচনা করা হইয়াছে যে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তির সহিত জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরুদেবের নিকট অভিগমন করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আরও জ্ঞাতব্য এই যে—

"কিবা বিপ্র, কিবা ন্যাসী, শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, সেই 'গুরু' হয়॥
আপনি আচরি ধর্ম জীবেরে শিখায়।
আপনি না কৈলে ধর্ম শিখান না যায়॥
শাস্ত্রযুক্তি সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তরয়ে সংসার॥"

'গুরুর্ন স স্যাৎ ন মোচয়েদ্, যঃ সমুপেত মৃত্যুম্।'
অর্থাৎ ভক্তিপথের উপদেশ দ্বারা যিনি সমুপস্থিত মৃত্যুরূপ সংসার হইতে মোচন করিতে না পারেন সেই গুরু, গুরু নহেন।

পরমার্থ গুর্ব্বাশ্রয়ে ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ (ভঃ সন্দর্ভ)—অর্থাৎ ব্যবহারিক লৌকিক-কৌলিক-অযোগ্য গুরুব্রুব পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

অবৈষ্ণব উপদিষ্ট মন্ত্রলাভ করিলে নরকগমন হয়। অতএব যথাশাস্ত্র পুনরায় বৈষ্ণব গুরুর নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে।

নিরস্ত কুহক বাস্তব সত্যকথা সদ্গুরুর নিকট গ্রহণ পূর্ব্বক

নিরপরাধে তাহার কীর্ত্তন করিলেই প্রকৃত পরোপকার বা শ্রেষ্ঠ উপকার করা হয়। নামাপরাধ কীর্ত্তন করিলে পরোপকারের পরিবর্ত্তে জীবহিংসাই হয়।"

অপ্রকটের পূর্ব্বে শ্রীল পুরী মহারাজের মেদিনীপুর, কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলায় প্রচার—

১৯৩৪ সালে শ্রীল পুরী মহারাজ মেদিনীপুরে প্রচারান্তে ২১শে জুলাই তারিখে কটক শ্রীসচ্চিদানন্দ মঠে বার্ষিক নবনির্মিত মন্দির মহোৎসবে শুভবিজয় করেন। শ্রীসচ্চিদানন্দমঠকে কেন্দ্র করিয়া শ্রীল মহারাজ কটক জেলা, পুরী জেলা ও গঞ্জাম জেলায় প্রচার করেন। ইং ১৯৩৫ সালে শ্রীপুরুষোত্তম মঠের মহামহোৎসবে শ্রীল মহারাজ যোগদান করিয়াছিলেন। পুরী হইতে শ্রীল মহারাজ ১৯৩৬ সালের মার্চ মাসে বালেশ্বর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে প্রচারে যান ও পুনরায় এপ্রিল মাসে কটকে ফিরিয়া আসেন। শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীল মহারাজ কটক হইতে শ্রীক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তম মঠে আসিয়া ভজন করিতে থাকেন এবং তথা হইতে ১৪ই জুলাই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পরমকৃপা নির্দ্দেশ রূপে শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গন তাঁহার নিত্য-ভজনস্থলীরূপে প্রাপ্ত হইয়া ১৫ই জুলাই কলিকাতা শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে শ্রীধাম যাত্রা করেন এবং তদবধি শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে অবস্থান করিয়া ভজন করিতে থাকেন।

এই শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনেই ভজন করিতে করিতে ২রা দামোদর (৪৫০ গৌরাব্দ), ১৫ই কার্ত্তিক ১৩৪৩ সাল, ইং ১লা নভেম্বর

(১৯৩৬) রবিবার কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিতে রাত্রিশেষে ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ সেবক প্রবর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ তাঁহার প্রভুদত্ত স্থান শ্রীভগবান গৌরসুন্দরের সংকীর্ত্তন-মহারাসস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনি ও মহামন্ত্র শ্রবণ এবং স্বয়ং শ্রীচরণামৃত পানসহ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুগৌরাঙ্গ পাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌরমনোঽভীষ্টের নিত্যাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। মহাপ্রভুর "দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?" প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর"—এই বাক্যের অর্থ শ্রীধাম মায়াপুরের বৈষ্ণব-বৃন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন ১৬ই কার্ত্তিক প্রত্যূষে যখন তাঁহার অপ্রকটধামে বিজয়ের সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ঐদিন অর্থাৎ ৩রা দামোদর, ১৬ই কার্ত্তিক, ২রা নভেম্বর সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীপাদ ললিতলাল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের সমাধির পশ্চিম পার্শ্বে শ্রীশ্রীগোপালভট্ট গোস্বামীপাদের সংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে সংকীর্ত্তন মধ্যে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের অপ্রাকৃত কলেবর সমাধিস্থ হইয়াছেন। শ্রীপাদ পুরী মহারাজের অপ্রাকৃত কলেবর সমাধিস্থানে নীত হইবার পূর্ব্বে তাঁহার নিকট শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ প্রসঙ্গ পাঠ হয়। অদ্যাপি শ্রীমায়াপুরে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর ও শ্রীল পুরী মহারাজের সমাধি মন্দিরদ্বয় পাশাপাশি বিরাজমান এবং সেইখানে তাঁহাদের আলেখ্য পূজিত হইতেছেন। প্রতি বৎসর সেইখানে তাঁহাদের অপ্রকট তিথিতে

বিরহ উৎসব পালিত হয়। তদানীন্তন 'শ্রীনদীয়া প্রকাশ' 'গৌড়ীয়' পত্রিকায় শ্রীল পুরী মহারাজের নির্য্যাণ প্রসঙ্গে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইল।

সামর্থ্য থাকা পর্য্যন্ত শ্রীপাদ পুরী মহারাজ কখনও কাহারও কোন প্রকার সেবা স্বীকার করেন নাই। তাঁহার বিহারে, আচারে, প্রচারে, প্রত্যেক অবস্থাতেই তাঁহাতে যুক্ত বৈরাগ্যের সহিত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের কোন আত্মীয় তাঁহার সহিত দর্শনের অভিপ্রায় জানাইয়া সংবাদ পাঠাইলে তিনি সংবাদবাহীকে বলিয়াছিলেন, "আমি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছি। পূর্ব্বাশ্রমের সহিত আমার কোনও সম্বন্ধ নাই। বিশেষতঃ সন্ন্যাসীর পক্ষে স্ত্রীলোকের মুখ দর্শন সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সুতরাং আমি কিছুতেই তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি না। এই সংবাদ অনুগ্রহপূর্ব্বক আপনি তাঁহাকে জানাইবেন।" মুখে যাহা বলিলেন তিনি কাজেও তাহা করিয়াছিলেন।

শ্রীল পুরী মহারাজের গুণের কথা বলিয়া শেষ করা যায় না। স্বয়ং শ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের আলয়ে শুভ পদার্পণ করিয়াছিলেন ও স্বহস্তে তাঁহার কোষ্ঠী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। এই কোষ্ঠী গণনা করিয়া শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছিলেন, "ইনি ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্ত হইবেন।" কোষ্ঠীতে এখনও এই বাণী স্বর্ণাক্ষরে শোভা পাইতেছে।

শ্রীল প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডীপাদের নাম রাখিয়াছিলেন—"ভক্তি শ্রীরূপ পুরী।" বস্তুতঃপক্ষে ভক্তিই 'শ্রী' এবং ভক্তি শ্রীই রূপ।

শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট প্রচারকবর শ্রীল রূপ গোস্বামীপাদ এইরূপ শিক্ষা দিয়াছেন।

শ্রীল পুরী মহারাজের মত মহাপুরুষ জগতের ভাগ্যে দুর্লভ। তাঁহার শ্রীচরণকমলে বিনীতভাবে কাতরকণ্ঠে প্রার্থনা জানাই যেন তাঁহার অত্যুজ্জ্বল আদর্শ অনুসরণ ও বরণ করিয়া আমার ভজন-জীবনকে সুন্দর করে শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীচরণে ডালি দিতে পারি, ইহাই ঐকান্তিক প্রার্থনা।

জয় শ্রীসংকীর্ত্তনরাস প্রবিষ্ট সহজ পরমহংস ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ কী জয়।

জয় শ্রীমায়াপুর শ্রীবাস-অঙ্গনের একনিষ্ঠ সেবক প্রবর শ্রীমদ্ভক্তি-বিলাস ঠাকুর কী জয়।

—০—

(সাপ্তাহিক গৌড়ীয়, দৈনিক শ্রীনদীয়া প্রকাশ ও পাক্ষিক 'পরমার্থী' পত্রিকা হইতে সংগৃহীত)

সঞ্চয়ন—

শ্রীযতিশেখর দাস ভক্তিশাস্ত্রী।

প্রাক্তন সম্পাদক, 'পরমার্থী', কটক।

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীনদীয়া প্রকাশ, ৪ দামোদর, গৌরাব্দ ৪৫০,

১৭ই কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১৩৪৩, ৩রা নভেম্বর ইং ১৯৩৬, মঙ্গলবার

১১বর্ষ, ২০২তম সংখ্যা

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের অপ্রকট ধামে বিজয়

মহাপ্রভুর "দুঃখ মধ্যে কোন দুঃখ হয় গুরুতর?" প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল রামানন্দ রায় বলিয়াছেন—"কৃষ্ণভক্ত বিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর।" এই বাক্যের অর্থ শ্রীধাম মায়াপুরের বৈষ্ণববৃন্দ মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করিয়াছেন গত ১৬ই কার্ত্তিক প্রত্যূষে যখন শ্রীল ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজের অপ্রকট-ধামে বিজয়ের সংবাদ চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। শ্রীমৎ পুরী মহারাজ একনিষ্ঠ বৈষ্ণব-সেবক শ্রীপাদ বনবিহারী ব্রজবাসী মহোদয়ের মুখে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি ও শ্রীহরিনাম শ্রবণ করিতে করিতে সজ্ঞানে গত ২রা দামোদর, ১৫ই কার্ত্তিক, ১লা নভেম্বর, রবিবার, কৃষ্ণ তৃতীয়া তিথিতে রাত্রি পৌনে চারি ঘটিকার সময় অপ্রকট-ধামে অপ্রাকৃত শ্রীবাস-অঙ্গনে স্বীয় স্থান লাভ করিয়াছেন। নীলাচলক্ষেত্র হইতে তাঁহার শ্রীবাস-অঙ্গনে আগমনের সময় হইতে শ্রীঅঙ্গন সর্ব্বদাই উচ্চ সংকীর্ত্তনে মুখরিত থাকিত। বৈষ্ণবাচার্য্যগণের পদাবলী কীর্ত্তন ব্যতীত প্রত্যহ শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ হইত। এই পারায়ণের পূর্ণাপ্তি বাসরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের শ্রীমদ্ভাগবতসার মঙ্গলাচরণ

শ্রবণ করিতে করিতে ত্রিদণ্ডিপাদ সপ্তদিবস একাসনে অবস্থানপূর্ব্বক মহারাজ পরীক্ষিতের ন্যায় ভক্তিরসামৃতাপ্লুত চিত্তে সহজ সমাধি লাভ করিয়াছেন। প্রায় ৩ মাস পূর্ব্বে গত ১লা পুরুষোত্তম, ২রা ভাদ্র তারিখে গৌড়ীয় আচার্য্য-ভাস্কর প্রভুপাদ শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর শ্রীল পুরী মহারাজ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়া মথুরা-নগরীর ড্যাম্পিয়ার পার্কস্থিত "শিবালয়" নামক ভবন হইতে শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক সেবাবিগ্রহ শ্রীপাদ নরহরি ব্রহ্মচারীজীকে লিখিয়া-ছিলেন—"পুরী মহারাজ বোধ করি শ্রীবাস-অঙ্গনে চিরস্থায়ীভাবে থাকিবেন। তদ্রূপ ব্যবস্থা করাইবে।"

শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার সম্পর্কিত এমন কোনও ব্যক্তি নাই যিনি শ্রীপাদ পুরীমহারাজের স্নিগ্ধ সৌম্য বিগ্রহ ও আদর্শ বৈষ্ণবতা দেখিয়া মুগ্ধ না হইয়াছেন। প্রবন্ধান্তরে তাঁহার চরিত্র আলোচনা করিয়া জীবন ধন্য করিবার আশা আমরা হৃদয়ে পোষণ করিতেছি।

—০—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

(গৌড়ীয় ১৫শ খণ্ড, ১৪শ সংখ্যা—১৯৩৬, ৭ই নভেম্বর, বাংলা ২১শে কার্ত্তিক, ১৩৪৩, শনিবার, হইতে উদ্ধৃত)

নির্য্যাণ

গত ২রা দামোদর (৪৫০ গৌরাব্দ), ১৫ই কার্ত্তিক (১৩৪৩), ১লা নভেম্বর (১৯৩৬) রবিবার কৃষ্ণতৃতীয়া তিথিতে রাত্রিশেষ ৩টা ৪৫ মিনিটের সময় শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ সেবক-প্রবর ত্রিদণ্ডি-স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ তাঁহার প্রভুদত্ত স্থান শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরের সঙ্কীর্ত্তন-মহারাসস্থলী শ্রীধাম মায়াপুর-শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্বিকা-গিরিধারীর জয়ধ্বনি ও মহামন্ত্র শ্রবণ এবং স্বয়ং শ্রীচরণামৃতপান-সহ মহামন্ত্র কীর্ত্তন ও শ্রীগুরুগৌরপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে শ্রীগৌরধাম, গৌরনাম ও গৌর মনোঽভীষ্টের নিত্যাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছেন। দৈন্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্তবিগ্রহ স্বামীজী তাঁহার নিত্যধাম-প্রয়াণের—শ্রীধাম-রজোলাভের শেষমূহূর্ত্ত-পর্য্যন্ত তাঁহার শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৈকগতপ্রাণতার যে সুমহান্—সুনির্ম্মল—নির্ব্ব্যলীক আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন, তাহার কিঞ্চিন্মাত্রও যদি আমরা অনুসরণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমাদের জীবন শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের সেবাময় হইয়া ধন্যাতিধন্য হইবে। যাবতীয় বৈষ্ণবোচিত গুণ তাঁহাতে দেদীপ্যমান ছিল। যাহাতে শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি নাই, এ প্রকার কোন সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ বা রসাভাসদোষযুক্ত কথা তিনি শুনিতে পারিতেন না, তৎক্ষণাৎ প্রবল

পরাক্রমে তাহার প্রতিবাদ করিতেন। শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবা-সম্পর্কীয় কথা ব্যতীত সব সময়েই তিনি মৌন থাকিতেন। তাঁহার পূর্ব্বাশ্রম বর্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়া নামক স্থানে। এইস্থান নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রমুখ নিত্যসিদ্ধ গৌরনিজজনগণের শ্রীপদাঙ্কপূত। এইস্থানে সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদসহ প্রপন্নাশ্রমের ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার গৃহস্থাশ্রমের নাম ছিল— শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্য দাসাধিকারী ভক্তিরত্নাকর। তিনি বঙ্গাব্দ ১৩৩৫ সালের ২৮শে ভাদ্র শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস প্রাপ্ত হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-শ্রীরূপ পুরী নামে খ্যাত হন। গৃহস্থাশ্রমে অবস্থানকালে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় পারঙ্গত ছিলেন. তৎপরে প্রভুপাদের পাদপদ্মে সর্ব্বস্ব সমর্পণপূর্ব্বক তাঁহার আদেশে দেশে দেশে ভবরোগের মহৌষধি শ্রীনাম বিতরণ করিতে থাকেন। তাঁহার বৈরাগ্য আদর্শস্থানীয় ছিল। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্যদর্শনে অনেক সময়ে শ্রীগুরুবৈষ্ণবগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অসুস্থতা আশঙ্কা করিয়া শ্রীরূপপাদোক্ত যুক্তবৈরাগ্যের কথা কীর্ত্তন করিতেন। লক্ষ-নাম কীর্ত্তন না করিয়া তিনি জলগ্রহণই করিতেন না। রাত্রিকালে অতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র বিশ্রাম লাভ করিয়া হরিনাম করিতেন। 'দৈনিক নদীয়া-প্রকাশ' ও 'গৌড়ীয়'-পত্রে তাঁহার শ্রীহস্তলিখিত বহু প্রবন্ধ আছে। আত্মদৈন্যপ্রকাশ-মুখেই তাঁহার সমস্ত প্রবন্ধ লিখিত।

"আমার দেশ-ভ্রমণ কাম", "আমার দুর্দ্দৈব" প্রভৃতি প্রবন্ধ সাধক জীবনের নিত্যালোচ্য। শ্রীল প্রভুপাদ পুরী মহারাজের গৃহস্থ-জীবনে থাকাকালে যে সকল উপদেশপূর্ণ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই সকল প্রাচীন পত্র তিনি "পত্রাবলী"তে প্রকাশার্থ প্রদান করিয়া সমগ্র আত্মমঙ্গল-পিপাসু জগতের মহোপকার সাধন করিয়াছেন।

তিনি শ্রীল প্রভুপাদের অনুজ্ঞায় ভারতের নানাস্থানে শ্রীচৈতন্য-বাণী প্রচার ও শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজ-সভার বিভিন্ন মঠে ভজন করিয়া কিছুকাল শ্রীধাম বৃন্দাবনে এবং পরে কটকে ও শ্রীপুরুষোত্তম মঠে ভজন করিয়া গত ১৪ই জুলাই, ১৯৩৬ খ্রীঃ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ হইতে কলিকাতা-শ্রীগৌড়ীয় মঠে আগমন করেন। শ্রীক্ষেত্রে অবস্থানকালে তিনি শ্রীল প্রভুপাদের পরমকৃপা-নিদর্শনরূপে শ্রীধাম-মায়াপুর-শ্রীবাস-অঙ্গন তাঁহার নিত্য ভজনস্থলীরূপে প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে কলিকাতা হইয়া ১৫ই জুলাই শ্রীধাম যাত্রা করেন।

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের পূর্ব্বাশ্রমের শ্রীনাম-ভজনময় গৃহে আমাদের পারমার্থিক জীবনের ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহার নিকট আমরা শ্রীল প্রভুপাদের অসমোর্দ্ধ করুণার কথা শ্রবণ করিয়া শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপ্রাকৃত মতিবিশিষ্ট হইবার আশীর্ব্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

গৌড়ীয়-সম্পাদক-সঙ্ঘ হইতে শ্রীমৎ প্রণবানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় গত ২৭শে অক্টোবর মঙ্গলবার রাত্রে শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের নিকট উপস্থিত হইলে স্বামীজী মহারাজ ব্রহ্মচারীজীর মুখে কিছু কীর্ত্তন শুনিতে চাহেন। ব্রহ্মচারীজী তৎপরদিন প্রাতে

কীর্ত্তন শুনাইবেন বলিলে স্বামীজী মহারাজ "নিশ্বাসের বিশ্বাস নাই, আপনি এখনই কৃপা করিয়া একটুকু কীর্ত্তন শুনাইয়া যান"—এইরূপ অনুরোধ করিয়া গৌর-বিহিত কীর্ত্তন শ্রবণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে ব্রহ্মচারীজী আরও দুই দিন শ্রীধাম-মায়াপুরে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে শ্রীচৈতন্যভাগবত ও মহাজন পদাবলী শ্রবণ করাইয়াছিলেন। স্বামীজী মহারাজ পিপাসার্ত্ত ব্যক্তির ন্যায় অতি আগ্রহের সহিত শ্রীরূপানুগবর শ্রীল প্রভুপাদের নিত্যকীর্ত্তিত "বিরচয় ময়ি দণ্ডং" শ্লোক এবং শ্রীপাদ বাসুদেব প্রভু প্রমুখ বৈষ্ণব-বৃন্দের কথা ব্রহ্মচারীজীর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীবাস-অঙ্গনে পণ্ডিত শ্রীমদ্ রাধাগোবিন্দ ব্রহ্মচারী কাব্যপুরাণতীর্থ, ব্রহ্মচারী শ্রীস্বাধিকারানন্দ প্রমুখ বৈষ্ণবগণ প্রত্যহই স্বামীজী মহারাজকে শ্রীচৈতন্যভাগবত পারায়ণ ও মহাজন-পদাবলী কীর্ত্তন করিয়া শুনাইতেন। পারায়ণের পূর্ণাপ্তিবাসরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মঙ্গলা-চরণ শ্রবণ করিতে করিতে স্বামীজী মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। শ্রীচৈতন্যমঠ-রক্ষক শ্রীপাদ নরহরি সেবাবিগ্রহ প্রভু ও শ্রীপাদ বন-বিহারী প্রভু আন্তরিকভাবে বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন।

১৬ই কার্ত্তিক সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীশ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীমদ্ ভক্তি-বিলাস ঠাকুরের সমাধির সংলগ্নস্থানে (পশ্চিমপার্শ্বে) শ্রীশ্রীগোপাল ভট্টগোস্বামীপাদের সংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে সংকীর্ত্তন-মধ্যে শ্রীপাদ পুরী মহারাজের অপ্রাকৃত কলেবর সমাধিস্থ করা হইয়াছে। সমাধিস্থলে নীত হইবার পূর্ব্বে স্বামীজী মহারাজের সমীপে নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের নির্য্যাণ-প্রসঙ্গ পাঠ করা হইয়াছিল। ভক্তবৃন্দ

কীর্ত্তন-মুখে বারসপ্তক সমাধি প্রদক্ষিণ করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীহরিদাস-নির্য্যাণোৎসব-সম্পাদন-লীলানুসরণে স্বামীজীর অপ্রটোৎসব সম্পাদন করেন। শ্রীপাদ নিত্যানন্দ ব্রজবাসী এই উৎসবের ব্যয়ভার বহন করেন। ঐ দিবস অপরাহ্নে শ্রীচৈতন্যমঠে একটি বিরহ-সভার অধিবেশন হয়।

—০—

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীপাদ পুরী মহারাজকে লিখিত পত্রাবলীর প্রতিলিপি :—

নামভজনকারী ও অর্চকের প্রতি উপদেশ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া,

৪ দামোদর, ৪২৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

[কৃত্রিম-লীলা-স্মরণ—নামে সর্বসিদ্ধি—শ্রীনামই নামগ্রহণকারীর অপ্রাকৃত স্বরূপের রূপ-গুণ-ক্রিয়ার উদয় করাইয়া শ্রীনামের অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদি প্রকাশ করেন—পবিত্রাপবিত্র-বিবেক প্রাকৃত—অপ্রাকৃত-বিবেক বা সেবাময় নির্গুণ-বিচারই ভক্তের গ্রাহ্য।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ।

আপনার ২ দামোদর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণে আপনার উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুঁচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্ম-

শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধ স্বরূপ উপস্থিত হইলে নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণ-রূপের অপ্রাকৃত স্বরূপ দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামো-চ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু, তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলনদ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্তিলাভ হইবে।

পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড় সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবা-সম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে—পবিত্র বস্তু, রজস্তমো-গুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগুণদ্বারা রজস্তমোগুণ নিরাস করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্রবুদ্ধি-বিচারে অর্থাৎ রজস্তমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহণ করেন না; তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্র অবশ্যই বিচার্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া

শ্রীশ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ কর্ত্তৃক শ্রীপাদ পুরী মহারাজকে লিখিত পত্রাবলীর প্রতিলিপি :—

নামভজনকারী ও অর্চকের প্রতি উপদেশ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া,

৪ দামোদর, ৪২৯ শ্রীচৈতন্যাব্দ।

[কৃত্রিম-লীলা-স্মরণ—নামে সর্বসিদ্ধি—শ্রীনামই নামগ্রহণকারীর অপ্রাকৃত স্বরূপের রূপ-গুণ-ক্রিয়ার উদয় করাইয়া শ্রীনামের অপ্রাকৃত রূপ-গুণাদি প্রকাশ করেন —পবিত্রাপবিত্র-বিবেক প্রাকৃত—অপ্রাকৃত-বিবেক বা সেবাময় নির্গুণ-বিচারই ভক্তের গ্রাহ্য।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ।

আপনার ২ দামোদর তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণে আপনার উৎসাহ বৃদ্ধি হইয়াছে জানিয়া পরমানন্দিত হইলাম। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে অনর্থ অপসারিত হইলে শ্রীনামেই রূপ, গুণ ও লীলা আপনা হইতে স্ফূর্ত্তি হইবে। চেষ্টা করিয়া কৃত্রিমভাবে রূপ, গুণ ও লীলা স্মরণ করিতে হইবে না।

নাম ও নামী অভিন্ন বস্তু। আমাদের অনর্থ ঘুঁচিয়া গেলে উহা বিশেষরূপে উপলব্ধি হইবে। কৃষ্ণনাম নিরপরাধে উচ্চারিত হইলেই আপনি স্বয়ং বুঝিতে পারিবেন যে, 'নাম' হইতেই সকল সিদ্ধি হয়।

যিনি নাম উচ্চারণ করেন, তাঁহার নিজ অস্মিতায় স্থূল-সূক্ষ্ম-

শরীরের ব্যবধান ক্রমশঃ রহিত হইয়া নিজ সিদ্ধরূপ উদিত হয়। নিজ সিদ্ধ স্বরূপ উপস্থিত হইলে নাম উচ্চারিত হইতে হইতেই কৃষ্ণ-রূপের অপ্রাকৃত স্বরূপ দৃগ্‌গোচর হয়। শ্রীনামই জীবের স্বরূপ উদয় করাইয়া কৃষ্ণরূপে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বগুণের উদয় করাইয়া কৃষ্ণগুণে আকর্ষণ করান। শ্রীনামই জীবের স্বক্রিয়া উৎপন্ন করাইয়া কৃষ্ণলীলায় আকর্ষণ করান। 'নাম-সেবা' বলিলে নামোচ্চারণকারীর নিজ প্রয়োজনীয় অনুষ্ঠানাদিও তন্মধ্যে অন্তর্নিবিষ্ট। কায়মনোবাক্যে নামের সেবা আপনার হৃদয়াকাশে আপনা হইতেই উদিত হইবে। শ্রীনাম কি বস্তু, তদ্বিষয়িণী সকল আলোচনা আপনা হইতে নামোচ্চারণকারী হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিবেন। শাস্ত্র-শ্রবণ, পঠন ও তদ্বিষয়ক অনুশীলনদ্বারা শ্রীনামের স্বরূপ উদিত হন। এ সম্বন্ধে অধিক লিখা নিষ্প্রয়োজন। শ্রীনামগ্রহণ করিতে করিতে আপনার সকল বিষয় স্ফূর্তিলাভ হইবে।

পবিত্র ও অপবিত্র উভয় বস্তু জড় সত্য, কিন্তু ভগবৎসেবা-সম্বন্ধে অপবিত্রতা ত্যাগ করিতে হইবে। সত্ত্বগুণে—পবিত্র বস্তু, রজস্তমো-গুণে অপবিত্রতা আবদ্ধ। সত্ত্বগুণদ্বারা রজস্তমোগুণ নিরাস করিতে হইবে অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বেই অবস্থান করিয়া বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণকে পবিত্র জানিয়া তাদৃশ উপাদানে হরিসেবা করিতে হইবে। অপবিত্রবুদ্ধি-বিচারে অর্থাৎ রজস্তমোগুণজাত বস্তু ভগবানে অর্পিত হইবে না। আবার পবিত্র বস্তু নির্গুণ না হইলে ভগবান্ গ্রহণ করেন না; তাহা প্রদাতার চিত্তবৃত্তির উপর নির্ভর করে। পবিত্র অবশ্যই বিচার্য। অপ্রাকৃত বুদ্ধির উদয় হইলে পবিত্র ও অপবিত্র বিচার ছাড়িয়া

অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজন-কুশল মধ্যে মধ্যে জানাইয়া আনন্দ-বর্ধন করিবেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর মহাশয় ভাল আছেন। তাঁহার ভজন-সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাইয়া আমরা কৃতার্থ। * * * 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পাঠ করিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

অকিঞ্চন—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ঊর্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, কলিকাতা,
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন রোড,
ইং ১।১০।১৯

[পূর্ববঙ্গে শ্রীনাম-প্রচারোদ্দেশে অভিযানার্থ সংকল্প—ঊর্জাব্রতের নিয়ম—নিয়মাগ্রহফলে শ্রীনাম-ভজন ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার প্রতিরোধ অভক্তিমার্গ।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১২ই আশ্বিন তারিখের কার্ড পাইলাম। শ্রীভক্তি-বিনোদ-জন্মোৎসবে আপনার প্রেরিত আনুকূল্য পূর্বেই পাইয়াছি। আমি এক পক্ষকাল শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া গত শুক্রবার শ্রীআসনে ফিরিয়াছি। সম্প্রতি বিজয়া দশমী দিবসে আমার পূর্ববঙ্গে শ্রীনামপ্রচারোদ্দেশে অভিযান করিতে হইবে। শ্রীঊর্জাব্রতের নিয়ম এই যে, আমিষ-ভক্ষণ অর্থাৎ মাষকলাই ডাল, তাম্বুল, বরবটী, সিম, বেগুন, পুঁই, কলমীশাক, লাউ, পটল, পর্যুষিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির সে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম—হবিষ্য মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা,

অপ্রাকৃতের বিবেক আসিয়া পড়িবে।

অত্রস্থ কুশল। আপনার ভজন-কুশল মধ্যে মধ্যে জানাইয়া আনন্দ-বর্ধন করিবেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর মহাশয় ভাল আছেন। তাঁহার ভজন-সংবাদ মধ্যে মধ্যে পাইয়া আমরা কৃতার্থ। * * * 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পাঠ করিবেন।

নিত্যাশীর্বাদক

অকিঞ্চন—শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

ঊর্জাব্রতের নিয়ম ও নিয়মাগ্রহ-বিচার

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ-আসন, কলিকাতা,
১নং উল্টাডিঙ্গি-জংসন রোড,
ইং ১।১০।২৯

[পূর্ববঙ্গে শ্রীনাম-প্রচারোদ্দেশে অভিযানার্থ সংকল্প—ঊর্জাব্রতের নিয়ম—নিয়মাগ্রহফলে শ্রীনাম-ভজন ও শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবসেবার প্রতিরোধ অভক্তিমার্গ।]

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার ১২ই আশ্বিন তারিখের কার্ড পাইলাম। শ্রীভক্তি-বিনোদ-জন্মোৎসবে আপনার প্রেরিত আনুকূল্য পূর্বেই পাইয়াছি। আমি এক পক্ষকাল শ্রীমায়াপুরে থাকিয়া কৃষ্ণনগর হইয়া গত শুক্রবার শ্রীআসনে ফিরিয়াছি। সম্প্রতি বিজয়া দশমী দিবসে আমার পূর্ববঙ্গে শ্রীনামপ্রচারোদ্দেশে অভিযান করিতে হইবে। শ্রীঊর্জাব্রতের নিয়ম এই যে, আমিষ-ভক্ষণ অর্থাৎ মাষকলাই ডাল, তাম্বুল, বরবটী, সিম, বেগুন, পুঁই, কলমীশাক, লাউ, পটল, পর্যুষিত খাদ্য নিষিদ্ধ। শ্রীনাম-গ্রহণ ও ভক্তির যে সকল ক্রিয়া পালন করিবার সঙ্কল্প থাকে, উহার নিয়ম পালন হইতে ব্যতিক্রম না হয়। সাধারণতঃ নিয়ম—হবিষ্য মেধ্য দ্রব্য শ্রীভগবান্‌কে নিবেদন করিয়া তাহা গ্রহণ; অধিক নিদ্রা,

আলস্য ও অবৈষ্ণবোচিত ব্যবহারসমূহ পরিহার এবং ক্ষৌর-কার্যাদি বর্জন, নিত্যস্নান প্রভৃতি সংযমীয় ধর্ম সর্বতোভাবে পালন করা। প্রতীপসম্প্রদায় এখন কিছু নিস্তব্ধ, নিজ নিজ বিষয়েই ব্যস্ত। শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ঠাকুর পূর্বাপেক্ষা ভাল আছেন দেখিয়া আসিয়াছি। একটী প্রাচীন ভক্ত তাঁহার নিকটে আছেন। অত্রস্থ কুশল।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—০—

জড়াসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

[আসক্তি ও হৃদয়-দৌর্বল্যের যুক্তি হরিগুরু-বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ সঙ্গ হইতে সুদূরে অবস্থানের কৌশল অনুসন্ধান করে এবং মায়ার ভজনকেই 'হরিভজন' বলিয়া স্থাপন করিতে চাহে—গৃহে মঠারোপ ও মঠে গৃহারোপ বা বিবর্তবুদ্ধি উভয়ই মনোধর্ম ও ভ্রমযুক্ত—দীক্ষিতের স্বপুত্র-স্বদেশ-স্বগৃহ-স্বজনাদি-বুদ্ধি স্বরূপবিস্মৃতির পরিজ্ঞাপক—গৃহভার্যাদির প্রতি কোনও প্রকার আসক্তি হরিভজনের প্রতিকূল—অসৎসঙ্গে বিবর্ত-বুদ্ধির উদয়—হৃদয়-দৌর্বল্য হরিকথা হইতে দূরে থাকিবার অবসর অনুসন্ধান করিলেও তাহার একমাত্র মহৌষধ হরিকথা শ্রবণ।]

ইং ৬ই জুন, ১৯২৪

স্নেহবিগ্রহেষু—

আপনার বিস্তৃত পত্র পাঠ করিলাম। শ্রীমান্ ভারতী মহারাজ * * হইতে আজ ৫।৬ দিন হইল শ্রীবিগ্রহ আনিয়াছেন। শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রী * * ও শ্রী * * উভয়েই আমলা-জোড়া হইতে সঙ্গে আসিয়াছিলেন। তাঁহারা শ্রীগৌড়ীয় মঠে শ্রীবিগ্রহ রাখিয়া উভয়েই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গিয়াছেন। ভারতী মহারাজ * * সকলকে হরিকথা বুঝাইয়া আসিয়াছেন।

আপনার পুত্র শ্রীমান্ * * মাতুল বাড়ী ও তাঁহার জননী পিত্রালয় অর্থাৎ তাঁহারা * * যাত্রা করিয়াছেন। শুনিলাম, আপনার শ্যালকের বিবাহ-উপলক্ষে। তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, আপনি শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুনরায় যথাবিধি সংসারে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া * * মঠ স্থাপন পূর্বক * * দাসকে ব্রহ্মচারী করাইবেন। তাহাতে আপনার জননী ও * * দাসের জননী উভয়েই পরম সন্তোষ লাভ করিয়াছেন। * * কেও আমি বিশেষ করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছি যে এখন পর্য্যন্তও আপনার চিত্ত-চাঞ্চল্য হ্রাস হয় নাই, সুতরাং অকালপক্ক ফলের ন্যায় মায়ামুক্ত হইয়া ভজনের কাল উপস্থিত হয় নাই। সেজন্য গৃহে থাকিয়া তাহাতে আসক্ত না হইয়া বাস করাই আপনার পক্ষে মঙ্গলজনক। আপনার এই পত্র পাইয়াও তাহাই বুঝিলাম।

শ্রীবাস-অঙ্গনে আপনার জননী, আপনার পুত্র, * * জননী এবং আপনি পুত্রমোহে আসক্ত সকলে একত্র বাস করিলে * * মহাশয়ের কষ্ট হইবে এবং আপনারও ভজন ব্যাঘাত ঘটিবে। অবশ্য শ্রীবাস-অঙ্গন ও * * বাড়ী হরিভজন করিতে পারিলে দুই স্থানই এক। ভজন না করিতে পারিলে উভয় স্থানেই মায়া-মোহ আসিয়া হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে। সে জন্য * * গৃহে থাকিয়া * * গৌরদাসাদির স্নেহে আপাততঃ কালযাপনই আপনার পক্ষে শ্রেয়ঃ। গৃহব্রত-বুদ্ধিতে পুত্র-স্বজনাদির স্নেহ হরিভজনের ব্যাঘাত করিবে ইহা আপনি বুঝিতে পারেন না কেন? **গৃহব্রত-বুদ্ধি ও হরিসেবাময় মঠ পৃথক্ বস্তু।** যখন 'গৃহসেবাকেই' হরিসেবা মনে হইতেছে,

তখন গৃহকে মঠে পরিণত করিতে গিয়া এক্ষণে মঠই চিরদিনের জন্য গৃহরূপে পরিণত হইতে চলিল। অনাত্মবস্তু পুত্রে আসক্তি দ্বারা 'হরি-সেবা' কখনই সম্ভবপর নয়। তাহাতেই যখন আপনি আবদ্ধ হইয়া পড়িলেন, তখন পুত্র-স্নেহই এক্ষণে ভজনীয় বস্তু হইয়া পড়িল। 'কে কাহার পুত্র'?—এই বিবেক নষ্ট হইল কেন বুঝা যায় না। অসংখ্য গৌরদাস পৃথিবীর সর্বত্র বিরাজমান। আবার কোন নির্দিষ্ট গৌরদাসের পিতৃত্বাভিমান আপনাকে কেন গ্রাস করিতেছে বুঝা যায় না। **জন্মান্তরে মুক্তদশায়ও যখন পুত্র, স্বদেশ, স্বগৃহ, জননী ইত্যাদি হরি-বিমুখ সঙ্গকেই হরিসেবার অনুকূল বোধ হইতে লাগিল, তখন শুদ্ধ-হরিভজন-স্বরূপ বিস্মৃতি ঘটিয়াছে জানিতে হইবে।** এরূপ চিত্তচাঞ্চল্য পরিহার-পূর্বক কিছুকাল সৎসঙ্গে হরিসেবায় থাকিয়া পরে অন্য চিন্তা ও মায়ার বশীভূত হইলেও চলিবে। **পুত্র-স্নেহ-পাশ, পত্নীসহবাস সুখ প্রভৃতি নানা বিপজ্জনক বস্তু সর্বদা আমাদিগকে হরিভজন হইতে নিত্য কালের জন্য পতিত করায়।** আপনি 'ভক্তি * *' হইয়া সেই সকলকে কেন প্রশ্রয় দেন! শ্রীপুরুষোত্তম মঠের উৎসব শেষ হইলে পুত্রস্নেহ পাশে আবদ্ধ না হইয়া কর্তব্যকর্ম-বোধে * * * গিয়া কিছুদিন মঠাদির কার্য চালাইবেন। পরে সাধুসঙ্গ করা আবশ্যক। অসৎসঙ্গপ্রভাবে গৃহ-কথাকে 'হরিভজন' বলিয়া ভ্রান্তি ঘটায়, এরূপ জঞ্জাল আসিয়া উপস্থিত হইল। এক্ষণে হরিজন-সঙ্গ ও শাস্ত্র শ্রবণ করুন।

আপনার পত্র পাইয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি,

জানিবেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া আপনার হরিকথা শুনিবার আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। পত্নী-পুত্র-গৃহ ধনাদিতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ স্থাপনের পরিবর্তে ভোগ্যবুদ্ধিতে ব্যস্ত হইলেন কেন? কৃষ্ণ আপনাকে ইহা অপেক্ষা ভাল বুদ্ধি দিন, ইহাই প্রার্থনা করি।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—০—

সাধক-জীবনে জ্ঞাতব্য

শ্রীশ্রীগান্ধর্বিকা-গিরিধারিভ্যাং নমঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর

ইং ৫।৮।২৬

[সিদ্ধান্তে আলস্য অপনোদনের উপায়—ভজনবৃদ্ধির পথ—কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনামকীর্ত্তনের একতাৎপর্যপরতা—পূর্ব ইতিহাস ভুলিবার সহজ উপায়—জড়-প্রতিষ্ঠাশা হইতে পরিমুক্তির পথ—স্বীকার্য ও বরণীয় কি ? অনর্থনিবৃত্তির উপায়—মহাজনানুগত্য—দুঃখে-কষ্টে, সম্পদে-বিপদে ভক্তের চিত্তবৃত্তি।]

স্নেহবিগ্রহেষু,—

আপনার ২১শে আষাঢ় তারিখের বিস্তারিত পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত ছিলাম। আমি তৎকালে শ্রীপুরুষোত্তমে "শ্রীজগন্নাথ-বল্লভ মঠে" ছিলাম। তৎপরে শ্রীভুবনেশ্বর ও কটকে কয়েকদিন থাকিয়া শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসি। আজ ১০।১২ দিন হইল তথা হইতে এখানে আসিয়াছি।

আপনি একাই বারাণসীতে মঠ রক্ষা করিতেছিলেন, তজ্জন্য মনটা এরূপ পত্র লিখতে ব্যস্ত হইয়াছিল বুঝিলাম।

"ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।"

আশাবন্ধ, সমুৎকণ্ঠা এবং কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন দ্বারা মঙ্গল হয়। সর্বদা কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টা-বিশিষ্ট হইলে মায়ার

বিবিধ প্রলোভন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে পারে না। সর্বদা শ্রবণ কীর্ত্তন করিবেন ; মহাজনগ্রন্থ ও "গৌড়ীয়" পাঠ করিবেন, তাহা হইলে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ-বিষয়ে আলস্য থাকিবে না।

যে সকল ভক্তগণের সঙ্গে আছেন, তাঁহাদিগের সহিত পরস্পর শ্রীহরিকথা আলাপ করিবেন এবং ভজনের উন্নতির সহিত নিজ-দৈন্য ও হীনতা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। আপনি জানেন যে "সর্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।" আপনাদিগের নিজ ভৃত্যের মঙ্গলা-কাঙ্খা করিবেন, তাহা হইলে আমাদিগের ভজন বৃদ্ধি হইবে।

কৃষ্ণসেবা, কার্ষ্ণসেবা ও শ্রীনাম-কীর্ত্তন, তিনটি পৃথক অনুষ্ঠান হইলেও তিনটীই একতাৎপর্যপর।

নাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণসেবা হয়।
বৈষ্ণবের সেবা করিলে কৃষ্ণ-কীর্ত্তন ও কৃষ্ণ-সেবা হয়।
কৃষ্ণসেবা করিলেই নাম-সংকীর্ত্তন ও বৈষ্ণবসেবা হয়।
তাহার প্রমাণ এই—"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্।"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে কৃষ্ণসেবা ও নাম-সংকীর্ত্তন হয়। সৎসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠেও উহাই লভ্য হয়। অর্চনেও ঐ তিনটি কার্য হইতে থাকে। নাম ভজনেও তাহাই সুষ্ঠুভাবে হয়।

পূর্ব ইতিহাস ভজনের অনুকূলবিচারে নিযুক্ত করিবেন অর্থাৎ প্রতিকূল বিষয়গুলি অনুকূলের পূর্বাবস্থা জানিবেন। প্রতিকূল হওয়ায় যে বিপদ উপস্থিত হয়, তাহাই পরক্ষণে ভজনের অনুকূলতা প্রসব করে। সমগ্র পরিদৃশ্যমান জগতের সকল বস্তুই কৃষ্ণসেবার উপাদান। সেবাবিমুখবুদ্ধি বস্তুবিষয়ে আমাদিগের মতিবিপর্যয়

করিয়া ভোগে নিযুক্ত করে। দিব্য-জ্ঞানের উদয়ে সমগ্র জগতে কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দেখিতে পাইলেই প্রতিষ্ঠার বিষময় ফল আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে না।

"চঞ্চল জীবন-স্রোত প্রবাহিয়া কালের সাগরে ধায়।"—এই বিবেকের সহিত হরিসেবা-প্রবৃত্তি প্রতি পদে পদে আসিয়া উপস্থিত হয়। সুতরাং কৃষ্ণের যাহাতে আনন্দ, আমার তাহাই সন্তুষ্টচিত্তে স্বীকার করা কর্তব্য। কৃষ্ণ যদি আমাকে বিমুখ রাখিয়া সুখী বোধ করেন, তাহা হইলে আমার যে দুঃখ, তাহাই আমার বরণীয়।

"তোমার সেবায় দুঃখ হয় যত, সেও ত' পরম সুখ", এই উপলব্ধি বৈষ্ণবের ; তাহা অনুসরণ করিবার যত্ন করিবেন। আমাদিগের যাবতীয় অনর্থ কৃষ্ণসেবায় উন্মুক্ত হইলে উহাই অর্থ বা প্রয়োজনরূপে স্থায়ী মঙ্গলের কারণ হয়। ঠাকুর বিল্বমঙ্গলের পূর্ব-চরিত্র, সার্বভৌমের কথা, প্রকাশানন্দের কুতর্করূপ যাবতীয় অনর্থ পরিশেষে কৃষ্ণসেবাময় হইয়াছিল। সুতরাং বিগত অনর্থের জন্য কোনও চিন্তা করিবেন না। বর্তমান অনর্থ—শ্রবণ, কীর্ত্তন প্রবল করিলেই—তাহারা প্রবল হইবে না। আমাদের জীবন অল্পদিন স্থায়ী, সুতরাং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত নিষ্কপটে হরিসেবা করিবার যত্ন করিবেন। মহাজনের অনুসরণই আমাদের মঙ্গলের একমাত্র সেতু।

"অহং তরিষ্যামি দুরন্তপারং" শ্লোক আলোচনা করিবেন। আপনার পত্রখানি শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুরকে পড়িয়া শুনাইয়াছি, তাহাতে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন।

আশা করি, তথাকার সকলেই উৎসাহের সহিত শ্রীহরিকীর্ত্তনকার্য

ও বৈষ্ণব-সেবাকার্য করিতেছেন। সকলকেই আমাদের আন্তরিক যোগ্য অভিবাদন জানাইবেন।

প্রাক্তন কর্ম-বিপাকে আমি কখনও সুস্থ, কখনও অসুস্থ হইয়া পড়ি। যখন সুস্থ আছি মনে করি, আমি তখনই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া পড়ি এবং তৎফলে আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ভক্তগণকে নিকৃষ্ট মনে করি। সেই জন্য কৃষ্ণ আমার অবস্থা বিচার করিয়া নানাপ্রকার দুঃখে, কষ্টে অস্বাস্থ্যে ও অসুবিধায় রাখেন। তখন আমি 'তত্তেহনুকম্পাং' শ্লোকের অর্থ বুঝিবার চেষ্টা করি। কৃষ্ণেতর বিষয়ে প্রমত্ত থাকিলে জগতের অনেকের সহিত ঝগড়া করিতে ইচ্ছা করে। কৃষ্ণসেবায় ব্যস্ত থাকিলে—জগতের লোকসকল আমাকে আক্রমণ করে। আশা করি আপনি ভাল আছেন।

নিত্যাশীর্বাদক

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

—•—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ কর্ত্তৃক লিখিত ও সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধাবলীর প্রতিলিপি :—

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় ৭ম খণ্ড—পূর্ব্বার্দ্ধ, ১৬শ সংখ্যা, পত্রাঙ্ক ১৫, ১৬

মোট পত্রাঙ্ক ২৫৫, ২৫৬

আমার দুর্দ্দৈব—দেশভ্রমণ-কাম

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ-লিখিত)

আমার রাশি রাশি দুর্দ্দৈব আছে, তার মধ্যে ভ্রমণেচ্ছা একটী। এটা আমাকে নরকের পথে নিয়ে যাচ্ছে! সম্মুখে' অনন্ত কাল আছে, সেই কালটী যে কি-ভাবে কাটাতে হবে, তা একবারও ভাবি না ; কত চৌরাশীলক্ষ জন্ম যে ঘুর্‌তে হবে, সে কথা ভুলেও একবার মনে হয় না—আমি এত অশান্ত হয়ে প'ড়েছি! কামনাতে ষোল-আনা গ্রাস ক'রেছে, তাই এ অবস্থা—এ দুর্দ্দৈব! আমার দুষ্ট মন এত উন্মত্ত হ'য়ে প'ড়েছে যে, নিজের মতলবটী বজায় রাখ্‌বার জন্যে, আমার এই কাজটী যে নির্দ্দোষ, তা প্রমাণ কর্‌বার জন্যে কতরকমের যুক্তি দেখায়, সে যুক্তি শুনে' আমার মত লোক আমার কথায় বেশ সায় দেয়, আমার যুক্তি শুনে' বোকা লোক ভুলে' যায়, আমাকে শরণাগত ভক্ত বলে ; কারণ, আমি তাঁদের কাছে বলি যে, শরণাগতির দুটী লক্ষণ আছে ; তার মধ্যে অনুকূল-বিষয়ের গ্রহণ একটী, আর প্রতিকূল-বর্জ্জন আর একটী। আমি একস্থানে শ্রীগুরুদেবের আদেশে অনেক-দিন আছি, সেজন্য আমার চিত্তটী চঞ্চল হ'য়ে গুরুসেবার ব্যাঘাত

কর্‌ছে, সুতরাং গুরুদেবের আদেশ না হ'লেও, তাঁর ইচ্ছা না হ'লেও, আমি যদি আবেদন ক'রে স্থানান্তরে যাবার জন্যে তাঁর আদেশ লই, তা'হলে সেটীই আমার পক্ষে অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ ; কারণ তখন মনো-মত স্থানে যাওয়ার দরুণ আর আমার চিত্ত চঞ্চল হয় না,— আবার উৎসাহের সঙ্গে গুরুসেবা কর্‌তে পারি, কিন্তু সেখানে গিয়ে কএকমাস কেটে গেলে পর সে-স্থানটি যখন পুরাতন হ'য়ে আসে, তখন পূর্ব্বে যাহা অনুকূল ব'লে গ্রহণ ক'রেছিলাম, সেটী আবার প্রতিকূল ব'লে মনে হয়,—আর সে স্থানটী ভাল লাগে না। তখন আবার প্রতিকূলবর্জ্জন-চেষ্টা হয়, সে স্থানটী পরিত্যাগ কর্‌বার ইচ্ছা হয়। দুষ্ট মন আমাকে বলে,—'অমুক মঠে তোমার যাবার ইচ্ছা হচ্চে, সেটী তোমার ভজন-অনুকূল হবে, সুতরাং শ্রীল প্রভুপাদের নিকট অনুমতি পাবার জন্যে দরখাস্ত কর।' তখন মনের দাস আমি, কামের দাস আমি পুনরায় দরখাস্ত করি ; যদি অনুমতি না পাই, তখন শরীর-খারাপের অছিলা করি ; বলি,—'প্রভো, এখানকার জল-বায়ু খুব খারাপ, মোটেই সহ্য হ'চ্চে না, সুতরাং শীঘ্র যেন স্থানান্তরে যাবার আদেশ পাই।' তারপর স্থানান্তরে গিয়ে চার-পাঁচ-মাস পরেই যখন শ্রীধাম নবদ্বীপ-পরিক্রমার সময় হ'য়ে আসে, তখন সেখানে যাবার জন্যে, শ্রীধামকে জড়-দেশ বুদ্ধি ক'রে পরিক্রমার ছলে দেশ ভ্রমণ কর্‌বার জন্যে, চক্ষু ও মনের তৃপ্তি করবার জন্যে চিত্ত চঞ্চল হ'য়ে পড়ে। এইরূপ যখন যেখানে উৎসবাদি হয়, মনে হয়, সে-দেশে যাই, —কখনও কাশী, বৃন্দাবন, নৈমিষারণ্য, কুরুক্ষেত্র যাবার ইচ্ছা হয়, কখনও বা শ্রীপুরুষোত্তম যাবার জন্যে চঞ্চল হ'য়ে পড়ি। কিন্তু কে

বৃন্দাবন যাবে, কোন্ চক্ষু বৃন্দাবন দর্শন কর্‌বে, সে কথা জেনেও জানি না, সে কথা বিচার করা—চিন্তা করা যে দরকার, তা বুঝেও বুঝি না, অন্যের কাছে বল্‌বার সময় যা বলি, নিজের বেলায় তা আচরণ কর্‌তে পারি না, তাই আমার প্রচার—প্রাণহীন, আমার কীর্ত্তন—নামাপরাধ, তার দ্বারা অন্যের মঙ্গল হওয়া দূরে যাক্, আমার নিজেরই কল্যাণ হয় না। পিতা, মাতা, আত্মীয়, স্বজন প্রভৃতি পূর্ব্বাশ্রমের সম্বন্ধ, দেশের সম্বন্ধ, সমাজের বন্ধন সব ছেড়ে' কিজন্য এখানে এসেছি ; যা কর্‌তে এসেছি, তা কর্‌ছি বা অন্যকাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছি কি না, সে কথা একবারও ভাবি না ! শ্রীগুরুদেবের আনুগত্য ছেড়ে' খেয়ালের বশে আমার যে ভ্রমণেচ্ছা, তার পরিণাম কি, তা মোটেই চিন্তা করি না, তাই আজ আমার এ দুর্গতি—এ দুর্দ্দৈব ! কিন্তু শ্রীগুরুদেবের কত দয়া, তিনি চৈত্ত্য-গুরুরূপে আমাকে ব'লে দিচ্ছেন —'বৎস, দেখ দেখ, ঐ ভ্রমণেচ্ছাটী তোমার চিত্তদর্পণে কত মলিনতা এনে' দিচ্ছে, তুমি নিজের স্বরূপটী ও স্বধর্ম্মটী ভুলে' গেছ, তুমি কৃষ্ণের নিত্যদাস,—কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাঞ্ছাই তোমার ধর্ম্ম। কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি কিরূপে হয় তা বদ্ধজীব বুঝ্‌তে পারে না, সেইজন্য সব সময়েই শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের অনুগত হ'য়ে থাক্‌তে হয়। যে মুহূর্ত্তে আনুগত্য-ভাবটী ছেড়ে' দিবে, যখন শ্রীগুরুদেবের ইচ্ছায় ইচ্ছা না মিশিয়ে নিজের স্বতন্ত্র ইচ্ছা হবে, তখনই তাকে মায়াতে গ্রাস কর্‌বে, স্বরূপ ভুলিয়ে দিবে, ভোগবাঞ্ছার উদয় হবে,—ঐটীর নামই 'কাম'। আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা-বশে জীব যা করে, সেগুলি বাইরে দেখ্‌তে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার মত হলেও তা 'সেবা' নয় ; কারণ,

তার মূল ভোগ-প্রবৃত্তি আছে। এইরূপে সেবার স্বরূপ-ভ্রম হয়। নিজের ইচ্ছাটী কার্য্যে পরিণত কর্‌বার জন্য নানারূপ অছিলা করতে হয়, তাতে হৃদয়ে কপটতা এসে' পড়ে এবং শ্রীগুরুদেবে প্রাকৃতবুদ্ধিরূপ অপরাধ হয়। শ্রীগুরুদেবের স্বরূপজ্ঞানটীও ভুল হ'য়ে যায়, তিনি যে অন্তর্যামী—অন্তরের কপটতা ধ'রে ফেল্‌বেন, তা মনে থাকে না,—মায়া ভুলিয়ে দেয়। একটী বিষয়ের স্বরূপ ভুল হ'লে সব-বস্তুর স্বরূপই ভুল হ'য়ে যায়; তাই ধামের স্বরূপ-ভ্রমও হয়, ধামের নিকট অপরাধও হয়,—শ্রীধামকে আমার ভোগের জিনিষ, ইন্দ্রিয়তর্পণের বস্তু মনে ক'রে শ্রীগুরুবৈষ্ণবের আনুগত্য ছেড়ে'—সুদর্শনের আনুগত্য ছেড়ে' কুদর্শন বা জড়-চক্ষুর দ্বারা ধাম দর্শন কর্‌তে যাই! কিন্তু যে সেবোন্মুখ-বৃত্তি দ্বারা ধামের স্বরূপ উপলব্ধ হয়, সেই বৃত্তিটী বাদ দিয়ে তার বিপরীত ভোগ-প্রবৃত্তি দ্বারা চালিত হ'য়ে মনে করি,—'ধাম দেখে' নেব'। 'অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃত-গোচর'—এই শ্রৌতকথাটী তখন ভুল হ'য়ে যায় ব'লে টিকিট কেটে' ধাম দর্শন কর্‌তে যাবার চেষ্টা হয়, তখন শ্রীগুরু-সেবা বাদ দিয়ে রেল কোম্পানির সেবা কর্‌বার জন্য প্রয়াস করি ও 'তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ—মাধব' এ কথাটী না ব'লে ঠিক বিপরীত কথা বলি অর্থাৎ 'মাধব' না ব'লে 'পাশব' (পশুসম আমাকে) বলি। ইহা-দ্বারা নিজের গুরুসেবা ত' হয়ই না, বরং বালিশে কৃপা কর্‌তে গিয়ে তার প্রতিও অকৃপা করা হয়; কারণ, তার দেওয়া অর্থ শ্রীগুরুপাদপদ্মে না দিয়ে অন্যস্থানে দিই। এইরূপে তখন সব কাজের বিচারই উল্‌টো হয়, সব চেষ্টা ভুল হ'য়ে যায়; তখন সব-সময়েই

হরিসেবা ছাড়া অন্য চিন্তা কর্‌তে করতে ষোল-আনা স্বরূপ-ভ্রম হ'য়ে যায়, তাই আমি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা ছেড়ে'—সাধুসঙ্গ ছেড়ে'—নিত্যানন্দ ছেড়ে' জড়ানন্দের বশে অনন্ত-নরকের পথে চ'লে যাই। তথাপি অন্তর্যামী শ্রীগুরুদেব—পতিতপাবন শ্রীগুরুদেব প্রতিপদে-পদে আমাকে কত বিপদ্ হ'তে রক্ষা করেন, সব-সময়েই সাবধান ক'রে দেন ; কিন্তু আমার এম্নি দুর্দ্দৈব যে, তাঁর কথা শুনে'ও শুনি না !! —মায়া আমার ইন্দ্রিয় তর্পণ-লিপ্সা বাড়িয়ে দিয়ে একেবারে অন্ধ পুতুল ক'রে তুলেছে !

—০—

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় ৭ম খণ্ড-২৩শ সংখ্যা, পত্রাঙ্ক ৮, ৯, মোট পত্রাঙ্ক ৩৬০, ৩৬১

আমার দুর্দ্দৈব—"প্রয়াস"

(ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরীপাদ লিখিত)

ভক্তিবিরোধিচেষ্টা বা বিষয়োদ্যমের নামই 'প্রয়াস'। সেই জন্য শ্রীউপদেশামৃত ভাষায় লিখিয়াছেন,—

'প্রাকৃত বস্তুর আশে ভোগে যার মন।
প্রয়াসী তাহার নাম ভক্তিহীন জন॥"

দেখা যায়, মানুষ মাত্রেরই, কেবল মানুষ কেন, সমস্ত জীবেরই উদ্যম আছে। উদ্যম ছাড়া কাহাকেও দেখা যায় না। ঐ যে বিষ্ঠার কৃমি, সেও বিষ্ঠাগর্ত্তে ছুটাছুটী করিতেছে; পিপীলিকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া একগর্ত্ত হইতে আর এক গর্ত্তে যাইতেছে; শূকর বিষ্ঠা ভোজনের জন্য ছুটিতেছে; গর্দ্দভ ভার বহন করিয়া যাইতেছে; কুকুর কখনও প্রভুভক্তির পরিচয় দিয়া ঘেউ ঘেউ করিতেছে, কখনও বা বিষ্ঠা-ভোজনের জন্য চলিতেছে, আবার সময় সময় কুকুরীর পেছনে দৌড়াইয়া স্ত্রৈণ-ব্যক্তিকে বলিতেছে,—"দেখ, দেখ, তোমারও এই দুর্গতি!—তুমিও স্ত্রীর ক্রীড়াপুত্তলি হইয়া আছ, —তোমার আর স্বাধীনতা নাই—যোল আনা উদ্যম তাহার প্রীতির জন্যই ঢালিয়া দিয়াছ! তাই বলি, তোমার এখন আর মনুষ্যত্ব নাই,—তুমি মানুষ বলিয়া আর বড়াই করিতে পার না। তুমি যে আমা অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়িয়াছ—মনুষ্য-জন্মের বিশেষত্বই যে হরিভজনাধিকার, তাহা হইতেই তুমি বঞ্চিত হইয়াছ!" এইরূপে

বহুপ্রাণী বহুবিধ প্রয়াস করিতেছে,—মধুমক্ষিকা দিবারাত্রি চেষ্টা করিয়া নিজের ও স্ত্রী-পুত্রের জন্য মৌচাকে মধু সঞ্চয় করিতেছে, কিন্তু হঠাৎ কোন ব্যক্তি আসিয়া তাহার সব আশা-ভরসা একেবারে নিংড়াইয়া লইয়া যাইতেছে ; কখনও বা তাহার অত সাধের সুদৃশ্য বাসস্থানটী নষ্ট করিতেছে ; কখনও বা সবান্ধবে তাহার প্রাণবিনাশ করিতেছে—তখন ঐ মক্ষিকা গুন্ গুন্ করিয়া বলিতেছে,—"হে বিষয়ি, সাবধান হও, সাবধান হও, আমার দুর্গতি দেখিয়া এখনও সাবধান হও ! তোমার ঐ বিষয়োদ্যম কা'র জন্য ? তুমি চব্বিশ ঘণ্টা মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া যে অর্থ সঞ্চয় করিতেছ, তাহার পরিণাম কি একবারও চিন্তা করিবে না ? ঐ দেখ, চোর-দস্যু তোমার জন্য প্রস্তুত হইতেছে—এক রাত্রেই তোমার সব সুখ মিটাইয়া দিবে—একটী পয়সাও তোমার জন্য রাখিয়া যাইবে না— তোমার প্রিয়তমা পত্নীর প্রতি বলাৎকার করিবে—প্রাণসম একমাত্র পুত্রের বুকে ছুরি বসাইবে—খড়্গ দ্বারা তোমার মস্তকটি 'নারিকেল-ভাঙ্গা' করিবে এবং সাধের ঘরে আগুন লাগাইয়া দিবে ! তাই বলি' আমার পরিণাম দেখিয়া সতর্ক হও—সঞ্চিত অর্থগুলি হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবায় লাগাইয়া দাও ! তুমি মনুষ্য—তোমার হুঁসটী হারাইও না—"তোমার কনক ভোগের জনক, কনকের দ্বারে সেবহ মাধব।" এই ধ্বনিটী কি তোমার কর্ণে প্রবেশ করিবে না ? তোমার অর্থোপার্জ্জন-চেষ্টাটি দোষের নহে, তবে সংগৃহীত অর্থের ব্যবহারটি দোষের হইয়াছে।"

কেহ কামিনীর জন্য প্রয়াস করিতেছেন, কেহ উদ্যমের সহিত

কনক-সংগ্রহে গা' ঢালিয়া দিয়াছেন ; কোন কোন ব্যক্তি প্রাণপণে প্রতিষ্ঠা-অর্জ্জনের চেষ্টা করিতেছেন। অন্যাভিলাষীর স্ত্রী-পুত্র-অর্থাদির জন্য উদ্যম, কর্ম্মীর তপস্যা-ব্রতাদির চেষ্টা, জ্ঞানীর জ্ঞানাভ্যাসে উৎসাহ ও মিছা-ভক্তের কপট ভক্তির আড়ম্বর, সমস্তই ভক্তি-বিরোধিনী চেষ্টা ; এই সকল উদ্যমের দ্বারা মানুষ ভক্তির বিপরীত পথে চালিত হয়।

তবে কি 'প্রয়াস' বলিয়া যে বৃত্তিটি, তাহা ছাড়িয়া দিতে হইবে ? আমরা ধীরভাবে বিচার করিলে বুঝিতে পারিব যে, জীব-মাত্রেরই উদ্যম থাকিবেই থাকিবে ; তবে কখনও কৃষ্ণেতর বস্তুর জন্য, কখনও বা কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে। যখন কৃষ্ণেতর বস্তুর জন্য উদ্যম হয়, তখন উহার নামই 'প্রয়াস', আবার উহা কৃষ্ণের জন্য হইলে তাহাকে 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা' বলে। এখন দেখা যাউক,—কাহারও বা অনিত্য বস্তুর সেবায়, কাহারও বা নিত্যবস্তুর সেবায় কিম্বা এক ব্যক্তিরই কখনও বা সদ্‌বস্তুর জন্য, কখনও অসদ্‌বস্তুর জন্য প্রয়াস হয় কেন ? জীবমাত্রেই চেতন বস্তু, সুতরাং একজাতীয় বস্তু হইয়া দুইটি বিপরীত দিকে গতি হয় কেন ? তদুত্তর এই যে, চেতন বস্তু-মাত্রেরই 'স্বতন্ত্রতা' আছে ; সে তাহার সদ্ব্যবহার করিতেও পারে কিম্বা অসদ্ব্যবহার করিতেও পারে ; তবে যাহার যেরূপ সঙ্গ-লাভ হয়, তাহার "স্বতন্ত্রতা"টির সেইরূপ ব্যবহার করিবার যোগ্যতা লাভ হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ অসৎসঙ্গ হইলেই বিষয়োদ্যম হয় এবং কাহারও ভাগ্যক্রমে সাধু-সঙ্গ হইলে 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা' হইয়া থাকে।

তবে অনেক সময় আমরা সাধুসঙ্গের অভিনয় করিয়াও অসৎসঙ্গ করিয়া থাকি। কেবল বাহিরে দেখিতে সাধুসঙ্গে থাকি মাত্র, কিন্তু জ্ঞাতভাবেই হউক বা অজ্ঞাতভাবেই হউক, অসতের সহিত সঙ্গ হইতে থাকে। সুতরাং ক্রমে ক্রমে অসৎসঙ্গের ফলটিও পাকিয়া উঠে। আমাদের সর্ব্বক্ষণের জন্যই এই ভাবিয়া সতর্ক থাকা উচিত যে, যাহাদিগকে অসৎ জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছি, এক মুহূর্ত্তের জন্যও তাহাদের সহিত কোন-প্রকারেই সঙ্গ করিব না। এমন কি, মনে-মনে নিজেদের পূর্ব্ব ইতিহাসও একবারও চিন্তা করিব না। কারণ, দৈবীমায়া দুরত্যয়া ; সেই মায়াদেবী সকল সময়েই নানা-প্রকারে সজ্জিত হইয়া সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আমাদের নিকট আসিতেছে, একটুকু ছিদ্র পাইলেই প্রবেশ করিয়া সর্ব্বগ্রাস করিবে। আমি যখন গৃহস্থাশ্রমে থাকি, তখন পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র প্রভৃতি স্বজনগণের (স্বজনাখ্য-দস্যুর) প্রতিকূল আচরণ দেখিয়া তাহাদের সঙ্গ বর্জ্জনের ইচ্ছা করিলে মায়াদেবী আমাকে ভুলাইবার জন্য আমার সম্মুখে এক একটী মনোরম চিত্র আনিয়া দেখায়, তখন আমি মনোধর্ম্মের চশমায় দেখিতে পাই যে,—তাহারা আর প্রতিকূল আচরণ করে না, বরং অনুকূল হইয়াছে ; আমি যাহা বলিব, তাহারা সেইরূপ আচরণই করিবে বলিতেছে ; এমন কি, প্রভুপাদের চরণাশ্রয় করিবার ইচ্ছাও প্রকাশ করিতেছে। তখন আমি তাহাদের কপটতায় ভুলিয়া গিয়া পুনরায় অসৎসঙ্গে গা' ঢালিয়া দিই ! কিন্তু তাহারা যে আমাকে ভোগ্য মনে করিয়া ভোগ করিবার চেষ্টা করিতেছে ও সঙ্গদোষে আমারও বুদ্ধির বিপর্য্যয় হওয়ায় আমি তাহাদিগকে

ভোগের যন্ত্ররূপে দেখিয়া ভোগ করিবার জন্য যে ব্যস্ত হই এবং এইরূপে গৃহব্রত হইয়া পড়ি, তাহা আদৌ বুঝিতে পারি না। আবার যখন ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, কি সন্ন্যাস-আশ্রমে থাকি, তখনও ঐ মায়া ছাড়ে না, নানাপ্রকার তীব্র অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকে। স্বজনাখ্য-দস্যুগণ শ্রীধাম-পরিক্রমার ছলে—সাধু সঙ্গের অছিলায় আসিয়া সব সময়ে উঁকিঝুঁকি মারিতে থাকে, একটুকু সুযোগ পাইলেই দৃষ্টিপথে কর্ণরন্ধ্রে শাণিত অস্ত্র বিঁধিয়া দেয়—কখনও বা তাহারা দুই পয়সা কি চারি পয়সা মূল্যের বিষাক্ত যন্ত্র মধ্যে মধ্যে প্রেরণ করে, দুই তিন দিন মধ্যেই তাহা আমার হস্তে আসিয়া পৌঁছে এবং সেই বিষ-মাখান সহস্রমুখী অস্ত্রটি আমার চক্ষু-দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া মর্ম্মে মর্ম্মে গাঁথা যায় —বিষক্রিয়ার ফলে অনাদি-কৃষ্ণবৈমুখ্যজনিত সুপ্ত ভক্তিবিরোধী প্রয়াসটি জাগ্রত হইয়া উঠে। ভক্তির কণ্টক 'প্রয়াসে'র হাত হইতে রক্ষা পাইতে হইলে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে থাকিয়া সতর্কতার সহিত শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের আনুগত্যে নিরন্তর সেবাকার্য্যে নিযুক্ত থাকা আবশ্যক এবং পূর্ব্বোক্ত অস্ত্রসমূহ যেন কোনপ্রকারেই আমার অঙ্গ স্পর্শ করিতে না পারে, সে বিষয়েও বিশেষ চতুর হওয়া দরকার।

আর একটি মত্ত হস্তী আছে; তাহা যাহাতে না আসে, সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা দরকার। সেটির নাম বৈষ্ণবাপরাধ। বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা প্রাকৃতদর্শনে দেখিয়া অক্ষজজ্ঞানের মাপ কাঠিতে মাপিতে গেলেই মরিতে হইবে। বৈষ্ণবঠাকুরগণ জীবশিক্ষার জন্য যে কোন লীলাভিনয় করুন্ না কেন, তাহার মর্ম্ম আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিবার চেষ্টা না করিয়া শ্রীগুরুদেবের নিকট বুঝিয়া লওয়া আবশ্যক।

উক্ত মত্ত হস্তী ভক্তিলতাকে ছিঁড়িয়া ফেলে ; তখন আত্মার স্বরূপের স্বাভাবিক বৃত্তি 'কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা'র পরিবর্ত্তে বিষয়োত্তম বা ভক্তি-বিরোধী চেষ্টার উদয় হয়। তবে এখন উপায় কি ? আমার দুর্দ্দৈব ঐ প্রয়াসের হাত হইতে উদ্ধারের ত' কোন উপায় দেখি না ! আমি যে অপরাধী ! হে বৈষ্ণব ঠাকুর ! আপনারা অদোষদর্শী, আপনাদের অহৈতুকী কৃপাই একমাত্র ভরসা। নিজগুণে অধমজনের অনন্ত অপরাধ যদি মার্জ্জনা করেন, তবেই এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাই ! হে প্রভো ! রক্ষা করুন ! রক্ষা করুন !! রক্ষা করুন !!!

—০—

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

গৌড়ীয় ৭ম খণ্ড, উত্তরার্দ্ধ, ২৭শ সংখ্যা, পত্রাঙ্ক ১৪, ১৫, ১৬
মোট পত্রাঙ্ক ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮

দুর্দ্দৈবের কথা শুনতে চাই না

(শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ পুরীপাদ লিখিত)

আমি অনেক সময় ব'লে থাকি—"হে গুরুদেব ! হে বৈষ্ণব-ঠাকুরগণ ! আমার অনেক দুর্দ্দৈব আছে, কিন্তু আমি সেগুলি ছাড়্তে পারছি না, আপনারা কৃপা ক'রে দুর্দ্দৈবের কথা ব'লে দিয়ে আমাকে বিপদ হ'তে উদ্ধার করুন।" আমি এ কথা বহুবার বল্লেও সত্যি সত্যিই দুর্দ্দৈবের কথা শুন্‌তে চাই কি? যদি অন্ততঃ কিছুক্ষণের জন্যও নিরপেক্ষ হ'য়ে আমার চিত্তবৃত্তিটী—চিন্তাস্রোতগুলি তন্ন তন্ন ক'রে বিচার করি, তা'হলে বেশ বুঝ্‌তে পার্‌ব যে, ঐ কথাটা বল্‌তে হয়, তাই বলি, কিন্তু বাস্তবিক দুর্দ্দৈবের কথা শুন্‌তে চাই না। এখন প্রশ্ন হবে, যদি শুন্‌তে না চাই, তবে ওরূপ কথা বলি কেন? তদুত্তর এই যে,—সরলতা ও কপটতা—এই দু'রকমের চিত্তবৃত্তি নিয়ে ঐ কথাটা বলি। আমি বহু জন্মজন্মান্তরের ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতির ফলে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হ'য়ে সাধুসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনক্রিয়া ক'রে থাকি, হৃদয়গুণ্ডিচায় অনেক প্রকারের অনর্থ আছে, তা'র মধ্যে কোন কোনটি বুঝ্‌তেও পারি এবং সেগুলি হেলন কর্‌তেও থাকি—আমার ইচ্ছা নয় যে ঐ অনর্থগুলি থাকে, কিন্তু অভ্যাসবশতঃ এসে পড়ে, ছাড়তে

পারি না, সেজন্য পরে অনুতাপও হয়, তখন বলি,—"হে গুরুদেব! আপনারা কৃপা করুন—আমার দুর্দ্দৈবগুলি ব'লে দিন, (আমি নিজে যে সব দোষ বুঝ্‌তে পার্‌ছি সেই সমস্ত) কি উপায়ে ঐ অনর্থ দূর হবে তা' বলুন" ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে যে কয়টি অনর্থ আমার নজরে পড়ে, তা' ছাড়া আরও যে অসংখ্য অনর্থ আছে, সে কথা আমার মাথায় ঢোকে না, তাই আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ কৃপা ক'রে আমার অজানা দোষগুলি ব'লে দিলেও আমি তা' শুনতে চাই না ; কারণ, তখন আমি মনে করি, আমার যে সব অনর্থ আছে, সেগুলি ত' আমি নিজেই বেশ বুঝতে পাচ্ছি, কিন্তু তাঁরা যে দোষের কথা বল্‌ছেন, সে বিষয়ে ত' আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ আছি ; এইভাবে তখন আমার নিজের ক্ষুদ্র বিচারকেই বহুমানন করি, আমার দৃষ্টির অগোচরে হৃদয়ের অন্তঃস্থলে যে অসংখ্য মলিনতা জমাট বেঁধে আছে, সে সব যে আমার দেখ্‌বার ক্ষমতা নাই—বুঝ্‌বার শক্তি নাই, ওগুলি কেবল শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের সার্চ্চলাইটে বা দিব্যদর্শনেই ধরা পড়ে, তা আমার বুদ্ধিতে আসে না—দৈবীমায়া আমায় বুঝতে দেয় না, তাই তাঁরা দুর্দ্দৈবের কথা বল্লে বা সঙ্গের কি অবস্থানের পরিবর্ত্তন ক'রে দুর্দ্দৈবের হাত হ'তে রক্ষা কর্‌বার ব্যবস্থা কর্‌লে সে কথাটি ও ঐ ব্যবহার আমার প্রীতিপ্রদ হয় না, কারণ অন্তরের গভীর প্রদেশে লুক্কায়িত যে ক্ষীণ আকারের ভোগপ্রবৃত্তি (যা' আমি কিছুতেই জান্‌তে পারি না—যেটি ইন্ধন পেলে ক্রমে বিকশিত হ'য়ে অট্টালিকায় বটবৃক্ষ উৎপন্ন হওয়ার মত ভবিষ্যতে বিশেষ অনিষ্ট কর্‌বে) তার ব্যাঘাত ঘটে, তখন আমি মনে করি,

কোন নিন্দাপ্রিয় ব্যক্তি আমার বিরুদ্ধে শ্রীগুরুদেবের নিকট মিথ্যা অভিযোগ করেছেন, তার ফলে এই ব্যাপার ঘটেছে : তাঁর কথা শুনে শ্রীল প্রভুপাদ ও বৈষ্ণবগণ আমার সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করেছেন এবং সেই জন্যে তাঁদের অপ্রীতিভাজন হয়েছি অথবা ব'লে থাকি, তিল্‌কে তাল ক'রে বলার মত সামান্য দোষ (এই তিল পরিমাণ সামান্য দোষটিও অন্তরে স্বীকার করি না) অতিশয় বিস্তৃত হ'য়ে পৌছান'র দরুণ আমি তাঁহাদের ঘৃণার পাত্র হয়েছি, সুতরাং আমার মৃত্যুই ভাল ; কখনও মনে করি, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণের প্রীতির কাজই যখন কর্‌তে পার্‌ছি না, তখন এখানে থেকে লাভ কি ? এখানে বাস ক'রে বরং অপরাধ কর্‌ছি, অতএব বাড়ী যাওয়াই ভাল : সেখানে অসংসঙ্গে থাক্‌লে আর কিছু হোক বা না হোক, অপরাধ ত হবে না ! আর আমার কপাল মন্দ, হরিভজন আমার দ্বারা হবে না। আবার সময়ে সময়ে ভক্তগণের বল্‌বার প্রণালীর সম্বন্ধে বিচার করি —বলি যে, তাঁরা আমার দোষের কথা কটাক্ষ ক'রে বা ঠারেঠোরে বলেন, এরূপভাবে বল্‌বার দর্‌কার কি ? এর চেয়ে সোজাসুজি স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেওয়াই ত' ভাল। তখন সময় সময় আমার এরূপ অবস্থা হয় যে—এত অভিমানে মত্ত হই যে, অসংযত হ'য়ে ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে মর্য্যাদালঙ্ঘন ক'রে ফেলি, নিজে অমানী হ'য়ে মানদ ধর্ম্ম বজায় রাখ্‌তে পারি না—তাঁ'দিগকে আমা অপেক্ষা ছোট মনে করি ইত্যাদি কত রকমের কত অন্যায় কথা বলি—অপ-রাধজনক ব্যবহার করি। বিপথগামী কপটিদের আদর্শ দেখিয়ে বলি যে, অমুক অমুক ব্যক্তিরও ত' ঐ সব দোষ আছে, তবে আমার

থাকাটাই কি এত দোষের হ'ল ? তখন আমার অবস্থাটী ঠিক ভূতে-পাওয়া লোকের মত হয়। তাই বলি, আমি দুর্দ্দৈবের কথা শুনতে চাই না।

পূর্ব্বোক্ত চিন্তাস্রোতের প্রশ্রয় দিলে কি ক্ষতি হ'তে পারে এবং সে অবস্থায় আমার নিজ মঙ্গলের জন্য কি রকম বিচার অবলম্বন করা দরকার, সে বিষয়ের আলোচনা এখন করা যাক্। আমি মনে করি, আমার দোষগুলি যখন নিজে নিজে বুঝ্‌তে পারি, তখন অন্যে যা' বলে দেন, সে সব মিথ্যা বা অতি সামান্য—এরূপ ধারণাটা হওয়া উচিত নয়, এতে দাম্ভিকতা বেড়ে যায়। নিজের হৃদয়গুণ্ডিচা মার্জ্জন কর্‌বার চেষ্টাটি ক্রমে ক্রমে লোপ পায়—অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়ে থাকি। সে সময় আমার বিচার করা উচিত যে, আমি বদ্ধজীব, সুতরাং আমার ভ্রম, প্রমাদ,করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সা—এই চারিটী দোষ থাক্‌বেই থাকবে, কাজেই নিজের দোষগুণের নিরপেক্ষ বিচার কর্‌বার ক্ষমতা আমার নাই। তাই দুষ্ট মন দুর্দ্দৈবের কথা কেহ দয়া ক'রে বলে দিলেও স্বীকার কর্‌তে চায় না—ঐ বিপদের বন্ধুকেই তখন শত্রু ভাবি, কিন্তু আমি যে হরিভজন কর্‌ব ব'লে এসেছি। তবে আর ঐ পাষণ্ড মনের কথা শুন্‌বো কেন ? না, না, আর না ! আর না ! কেহ দোষ দেখিয়ে দিলে তা' মিথ্যা ভাব্‌ব না, সামান্য দোষ বল্‌ব না ! অন্তর্যামী ও ত্রিকালদর্শী শ্রীগুরু-বৈষ্ণবগণ যখন আমার সঙ্গের কি অবস্থানের পরিবর্ত্তন করেন, তখন বুঝ্‌তে হবে যে তাঁরা ভাবী বিপদ হ'তে আমাকে রক্ষা কর্‌লেন—

ঐরূপ না কর্‌লে আমার অনিবার্য্য পতন হ'ত—হরিভজন থেকে ছুটী নিতে হ'ত। আর এক কথা, শ্রীগুরুদেব ও বৈষ্ণবগণ কোন নিন্দা-প্রিয় ব্যক্তির মিথ্যা অভিযোগ শুনেন না ; কারণ, তাঁরা যে অন্তরের কথা বুঝ্‌তে পারেন—যা' হয়েচে, হচ্চে ও যা' হবে—সবই জান্‌তে পারেন। তাঁরা ত' বদ্ধ জীব নন। তাঁদের তীক্ষ্ণদৃষ্টি যে সবস্থানেই যেতে পারে। তাঁদের বিচার যে নির্ভুল। তাঁদের চোখে ধূলি দিয়ে কেউ নির্দ্দোষকে দোষী খাড়া কর্‌তে পারে না—সামান্য দোষকে অত্যন্ত বিস্তৃত ক'রে তাঁদের কাছে পৌঁছাতে পারে না। আবার তাঁদের অপ্রীতিভাজনও কেহ নাই বা ঘৃণার পাত্রও কেহ নাই। জীব-মাত্রেই তাঁদের প্রিয়, তাই আজ তাঁরা জীবের দুঃখে দুঃখিত হ'য়ে ক্রন্দন কর্‌ছেন। জীবের দুঃখ দূর কর্‌বার জন্যে তাঁদের এই অখিলচেষ্টা। তাঁদের ঘৃণার পাত্র কোন্ জিনিষটা ? ঐ যে চিত্ত-দর্পণের পূতিগন্ধময় আবর্জ্জনাগুলি, ঐগুলিকেই তাঁরা ঘৃণা করেন।

আমার দোষের কথা কি প্রণালীতে বলা দরকার, তা' তাঁরাই জানেন—তাঁরাই আমা অপেক্ষা ভাল বুঝেন, কারণ আমি রোগী, তাঁরা চিকিৎসক। যতক্ষণ আমার দুর্ভাগ্য থাকে, ততক্ষণ কাণে কানড়িয়ে ব'লে দিলেও শুন্‌তে চাই না—বুঝতে ইচ্ছা করি না ; আবার যদি কেহ ভাগ্যক্রমে কৃষ্ণ অন্বেষণের জন্য ব্যাকুল হন—'হা কৃষ্ণ' 'হা কৃষ্ণ' ব'লে ক্রন্দন করেন, তিনি দুর্দ্দৈবের কথা শুন্‌বার জন্যে সব সময়েই কাণ খাড়া ক'রে থাকেন, তখন ঠারেঠোরেই তিনি বুঝে নেন—বল্‌বার প্রণালী শিক্ষা দেবার জন্যে ব্যস্ত হন না। কটাক্ষকারীর

প্রতি অসন্তুষ্ট হন না, বরং তাঁকে বিপদ হ'তে উদ্ধারকারী বন্ধু ব'লেই জানেন।

আবার দেহে আত্মবুদ্ধি ক'রে মর্‌বার জন্যে ব্যস্ত হই—মরেই যে আছি। যখন এই সুদুর্ল্লভ মানবদেহরূপ সুগঠিত নৌকা, ভগবানের কৃপারূপ অনুকূল বাতাস ও শ্রীগুরুদেবরূপ কর্ণধার পেয়েও ভবসাগর পার হচ্ছি না—স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার করছি, তখন ত আত্মঘাতীই হয়েছি—মর্‌তে কি আর বাকী আছে? এখন বরং মর্‌বার চেষ্টা না ক'রে—মনোধর্ম্মের কথা ছেড়ে দিয়ে বাঁচ্‌বার চেষ্টা করা, স্বরূপে অবস্থিত হওয়া দরকার।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের প্রীতি আকর্ষণ কর্‌তে পার্‌ছি না, বরং অপরাধ কর্‌ছি, অতএব আমার বাড়ী যাওয়াই ভাল, সেখানে অসৎসঙ্গে থাকলেও অপরাধ ত' হবে না—একথাটি ঘোর বিকারের প্রলাপ বাক্য। হৃদয় যতই দুর্ব্বল হৌক্—রোগ যতই প্রবল হৌক্ না কেন, অসৎসঙ্গ ছেড়ে সর্ব্বক্ষণ সাধুসঙ্গে গুরুসেবা ছাড়া উদ্ধারের কোন উপায় নাই "অসৎ-সঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার", "সাধুসঙ্গে কৃষ্ণ-নাম এই মাত্র চাই। সংসার জিনিতে আর কোন বস্তু নাই॥", "সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে। যে ডুবিবে সে ভজুক নিতাই-চাঁদেরে॥"—এই সব শ্রৌতবাণী ভুলে গেলেই ঐ রকমের উল্টো বিচার হয়। "ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমিতে কোন ভাগ্যবান্ জীব, গুরুকৃষ্ণ-প্রসাদে পায় ভক্তিলতা-বীজ।" সুতরাং আমার কপাল মন্দ ব'লে অত্যাহার, প্রয়াস, প্রজল্প, নিয়মাগ্রহ, জনসঙ্গ ও লৌল্য—এই ছ'টী দোষকে টেনে এনে হাল ছেড়ে দিলে চল্‌বে না। যখন সদ্গুরুর

আশ্রয় পেয়েছি, সাধুসঙ্গ পেয়েছি, তখন আমি ভাগ্যবান (আমার
কপাল ভাল), তা'র কোন সন্দেহ নাই। এখন উৎসাহ, নিশ্চয়,
ধৈর্য্য, তত্তৎকর্ম্মপ্রবর্ত্তন, সঙ্গত্যাগ ও সাধুবৃত্তি—এই ছ'টী গুণের
আশ্রয় নিতে হবে, তা' হলেই কপাল খুলে যাবে।

যে সব কপট প্রতিষ্ঠালোলুপ বৈষ্ণবঅপরাধী ব্যক্তি অবান্তর
উদ্দেশ্যে দিন কতক সাধুসঙ্গের অভিনয় ক'রে নরকের পথে চলে গেছে,
তাদের আচরণটিই আমার আদর্শ নয়। যাঁরা সত্যি সত্যি সব
সময়েই কায়, মন ও বাক্যের দ্বারা নিষ্কপটে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের
সেবা কর্ছেন, তাঁদের জ্বলন্ত আদর্শটিই আমাকে দেখ্তে হবে, তবে
আমার উন্নতি হবে।

অহো! আমার কি দুর্দ্দৈব উপস্থিত! হায় হায়! আমি
যে অত্যন্ত পাষণ্ড হ'য়ে পড়েছি! নাস্তিক হ'য়েছি! তাই আমার
এরকমের দুর্ব্বুদ্ধি হয়েছে! শ্রীগুরু-বৈষ্ণবে আজ মর্ত্ত্যবুদ্ধি কর্ছি।
"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত
সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" —একথাটী কত বার শুনেছি! কত শতবার
বলেছি! কিন্তু কই শুন্বার মত ত' একবারও শুনি নাই! বল্বার
মত ত' একবারও বলি নাই! যদি সত্যসত্যই শোনা হ'ত, বলা
হ'ত, তবে ঐ শ্লোকটী অন্তরে গাঁথা থাক্ত—আচরণের দ্বারা ফুটে
উঠ্ত। হে গুরুদেব! হে বৈষ্ণবঠাকুর! আপনারা অদোষদর্শী
নিজগুণে এ অধমের অনন্ত অপরাধ মার্জ্জনা করুন। অহৈতুকী কৃপা
বর্ষণ করুন। তা'না হ'লে আমার কি দুর্গতি হবে! আমি যে
দুর্দ্দৈবের কথা শুন্তে চাই না!!

—০—

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের গুণাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়

শ্রীপাদ পুরী মহারাজের গুণ মহিমা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। তবু যেটুকু জানিবার ও শুনিবার সৌভাগ্য হইয়াছে তাহাই যথাসাধ্য বর্ণনা করিবার প্রয়াস করিতেছি।

তাঁহার গুরু-নিষ্ঠার তুলনা ছিল না।

সামর্থ্য থাকিতে তিনি কাহারও কোন প্রকার সেবা স্বীকার করিতেন না।

আহারে, বিহারে, প্রচারে, প্রত্যেক অবস্থাতেই তাঁহার যুক্ত-বৈরাগ্যের সহিত শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের সেবাবৃত্তি লক্ষিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্যবাণী তিনি আচারের সহিত প্রচার করিয়াছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার বিরুদ্ধ কোন আচার ব্যবহার তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

তাঁহাতে 'ক্রোধ ভক্তদ্বেষী জনে' ব্যবহার ও তৃণ হইতে সুনীচ, তরু হইতেও সহিষ্ণু, অমানী মানদ ধর্ম্মের সহিত নাম প্রেম প্রচারণ কার্য্য পাশাপাশি ভাবে লক্ষ্য করা গিয়াছে।

তাঁহার স্নিগ্ধ সৌম্যবিগ্রহ ও আদর্শ বৈষ্ণবতা সকলকেই মুগ্ধ করিত। তিনি দৈন্য ও সহিষ্ণুতার মূর্ত্ত বিগ্রহ ছিলেন।

যাহাতে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের প্রীতি নাই এ প্রকার কোন সিদ্ধান্ত-বিরুদ্ধ বা রসাভাষদোষযুক্ত কথা তিনি শুনিতে পারিতেন না,

তৎক্ষণাৎ প্রবল বিক্রমে তাহার প্রতিরোধ করিতেন।

কৃষ্ণকথা ছাড়া গ্রাম্যকথা বা বাজে কথা তাঁহাকে কোনদিন বলিতে বা শুনিতে দেখা যায় নাই। শ্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবের সেবা সম্বন্ধীয় কথা ব্যতীত সব সময়ই তিনি মৌন থাকিতেন।

রাত্রিকালে অতি অল্প সময়ের জন্য মাত্র বিশ্রাম করিয়া তিনি হরিনাম করিতেন। লক্ষনাম কীর্ত্তন না করিয়া তিনি জল গ্রহণই করিতেন না।

বিলাস ব্যসন ও লোকাপেক্ষা বলিতে তাঁহার কিছু ছিল না।

তিনি যথার্থ ভাষণ অপরের অপ্রীতিকর হইলেও তাহা বলিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না।

লোকভজা বা গোরাভজা—দুইয়ের সমন্বয় তাঁহার মধ্যে ছিল না। তিনি গোরারই ভজন করিতেন।

সাধুর ভূষণ চরিত্র-বল তাঁহার প্রবল ছিল।

তিনি কাহাকেও কোন প্রকার উদ্বেগ দিতেন না।

আত্মদৈন্য প্রকাশ মুখে তিনি তাঁহার প্রবন্ধগুলি লিখিতেন। তাঁহার প্রত্যেকটি প্রবন্ধে ভক্তিসিদ্ধান্তের জীবন্ত আদর্শ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে এবং সেগুলি সাধক জীবনের নিত্য আলোচ্য। তিনি কয়েকটি প্রবন্ধে নিজের উপর আরোপ করিয়া বিভিন্ন ব্যক্তির গলদ সমূহ অতি সুন্দরভাবে প্রদর্শন পূর্ব্বক সংশোধনের সুযোগ করিয়া দিতেন।

ব্যাধির পীড়নে তিনি ক্লেশ অনুভব করিতেছেন তাহা কাহাকেও জানিতে দিতেন না। তিনি বলিতেন, "মধ্যে মধ্যে কঠিন ব্যাধি

হওয়া ভাল। ব্যাধিতে আক্রান্ত হইলে শ্রীভগবানের স্মরণ করার বিশেষ সুযোগ হয়। জীবন-কালে রোগ একটা পরীক্ষা। রোগের সময় ভগবদ্ স্মরণ অভ্যাস করিতে হয়। মরণের সময় শত বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় গুরুতর কষ্ট হয়। জীবনকালে অভ্যাস না করিলে মরণকালে ভগবদ্ অনুসরণ সম্ভব হইবে না।”

প্রসাদ ভোজনে তাঁহার কোন প্রকার আড়ম্বর ছিল না। প্রসাদ গ্রহণের সময় পাছে জিহ্বার লালসা প্রশ্রয় পায়, সেজন্য তিনি যাহা প্রসাদ পাইতেন তাহা একত্রে মিশ্রিত করিয়া মাধুকরীর মত পাইতেন। পৃথক পৃথক ভাবে আস্বাদন করিতেন না।

তাঁহার চরিত্রে বৈরাগ্যের চরম আদর্শ দেখা গিয়াছে। তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য দর্শনে অনেক সময় শ্রীগুরু বৈষ্ণবগণ তাঁহার শ্রীঅঙ্গের অসুস্থতা আশঙ্কা করিয়া শ্রীরূপপাদোক্ত যুক্ত বৈরাগ্যের কথা কীর্ত্তন করিতেন।

তাঁহার দেহ কখনও কখনও নানাপ্রকার রোগে জর্জ্জরিত থাকিলেও তিনি সেই প্রাতিকূল্যকেই শ্রীভগবানের কৃপা বলিয়া বরণপূর্ব্বক আরও তীব্রতা ও ব্যাকুলতার সহিত শ্রীহরিভজনে প্রবৃত্ত হইতেন।

তিনি তাঁহার নিত্যধাম প্রয়াণের শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৈক-প্রাণতার সুমহান সুনির্ম্মল নির্ব্ব্যলীক আদর্শ সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

জয় শ্রীনবদ্বীপ - সুধাকরের নিত্য-সংকীর্ত্তন-রাসস্থলী-প্রবিষ্ট শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ কী জয় !!

—০—

আমলাজোড়া গ্রামের ঘোষ বংশের সংক্ষিপ্ত কুলপঞ্জী

হওয়

বিশে
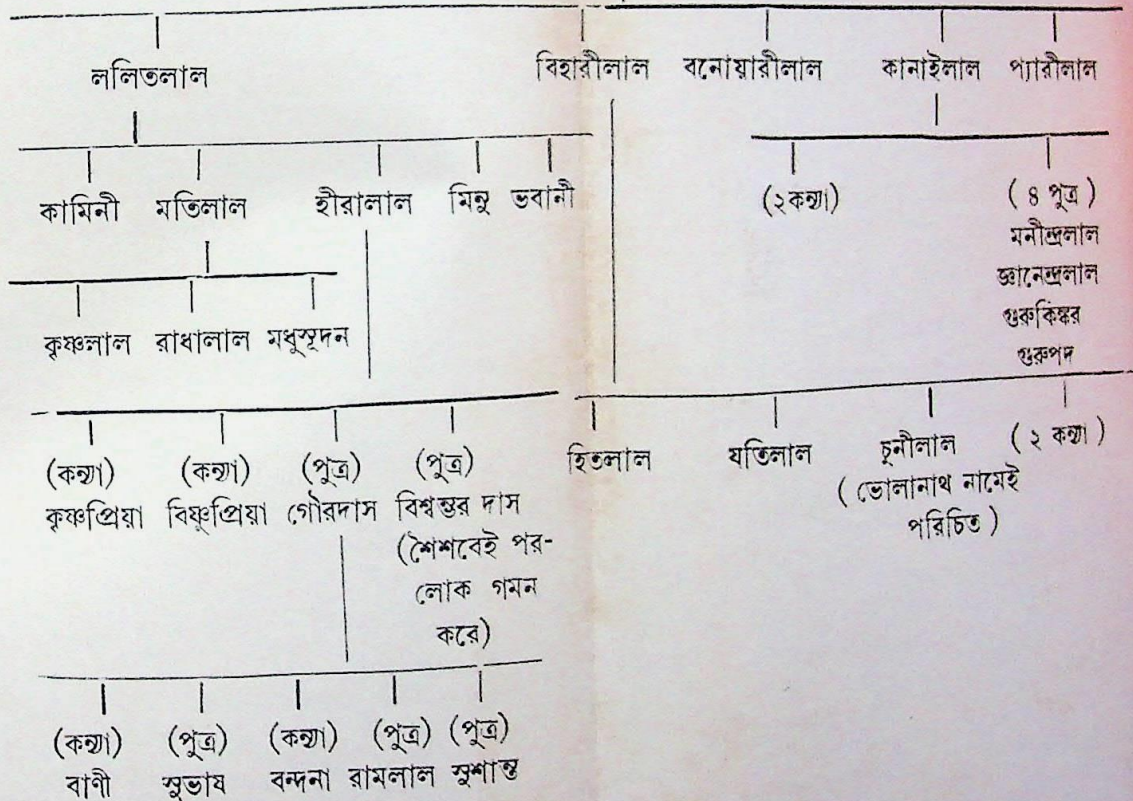
সময়

দংশে

মরণ

প্রসা

যাহা

পাইে

কঠো

অসুস্থ

করিে

থাকি

বরণ

হইতে

গৌরা

করিয়

শ্রীমদ্ভ

নিত্য-বাস্তব-মঙ্গল লাভের জন্য শ্রীশ্রীবৈষ্ণবচরণে সকাতরে অহৈতুকী কৃপা প্রার্থনা :—

এইবার করুণা কর বৈষ্ণব-গোঁসাই।
পতিতপাবন তোমা বিনা কেহ নাই ॥
যাঁহার নিকটে গেলে পাপ দূরে যায়।
এমন দয়াল প্রভু কেবা কোথা পায় ॥
গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাতে পাবন।
দর্শনে পবিত্র কর—এই তোমার গুণ ॥
হরি-স্থানে অপরাধে তারে হরিনাম।
তোমা-স্থানে অপরাধে নাহি পরিত্রাণ ॥
তোমার হৃদয়ে সদা গোবিন্দ-বিশ্রাম।
গোবিন্দ কহেন—'মোর বৈষ্ণব পরাণ' ॥
প্রতি জন্মে করি আশা চরণের ধূলি।
এ অধমে কর দয়া আপনার বলি ॥

শ্রীবৈষ্ণবপাদপদ্মরেণু কৃপাভিলাষী
শ্রীবৈষ্ণব-দাসানুদাসাভাস
দীন সংকলক—**শ্রীগৌরদাস ঘোষ**
দীক্ষিত নাম—**শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী**

—০—

শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌজয়তঃ

আমলাজোড়া গ্রামের সংক্ষিপ্ত পরিচয় ও পারমার্থিক গুরুত্ব

বর্দ্ধমান জেলার রাজবাঁধ ষ্টেশনের দক্ষিণে অনতিদূরে অবস্থিত আমলাজোড়া গ্রামটি গণ্ডগ্রাম হইলেও এই গ্রামের ভাগ্যের সীমা নাই। এই গ্রামটি বহু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মহাজনের পদরজে অভিষিক্ত এবং কয়েকটি শুদ্ধ বৈষ্ণবের আবির্ভাবস্থানরূপে প্রকাশিত হইয়া শুদ্ধ বৈষ্ণবগণের নিকট মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ক্রমশঃ যথাস্থানে সন্নিবেশিত করা হইতেছে।

আমলাজোড়া গ্রামের তৎকালীন ও বর্ত্তমান সময়ের আভ্যন্তরীন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা ঃ—

বর্ত্তমানে এই গ্রামের রাস্তা ও বিদ্যালয় প্রভৃতি বিষয়ে উন্নতি সাধন দেখা গেলেও পূর্ব্বেকার বহু ঐতিহ্য এখন লুপ্তপ্রায়। বড় বড় পুষ্করিণীগুলির বাঁধানঘাট এখনও ভগ্নাবস্থাতেও তাহাদের পূর্ব্বেকার বনিয়াদী ও উন্নত স্থাপত্য শিল্পের সাক্ষ্য বহন করিতেছে। নূতন করিয়া পুষ্করিণী ও কূপ খননের পরিবর্ত্তে নলকূপের প্রচলন হইয়াছে। বর্ত্তমানে বৈদ্যুতিক আলোর ঝলমলানি, স্থানে স্থানে ক্লাবঘর ইত্যাদি দেখা গেলেও পূর্ব্বেকার শান্ত, স্নিগ্ধ গ্রাম্যভাব এখন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বর্ত্তমানে রেল পরিবহন ও সড়ক পরিবহনের উন্নতি হওয়ায় দূরকে নিকট করিয়াছে; পূর্ব্বের অসুবিধার

কথা এখন স্মরণই হয় না। ডি. ভি. সি. র ক্যানেল হওয়ায় কৃষি-কার্য্যের প্রভূত উন্নতি হইয়াছে, তবে ক্যানেল পারাপারের জন্য ব্রিজ নিকটে না থাকায় গ্রাম হইতে রাজবাঁধ রেলষ্টেশন ও জি. টি. রোড যাইতে রাস্তার দূরত্ব অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। কালের প্রভাবে চুরি, ছিনতাই এর প্রবণতা বৃদ্ধি পাওয়ায় যে রাস্তায় পূর্ব্বে মধ্য-রাত্রেও নির্ভয়ে একাকী যাতায়াত করা যাইত, সেখানে এখন সন্ধ্যা-বেলাতেও একাকী যাতায়াত নিরাপদ নহে। গ্রামের দক্ষিণ দিকে একটি বিল এবং আরও কিছু দূরে দামোদর নদ পূর্ব্বের মতই প্রবাহিত আছে। সুদূরে গণ্ডশৈলের মনোরম দৃশ্য এখনও চিত্ত আকর্ষণ করে। গ্রামের দক্ষিণে প্রপন্নাশ্রম মঠের চতুর্দ্দিকে ও পশ্চিমপার্শ্বে যে বৃহৎ মনোরম আম্র উদ্যান ছিল তাহার চিহ্নমাত্রও এখন নাই। সে সময়ে গ্রামে খাঁটি দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাইত, কিন্তু বর্ত্তমানে পরিবহণের সুবিধা হওয়ায় গ্রামের কৃষিজাত দ্রব্য এবং দুগ্ধ, ছানা ইত্যাদি অধিক মূল্যে বিক্রয়ের জন্য সহরগঞ্জের বাজারে চলিয়া যায়।

পূর্ব্বে এই গ্রামের 'রামায়ণ' ও 'মনসামঙ্গল' পালাকীর্ত্তন গায়কদের খুব নামডাক ছিল, এখন তাহা বিলুপ্তির পর্য্যায়।

সেকালে এই গ্রামের সেনগুপ্তদের চক্ষুচিকিৎসার (ছানি অপারেশন্) খুবই খ্যাতি ছিল। কালক্রমে চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রভূত উন্নতি হওয়ায় তাঁহাদের পুরাতন পদ্ধতির চক্ষুচিকিৎসা ব্যবসা এখন সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইয়াছে।

পূর্ব্বেকার ধনী" সরিকদের মধ্যে শ্রীক্ষেত্রনাথ সরকার ও

শ্রীবিপিনবিহারী সরকারের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সে সময় তাঁহাদের প্রবর্ত্তিত সদাব্রতের ব্যবস্থা ছিল। সাধু, সন্ন্যাসী, অতিথি, ফকির যিনিই আসিতেন ৩ দিন থাকিতে পাইতেন এবং তাঁহাদের জন্য বাসস্থান ও আহারাদির সমস্ত ব্যবস্থাই এই সদাব্রত হইতে করা হইত। গ্রামে ধর্ম্মরাজের সেবাদি ও যাত্রাগানের ব্যবস্থা ইত্যাদি খুব আড়ম্বরের সহিত এই ধনী সরিকরাই করিতেন। অতীতের সেই সব সদাব্রত ইত্যাদি বৈভবের এখন আর কোন চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পূর্ব্বের গৌরব ক্রমশঃ জনশ্রুতিতে পরিণত হইতেছে। তখনকার দিনের বড় বড় প্রাসাদের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ ছাড়া এখন আর কোন চিহ্ন মাত্রও নাই।

সেকালে গ্রামবাসীদের মধ্যে সরল, অনাড়ম্বর ও ধর্ম্মপরায়ণ ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার প্রবণতা ছিল। এখন পারি-পার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তাহা ক্রমশঃই ভিন্নমুখী হইয়া নূতন আধুনিক সমাজে পরিণত হইতেছে। সে সময় গ্রামে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ সরল ও অনাড়ম্বর থাকায় এবং এখনকার মত অনাবশ্যক ব্যয়-বাহুল্য না থাকায় গ্রাসাচ্ছাদনের সমস্যা এখনকার মত এত তীব্র ছিল না। স্বাভাবিক ভাবেই সেই সচ্ছল, শান্ত ও সুস্থ পরিবেশ ধর্ম্মানুরাগীদিগকে আধ্যাত্মিক সাধনায় অধিকতর মনযোগ দিতে প্রেরণা ও অবসর যোগাইত। তাহার নিদর্শন স্বরূপ দেখা যায় যে শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুর ও শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ এই গ্রামেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। গ্রামের অনেকেই প্রবল ধর্ম্মানুরাগী ছিলেন। শ্রীক্ষেত্রনাথ সরকার ও শ্রীবিপিনবিহারী সরকার

মহোদয়-দ্বয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সঙ্গলাভে ধন্য হইয়াছেন। তদানীন্তন গৌড়ীয় পত্রিকায় ইঁহারাই বহুস্থলে শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্ন নামে উল্লেখিত আছেন।

উক্ত বিপিনবিহারী অপুত্রক ছিলেন এবং ক্ষেত্রনাথের একমাত্র পুত্র মন্মথ সরকার অল্প বয়সে মারা যান। ক্ষেত্রনাথের কন্যা চারুশীলা দাসীর সহিত বীরভূম জেলার বাতিকা গ্রামের শ্রীযোগীন্দ্রলাল সরকারের বিবাহ হয়। ক্ষেত্রনাথ ও বিপিনবিহারী তাঁহাদের নাতনী ও নাতজামাইকে সমস্ত সম্পত্তি দিয়া যান। শ্রীযোগীন্দ্রলাল সরকার আসানসোলে ফৌজদারী আদালতের লব্ধ প্রতিষ্ঠ উকিল ছিলেন এবং অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও দক্ষ জমিদার / প্রশাসক ছিলেন। তাঁহারা তখন রাণীগঞ্জে থাকিতেন।

ক্ষেত্রনাথ সরকার ও বিপিনবিহারী সরকার শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অত্যন্ত আদরের ও গৌরবের পাত্র ছিলেন। শ্রীল ঠাকুর মহাশয় নামহট্ট প্রচারের জন্য তাঁহাদের আমলাজোড়া বাটিতে আসিতেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত তাঁহাদের কখন হইতে এবং কিভাবে যোগাযোগ হইয়াছিল তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হয় নাই। তবে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের স্বলিখিত জীবন-চরিত হইতে জানা যায় যে, ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন চম্পারণ হইতে বদলি হইয়া পুরীতে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদে যোগদান করেন তখন পুরীতে আমলাজোড়ার ক্ষেত্রবাবুদের যে একটি বাসা ছিল তাহা অম্বিকা বাবু (ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট) চলিয়া যাওয়ায়

খালি হইলে তিনি সেই বাসাটি লইয়া কিছুদিনের জন্য সেখানে বাস করিয়াছিলেন। অনুমান করা যায় যে সেই উপলক্ষে আমলাজোড়ার ক্ষেত্রবাবুদের সহিত তাঁহার প্রথম পরিচয় হয় এবং শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন ১৮৮৯ সালে ৫ই সেপ্টেম্বর টাঙ্গাইল হইতে বর্দ্ধমান বদলি হইয়া আসেন, সেই সময় তিনি মাঝে মাঝে আমলাজোড়া ও তৎ-পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে নামহট্ট প্রচারের জন্য আসিতেন।

ইং ১৮৯০ সালের ১৮ই অক্টোবর শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমলাজোড়া গ্রামে আগমন করিয়া গোপালপুর ও আমলাজোড়ায় বক্তৃতা প্রদান করেন। ঐ সময় রানীগঞ্জ, বরাকর ও দূর্গাপুরে ঠাকুর মহাশয় হরিকথা কীর্ত্তন ও সংকীর্ত্তন মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া ২০শে অক্টোবর বর্দ্ধমানে ফিরিয়া যান। ঐ তারিখেই তিনি রানী-গঞ্জে বদলির আদেশ পাইয়া কিছুদিন রাণীগঞ্জে কর্ম্মরত ছিলেন। ২৫শে নভেম্বর তিনি রাণীগঞ্জ হইতে দিনাজপুর বদলি হন। রাণীগঞ্জে থাকাকালে তাঁহার উক্ত সরকার ভ্রাতৃদ্বয়ের সহিত আরও ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগের সুযোগ হয়। সেই সূত্রেই উক্ত সরকার মহোদয়-দ্বয় আমলাজোড়া গ্রামে মঠ নির্ম্মাণ ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠায় উদ্বুদ্ধ হন। গ্রামের সমস্ত কায়স্থ পরিবারই এই উদ্যোগে সামিল হন ও সেবাকার্য্যে সহায়তা করেন।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম ঃ—

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ৯ই মার্চ, ১২৯৯ বঙ্গাব্দের ২৮শে ফাল্গুন, বুধবার একাদশী তিথিতে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রামসেবক চট্টোপাধ্যায় ভক্তিভৃঙ্গকে লইয়া শ্রীধাম বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা

করেন। সেইদিন আমলাজোড়া গ্রামে শ্রীক্ষেত্রনাথ সরকার ভক্তি-নিধি মহাশয়ের ভবনে থাকিয়া বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সহিত হরিবাসরে সারারাত্রি জাগরণ পূর্ব্বক হরি-নাম সংকীর্ত্তন করেন ও তৎপর দিবস বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সভাপতিত্বে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আমলাজোড়া গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে একটি উদ্যানের মধ্যে শ্রীশ্রীপ্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ সজ্জন তোষণী ৪র্থ খণ্ডের সম্পাদকীয় স্তম্ভে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ ৮ম বর্ষের গৌড়ীয় হইতে নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

"আমলাজোড়া নিবাসী শ্রীনামহট্টের দণ্ডীদার শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও বিপিনপতি শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী ভক্তিরত্নের যত্নে উক্ত প্রপন্নাশ্রম উক্ত গ্রামের একটি উদ্যানের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছে। ঐ গ্রামের ব্রাজক বিপণী শ্রীযুক্ত রমানাথ মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত গদাধর প্রসাদ মজুমদার তথা শ্রীনামহট্টের জমাদার শ্রীযুক্ত শ্যামসুন্দর সরকার এবং ভক্তবর শ্রীসিতিকণ্ঠ সরকার প্রভৃতি বহুতর ভক্ত সর্ব্বতোভাবে উক্ত বিপণিপতি মহাশয়ের সহায়তা করিয়াছেন। উক্ত মহোদয়-দিগের ইচ্ছামতে আমরা বিগত ২৮শে ফাল্গুন তারিখে উক্ত গ্রামে উপস্থিত ছিলাম। পূর্ব্বরাত্রে একাদশী জাগরণের পর প্রাতে ৮ ঘটিকার সময় গ্রামস্থ সমস্ত ভক্তবৃন্দ মহাসমারোহের সহিত কীর্ত্তনে বাহির হইলেন। পরম পূজ্যপাদ শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া সকলে প্রপন্নাশ্রমে পৌঁছিলেন। তথায় কীর্ত্তন

সময়ে বাবাজী মহারাজের যে সকল ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তাহা বর্ণনা করা যায় না। শতবর্ষের উর্দ্ধ বয়সে যে প্রেমানন্দে সিংহের মত নৃত্য করা এবং মধ্যে মধ্যে "নিতাই কি নাম এনেছেরে। নাম এনেছে নামের হাটে শ্রদ্ধামূল্যে নাম দিতেছেরে", "দয়াল নিতাই আমার জগার মার খেয়ে প্রেম দেয় রে"—ইত্যাদি ধুয়া অবলম্বন করিয়া অজস্র ক্রন্দন ও ভূমিলুণ্ঠন সময়ে তথায় একটি আশ্চর্য্য দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা অন্যত্র দেখা যায় না। বাবাজী মহারাজের ভাব দর্শনে এবং কীর্ত্তনে নিমগ্ন হইয়া সকলেই প্রায় অশ্রুপুলকে পরিপূর্ণ ও ভাবে গদগদ হইয়া বহুক্ষণ নৃত্য করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে কীর্ত্তন স্থগিত হইলে সংক্ষেপে নামহট্ট বিষয়ে একটি বক্তৃতা হইল। বাবাজী মহারাজ বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া আজ্ঞা প্রদান করিলেন। বিপনিপতি মহাশয় বাবাজী মহারাজের অনুমত্যানুসারে তদ্দিবসেই প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাপ্ত করিলেন।"

পরে বাংলা ১৩৩৪ সালে আমলাজোড়া গ্রামের ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অধিবাসী সজ্জনবৃন্দের উদ্যোগে ও আন্তরিক চেষ্টায় শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের প্রতিষ্ঠিত প্রপন্নাশ্রমের ভূমিতেই একটি সুরম্য মন্দির ও সেবকখণ্ড আদি নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ মন্দিরেই ১৩৩৪ সাল, ২২শে অগ্রহায়ণ, ইংরাজি ৮ই ডিসেম্বর, ১৯২৭, তারিখে পূর্ণিমা তিথিতে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিতে বিপুল নামসংকীর্ত্তন-সুখে মহামহোৎসবে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরা ভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠাকার্য্য অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ঐ সময় শ্রীচৈতন্যমঠের

প্রচারকগণ তথা শ্রীভক্তিবিবেক ভারতী মহারাজ, শ্রীভক্তিবৈভব সাগর মহারাজ, শ্রীঅতুলচন্দ্র দেবশর্ম্মা (ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী), শ্রীকুঞ্জবিহারী বিদ্যাভূষণ ভক্তিশাস্ত্রী (ভাগবত রত্ন) প্রমুখের উপস্থিতিতে সেখানে ৩ দিন ব্যাপী বৈষ্ণব সম্মেলন ও সংকীর্ত্তন মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হইয়াছিল এবং তিন সহস্র বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও নানাস্থান হইতে আগত ব্যক্তিগণকে কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছিল।

সেই সময় মন্দিরটি একটি নিভৃত প্রদেশে উদ্যান পরিবেষ্টিত ছিল। সম্মুখে শস্যশ্যামল প্রান্তর, দূরে একটি গণ্ডশৈলের মনোরম দৃশ্য, পার্শ্বে আম্রকাননের ঘন সমাবেশ প্রভৃতি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে ঐ স্থানটি অতি রমণীয় ছিল। বর্ত্তমানে সেই আম্রকাননের চিহ্ন-মাত্রও অবশিষ্ট নাই, ফলে ঐ স্থানটির পূর্ব্বশ্রী বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

প্রপন্নাশ্রমের এই স্থানটি ছোটবাবুদের বাগান (দক্ষিণ বাগান) বলিয়া পরিচিত ছিল এবং ৺ক্ষেত্রনাথ সরকার ও ৺বিপিনবিহারী সরকারের অভিলাষ অনুসারে তাঁহাদের পরবর্ত্তী ওয়ারিস শ্রীযোগীন্দ্র-লাল সরকার ও শ্রীমতী চারুশীলা সরকার ঐ জায়গা প্রপন্নাশ্রম নির্ম্মাণের জন্য দান করিয়াছিলেন। ক্রমে ক্রমে আরও অনেকে মঠের সংলগ্ন বাগানের জমি ও সেবার জন্য চাষের জমি দান করিয়াছেন।

১৩৩৪ সালে যে মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা বর্ত্তমান শ্রীমন্দিরের মত ছিল না। দুটি পাশাপাশি বিরাট দালান বাড়ী,

ভূমি হইতে এক গলা উঁচুতে মেঝে ছিল। একটিতে শ্রীবিগ্রহ ছিলেন এবং পূর্ব্ব পাশের ঘরটিতে শ্রীল প্রভুপাদের পালঙ্ক ও আলেখ্যাদি থাকিত। পিছনে ভোগমন্দির, সেবকখণ্ড ও বারান্দা ছিল। শ্রীমন্দিরের সম্মুখে একটি নাট্যমন্দির নির্ম্মিত হয়। পূর্ব্বেকার মন্দিরে মার্বেল প্রস্তরে নির্ম্মিত একটি বড় বেদীর উপর চূড়াবিশিষ্ট চন্দ্রাতপ শোভিত কাঠের বড় সিংহাসনের উপর শ্রীবিগ্রহগণ স্থাপিত ছিলেন। ঐ মার্বেল প্রস্তরের বেদীটীর গাত্রে ৺ক্ষেত্রনাথ সরকারের একমাত্র পুত্র মন্মথ সরকারের পত্নী নগেন্দ্রবালা দাসীর নাম খোদিত ছিল। প্রপন্নাশ্রমের উপরিউক্ত মন্দিরাদি আমলাজোড়া গ্রামেরই বাসিন্দা প্রয়াত রাখাল মিস্ত্রী কর্ত্তৃক অত্যন্ত নিষ্ঠা ও যত্নের সহিত নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং তদানীন্তনকালে তাহার স্থাপত্য শিল্প ভূয়সী প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছিল।

—০—

শ্রীপ্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও তদুপলক্ষে মহোৎসবাদির বিবরণ যাহা গৌড়ীয় পত্রিকার ৬ষ্ঠ খণ্ড—১৮ সংখ্যায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহারই কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল :—

গৌড়ীয় পত্রিকার প্রতিলিপি—

" গৌড়ীয় —৬ষ্ঠ খণ্ড—১৮ সংখ্যা

গত ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩৩৪ সাল, পূর্ণিমা তিথিতে সর্ব্বগ্রাস চন্দ্রগ্রহণের রাত্রিতে বিপুল শ্রীনামসংকীর্ত্তন-মহোৎসব মুখে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়া নামক স্থানে শ্রীপ্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা ও শ্রীগৌরসুন্দরাভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীরাধাগোবিন্দ অধিষ্ঠিত হইলেন। আমলাজোড়া স্থানটী পরম তীর্থস্বরূপ, কারণ এই স্থান গৌরজনগণের পদাঙ্ক দ্বারা রঞ্জিত হইয়াছে—

"যে স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।
সেই স্থান হয় অতি পুণ্যতীর্থময়॥"

(চৈঃ ভাঃ অ ২।৫১)

এই আমলাজোড়া গ্রামে বৈষ্ণব-সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস মহারাজ এবং ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ফাল্গুন মাসে শ্রীধাম বৃন্দাবন গমনকালে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং এইস্থানে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীল জগন্নাথ প্রভুর সহিত হরিবাসর দিবসে অহোরাত্র সংকীর্ত্তনে যাপন করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীজগন্নাথ প্রভুর সেই হরিবাসর দিবসে সংকীর্ত্তন মধ্যে ঠাকুর ভক্তি-বিনোদের সহিত যে উদ্দণ্ডনৃত্য ও অপ্রাকৃত ভাবাবলীর প্রকট

হইয়াছিল, তাহা যাঁহারা দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাই সেই কথা অনুভব করিতে পারিবেন। অপরের সেই দৃশ্য ভাষায় ব্যক্ত করিবার সামর্থ্য নাই। এই আমলাজোড়া গ্রামে নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের স্নেহমৈত্রীর আদর্শ-পাত্র পরলোকগত পরম ভাগবত শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ সরকার ও শ্রীযুক্ত বিপিন বিহারী সরকার মহোদয়-দ্বয়ের ভবনে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর আগমন করিয়া ইষ্টগোষ্ঠী ও সংকীর্ত্তনাদিতে রত থাকিতেন। পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্যবর্য্য ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরও সপার্ষদে এই স্থানে আগমন করিয়া স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট হরিকথা কীর্ত্তন ও অনুগত ভক্তমণ্ডলীর দ্বারা হরিকথা প্রচার করাইয়াছেন। স্থানীয় ভক্তগণের একান্ত অভিলাষ ও উদ্‌যোগে এই গৌরজন-কৃপা কটাক্ষ-বর্ষিত তীর্থে একটী মনোরম স্থানে শ্রীপ্রপন্নাশ্রম ও শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এতদুপলক্ষে শ্রীচৈতন্য-মঠের প্রচারকগণ এই স্থানে বিরাট সংকীর্ত্তন-মহোৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। পার্শ্ববর্ত্তী বিভিন্ন স্থানের বহু বৈষ্ণব ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মহোৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। তিন সহস্র বৈষ্ণব, ব্রাহ্মণ ও নানাস্থান হইতে আগত ব্যক্তিগণকে অকাতরে কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ বিতরণ করা হইয়াছে।"

তখনও পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমূর্ত্তি সেখানে প্রতিষ্ঠিত হন নাই। সেজন্য আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমের সেবকবৃন্দ প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের অধিষ্ঠান প্রার্থনা করিয়া বহুদিবস যাবৎ শ্রীল প্রভুপাদের উপস্থিতি বাঞ্ছা করিলে সজ্জনবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে শ্রীল প্রভুপাদ

স্বীয় অনুগমগুলীর সহিত ১৩৩৬ সালের ১১ই আশ্বিন, ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২৯, শুক্রবার, আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে শুভবিজয় করেন এবং তৎপর দিবস ১২ই আশ্বিন (১৩৩৬), ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯২৯), শনিবার ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আজ্ঞায় শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের যথাবিহিত অভিষেক ও প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন।

এতৎ প্রসঙ্গে তদানীন্তন্ গৌড়ীয় পত্রিকায় যাহা প্রকাশিত হইয়াছিল তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা হইল।

গৌড়ীয়—৯ম বর্ষ—১৯শ সংখ্যা

" বৰ্দ্ধমান জেলার আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে আমলাজোড়া ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের ভক্তবৃন্দের আগ্রহাতিশয্যে সপার্ষদ ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ গত ১১ই আশ্বিন, ১৩৩৬ সাল, ইং ১৯২৯ খৃঃ ২৭শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার, রাত্রিকালে হাওড়া ষ্টেশন হইতে বাষ্পীয় যানারোহনে রাজবাঁধ নামক ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। ষ্টেশনে গাড়ী পৌঁছিবার পূর্ব্ব হইতেই বহু সজ্জন বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা রচনা করিয়া আনন্দ জয়ধ্বনি করিতেছিলেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য নানাপ্রকার ঐক্যতান বাদ্যের রোলে চতুর্দিক মুখরিত হইয়াছিল। ভক্তগণের আর্ত্তিপূর্ণ উচ্চ সংকীর্ত্তন গুরু-গৌরাঙ্গের আগমনীর আরতি করিতেছিল। উজ্জ্বল আলোকমালা নিশার অন্ধকার বিদূরিত করিয়া সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার শোভা বৰ্দ্ধন করিতেছিল; এমন সময় শ্রীল প্রভুপাদের বাষ্পীয় যান ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। ভক্তগণ ওসজ্জন-

বৃন্দ দ্বিগুণতর উচ্চকণ্ঠে গুরু-গৌরাঙ্গের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। চতুর্দ্দিক হইতে শ্রীল প্রভুপাদের-পাদপদ্মে অজস্র পুষ্পবৃষ্টি হইতে থাকিল। আচার্য্য দর্শনে গ্রামবাসী ও বিভিন্ন স্থানের সজ্জনবৃন্দ ছিন্ন কদলীর ন্যায় ভূলুণ্ঠিত হইলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ-মহারাজকে অগ্রণী করিয়া ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তি সারঙ্গ গোস্বামী প্রভু প্রভৃতি প্রচারকবৃন্দ প্রভুপাদকে বন্দনা করিলেন এবং বিবিধ পুষ্পমালা শোভিত তড়িদ্‌যানে প্রভুপাদকে আরোহণ করাইয়া গ্রামের রাজপথের মধ্য দিয়া সংকীর্ত্তন শোভা-যাত্রার সহিত আচার্য্যের অনুগমন করিতে লাগিলেন। এইরূপ বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা আমলাজোড়া গ্রামের ইতিহাসে এই সর্ব্বপ্রথম। তখনও রাত্রি রহিয়াছে, ভূমণ্ডলে আলো প্রবেশ করে নাই। কিন্তু গ্রামবাসী আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এরূপ বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রার শ্রীনাম কীর্ত্তনের উচ্চরোলে আকৃষ্ট হইয়া শয্যা ও গৃহাদি ত্যাগ পূর্ব্বক আচার্য্য দর্শনে সমুৎকণ্ঠিত হইয়াছেন। প্রত্যেক গৃহদ্বার ও চতুর্দ্দিক হইতে অজস্রধারারে পুষ্পবৃষ্টি হইতেছিল ; লোক-সঙ্ঘ সাষ্টাঙ্গ প্রণত হইয়া আচার্য্যের বন্দনা করিতেছিলেন। এইরূপে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা ক্রমে ক্রমে গ্রাম অতিক্রম করিয়া প্রপন্নাশ্রমের সমীপে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রপন্নাশ্রমস্থিত ভক্তগণ আচার্য্য অভ্যর্থনার জন্য ফল-পুষ্পাদি শোভিত তোরণ রচনা করিয়াছিলেন। সপার্ষদ শ্রীল প্রভুপাদ বিদ্যুৎ-যান হইতে অবতরণ করিয়া প্রপন্নাশ্রমে প্রবিষ্ট হইলেন এবং ভূলুণ্ঠিত হইয়া শ্রীমন্দিরের সম্মুখে দণ্ডবৎ প্রণাম করিতে করিতে অদ্ভুত ভাবাবেশে আবিষ্ট হইলেন। মনে হইল

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ও ওঁ বিষ্ণুপাদ বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথের সংকীর্ত্তন-স্থলী প্রভুপাদের হৃদয়ে এক মহাবিপ্রলম্ভ-ভাবের উদ্দীপনা করিয়া দিতেছে। প্রভুপাদ শ্রীমন্দিরাদি প্রদক্ষিণ করিয়া ভক্তগোষ্ঠী মধ্যে হরিকথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। তখনও অরুণোদয় হয় নাই ; কিন্তু প্রপন্নাশ্রম লোকে লোকারণ্য হইয়াছে। প্রভুপাদ কোন প্রকার বিশ্রামাদির অপেক্ষা না করিয়াই অনর্গল হরিকথা-তরঙ্গিণী প্রবাহিত করিতে লাগিলেন।

তৎপর দিবস ১২ই আশ্বিন (১৩৩৬), ২৮শে সেপ্টেম্বর (১৯২৯), শনিবার, ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদের আজ্ঞায় শুদ্ধ ভক্তগণ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের যথাবিহিত অভিষেক ও প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন করেন। ঐদিন অপরাহ্ণে বিরাট সভার অধিবেশন হয়। পার্শ্ববর্ত্তী উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ, বি. এ., প্রখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রলাল সরকার, বি. এল., শ্রীযুক্ত যমুনা বিহারী মজুমদার, বি. এ., প্রভৃতি কতিপয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সাধারণের পক্ষ হইতে শ্রীল প্রভুপাদকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করিয়াছিলেন। ওঁ বিষ্ণু-পাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের সভাপতিত্বে যে সভা হইয়াছিল তাহাতে ত্রিদণ্ডিস্বামী বাগ্মীবর শ্রীমদ্ভক্তিহৃদয় বন মহারাজ, 'গৌড়ীয়ের' সম্পাদক শ্রীসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ আমলাজোড়া গ্রামে ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদ প্রভৃতি আচার্য্যবৃন্দের শুভবিজয়, ভক্তিনিধি

শ্রীক্ষেত্রনাথ, ভক্তিরত্ন শ্রীবিপিনবিহারী, শ্রীভক্তিবিলাস ঠাকুর, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শ্রীরূপ পুরী মহারাজ প্রভৃতি মহাত্মাগণের আবির্ভাব ক্ষেত্র ও শ্রীল জগন্নাথ ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদের দ্বারা প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল পরমহংস ঠাকুরের আদেশে এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীবিশ্ববৈষ্ণব রাজসভার উদ্দেশ্যে ও আদর্শের বিষয় অল্প কথায় কীর্ত্তিত হইয়াছিল। সভাপতি প্রবর প্রভুপাদ সভাপতির অভি-ভাষণরূপে প্রায় ৩ ঘণ্টাকাল উপদেশপূর্ণ হরিকথা কীর্ত্তন করিয়া-ছিলেন। ১২ই আশ্বিন, শনিবার দিবস বিরাট মহোৎসব হইয়াছিল। তদুপলক্ষে আমলাজোড়া গ্রাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী বহুস্থান হইতে সহস্র সহস্র লোক উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। প্রাচীন ব্যবহারবিৎ স্বধর্ম্মপরায়ণ শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রলাল সরকার, বি. এল., পলাশডাঙ্গা স্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ, বি. এ., প্রমুখ ব্যক্তিগণের উৎসাহ ও আন্তরিক ইচ্ছায় আমলাজোড়া প্রপন্না-শ্রমের নিত্যসেবার স্থায়ী সুবন্দোবস্তের জন্য স্থানীয় অনেক ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বিভিন্ন সেবাভার গ্রহণে স্বেচ্ছায় সম্মতি প্রদান করিয়াছেন।"

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী প্রভুপাদ ইহার পূর্ব্বেও আমলা-জোড়া গ্রামে শুদ্ধভক্তি প্রচারোদ্দেশ্যে সপার্ষদ শুভবিজয় করিয়া-ছিলেন। তন্মধ্যে বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালের আশ্বিন মাসে শ্রীপাদ হৃদয়চৈতন্যদাস অধিকারী প্রভুর (পরে শ্রীল ভক্তিশ্রীরূপ পুরী মহারাজ) ভবনে সপার্ষদ শুভবিজয় করিয়া সেখানে দুইদিন ভিক্ষা গ্রহণের বিবরণ শ্রীল পুরী মহারাজের 'সৎগুরু পদাশ্রয় ও গৃহে থাকিয়া

হরিভজন' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। আমলাজোড়া গ্রামের এইরূপ দুর্লভ সৌভাগ্য দূর দূরান্তরের বহুলোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

এই গ্রামের ক্ষেত্রনাথ সরকার ও বিপিনবিহারী সরকার মহোদয়-দ্বয় শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এবং শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গ লাভের জন্য ও তাঁহাদের শ্রীমুখ হইতে ভাগবত কথা শ্রবণের জন্য কিরূপ লোলুপ ও আগ্রহ বিশিষ্ট ছিলেন তাহার কিছু পরিচয় 'পরম-গুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। তাঁহারা শ্রীল ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের ভজনস্থলী নবদ্বীপ ধামের অন্তর্গত শ্রীগোদ্রুমদ্বীপের স্বানন্দসুখদ-কুঞ্জের পার্শ্বে কুটীর (প্রত্যুম্ন কুঞ্জ) করিয়া বাস করিতেন এবং কখন কখন শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের আবির্ভাব স্থান শ্রীমায়াপুরের যোগপীঠে অবস্থান করিয়া শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমুখ হইতে শ্রীবৃহদ্ভাগ-বতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতেন। 'পরম গুরু শ্রীগৌরকিশোর' গ্রন্থ হইতে সেই সম্বন্ধে কিয়দংশ উদ্ধৃত করা হইল :—

"মহাভাগবত শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু স্বানন্দসুখদ কুঞ্জে শ্রীমদ্ভক্তি-বিনোদ ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে আসিতেন। অপরাহ্ন ৩টার সময় আসিয়া ৫টা পর্যান্ত শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ করিয়া চলিয়া যাইতেন। মধ্যে মধ্যে স্বানন্দসুখদকুঞ্জের পার্শ্বে বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত আমলাজোড়াবাসী শ্রীক্ষেত্রনাথ ভক্তিনিধি ও শ্রীবিপিন বিহারী ভক্তিরত্ন মহাশয়গণের প্রত্যুম্নকুঞ্জের কুটীরে নানা-স্থান হইতে কাষ্ঠ ও পরিত্যক্ত মৃদ্ভাণ্ড সংগ্রহ করিয়া রাখিতেন। প্রত্যুম্নকুঞ্জের সমস্ত বারান্দাটি ঐরূপ সংগৃহীত কাষ্ঠস্তূপে ও মৃদ্ভাণ্ডে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল।

আমলাজোড়া-বাসী সরকার মহাশয়গণের নিকট হইতে দক্ষিণ কলিকাতা নিবাসী পরলোকগত শরৎচন্দ্র বসু মহাশয় পূর্ব্বোক্ত প্রদ্যুম্নকুঞ্জের স্থানটি গ্রহণ করিলে শ্রীল গৌরকিশোর প্রভু স্বানন্দ-সুখদকুঞ্জের কোনস্থ কুটীরেই থাকিতেন এবং তন্নিকটবর্ত্তী প্রাঙ্গণে বসিয়া হরিনাম করিতেন।"

"শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর একবার বৈশাখ মাসে পূর্ণ একমাসকাল শ্রীল সনাতন গোস্বামী প্রভুর শ্রীবৃহ-দ্ভাগবতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। শ্রীগৌরকিশোর প্রভু ও শ্রীক্ষেত্রনাথ সরকার ভক্তিনিধি মহাশয় শ্রীসরস্বতী ঠাকুরের শ্রোতা হইলেন।"

আমলাজোড়া গ্রামেরই শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীচরণাশ্রিত শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণদাস অধিকারী প্রভু ও শ্রীপাদ যতিরাজদাস অধিকারী (শ্রীল ভক্তিবিলাস ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র) প্রভু— উভয়েই প্রথম হইতে এই প্রপন্নাশ্রম মঠটির সহিত অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন এবং আজীবন ঐকান্তিক নিষ্ঠার সহিত মঠের নানা দায়িত্বপূর্ণ সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। তদানীন্তন সাপ্তাহিক গৌড়ীয় পত্রিকায় শ্রীপাদ হরে-কৃষ্ণদাস অধিকারী ও শ্রীপাদ যতিরাজদাস অধিকারীর নাম যথাক্রমে মঠরক্ষক ও সহকারী মঠরক্ষক বলিয়া উল্লেখিত আছে। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের একনিষ্ঠ সেবক শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ প্রভু নানাভাবে এই মঠের সেবায় যেরূপ পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছেন তাহার তুলনা অতি বিরল। তাঁহার একনিষ্ঠ ও নিষ্কপট গুরুসেবার উজ্জ্বল আদর্শ সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তিনি ও শ্রীপাদ যতিরাজ প্রভু শ্রীমায়াপুর ও

কলিকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে প্রত্যেকটি বড় বড় উৎসবে সক্রিয়ভাবে যোগদান করিয়া গুরু-সেবা ব্রত পালন করিতেন। সে সময় বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে অন্নকূট মহোৎসব মহা সমারোহের সহিত অনুষ্ঠিত হইত। প্রায় তিনশতাধিক রকম পদের ভোগ সামগ্রীর আয়োজন করা হইত। শ্রীল প্রভুপাদ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে তত্রস্থ প্রসিদ্ধ দ্রব্যগুলি অন্নকূট মহোৎসবের সেবার জন্য সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থা করিতেন। শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ প্রভুও তাঁহার চতুষ্পার্শ্ব এলাকা হইতে প্রসিদ্ধ দ্রব্যগুলি, যথা—রাজবাঁধের মণ্ডা, মানকরের বড়সাইজের কদমা, দুবরাজপুরের বড় সাইজের বাতাসা, অণ্ডালের বড় সাইজের জিলাপী এবং আরও অন্যান্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিয়া বাগবাজার গৌড়ীয় মঠে লইয়া যাইতেন।

এক সময়ে আমলাজোড়া গ্রামে বেরী বেরী রোগে আক্রান্ত হইয়া অনেকেরই জীবনান্ত হয়। শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ প্রভুর সহধর্মিণী শ্রীমতী দুলালী দাসীও সেই ভয়াবহ রোগে আক্রান্ত হন। শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ প্রভু তখন শ্রীমায়াপুরে উৎসবে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাকে আমলাজোড়া আসিবার জন্য সংবাদ পাঠাইলে তিনি গুরুসেবা ত্যাগ করিয়া আমলাজোড়া আসিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার সহধর্মিণীকে শ্রীমায়াপুরে পাঠাইয়া দিবার নির্দ্দেশ দেন। শ্রীমতী দুলালীদাসী অসুস্থ অবস্থায় শ্রীমায়াপুরে নীত হইলে শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে তাঁহার উপযুক্ত সেবা শুশ্রুষা ও উত্তম পথ্যাদির সুব্যবস্থা করিয়া দেন। শ্রীল প্রভুপাদের কৃপা-আশীর্ব্বাদে তিনি এই দুরারোগ্য ব্যাধির কবল হইতে নিষ্কৃতি পান ও সুস্থ হইয়া উঠেন। সকলের

শিক্ষার জন্য শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণ প্রভু গুরুসেবার এইরূপ উজ্জ্বল আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে নূতন মন্দিরাদি নির্ম্মাণ ঃ—

কালক্রমে আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমের পুরাতন মন্দির ও ভোগমন্দিরাদি জীর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত হইলে তৎস্থলে নূতন করিয়া মন্দিরাদি নির্ম্মাণের প্রয়োজন হয়। তখন শ্রীপাদ হরেকৃষ্ণদাস অধিকারী প্রভুর ঐকান্তিক অভীষ্টানুসারে তাঁহার একমাত্র কন্যা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা-প্রাণা শ্রীমতী সুধারাণী গড়াই কর্ত্তৃক ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে শ্রীমন্দির ও ভোগমন্দিরাদি অভিনব সাজে পুনঃ নির্ম্মিত হয়। নূতন শ্রীমন্দিরগাত্রে প্রোথিত নিম্নে বর্ণিত মার্বেল প্রস্তরের ফলকটি স্মারক হিসাবে তাঁহার একনিষ্ঠ গুরুসেবার কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছে। যথা ঃ—

" শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অনুপ্রেরণায় এবং পিতা শ্রীযুত হরেকৃষ্ণ দাসাধিকারী ও মাতা শ্রীযুক্তা দুলালী দাসীর অভীষ্টানুসারে আমলা-জোড়া শ্রীশ্রীপ্রপন্নাশ্রম মঠের শ্রীমন্দির ও ভোগ মন্দির পুনঃ নির্ম্মিত হইল।

শ্রীগুরু পূর্ণিমা তিথি
২৬শে আষাঢ়
১৩৭৫ বঙ্গাব্দ
গৌরাব্দ ৪৮২

ভক্তপদরজ প্রার্থী
শ্রীমতী সুধারাণী গড়াই
স্বামী শ্রীযুত ষষ্ঠীনারায়ণ গড়াই
আসানসোল। "

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-সেবা প্রাণা শ্রীযুক্তা সুধারাণী গড়াই কেবল এই মন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিয়া দেন নাই, তাঁহার পিতার অপ্রকটের পর হইতে তিনি এই প্রপন্নাশ্রমের সুষ্ঠু সেবা সম্পাদন ইত্যাদি বিষয়ে নিজেকে সক্রিয় ও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রাখিয়াছেন। এইরূপে আমলা-জোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠের এবং আরও অন্যান্য মঠের নানাবিধ সেবা করা ছাড়াও তিনি তাঁহার আত্মীয় স্বজন, কুটুম্ব, প্রতিবেশী ও পরিচিত বহুলোককে, বিশেষ করিয়া মহিলাদিগকে, এই সংসারের অনিত্যতার কথা এবং মনুষ্য জীবনে হরিভজনের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে সৎগুরুর শ্রীচরণাশ্রয় করিবার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করিয়াছেন ও করিতেছেন। তাঁহারই প্রেরণায় অনেকেই সৎ গুরুর চরণাশ্রয় করিয়া ধন্য হইয়াছেন। এইটি তাঁহার একটি বিশেষ দান। তাঁহারই প্রেরণায় তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা রমা গড়াই পরম আরাধ্যতম শ্রীল গুরুমহারাজের নিকট হরিনাম গ্রহণ করিবার পর তিনি তাঁহার কন্যাকে হরিভজন ও গুরুসেবা বিষয়ে নানাভাবে শিক্ষা দিতেন। শ্রীল গুরুমহারাজ ইহাতে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া একদিন বলিয়া-ছিলেন যে, শ্রীযুক্তা সুধারাণী প্রকৃত শিক্ষাগুরুর কার্য্য করিতেছে। মহতের সেই কৃপাশীর্ব্বাদেই এইভাবে বদ্ধজীবকে মায়ার কারাগার হইতে বাহিরে আনিয়া ভগবদ্ উন্মুখী করিবার বিশেষ প্রেরণা শ্রীযুক্তা সুধারাণীর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়াছে। শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—"মহামায়ার দূর্গের মধ্য হইতে একটা লোককে যদি বাঁচাইতে পার, তাহা হইলে অনন্ত কোটি হাসপাতাল করা অপেক্ষা তাহাতে অনন্তগুণে পরোপকারের কাজ হইবে।" শ্রীযুক্তা সুধারাণী

শ্রীল প্রভুপাদের সেই বাণীর অনুসরণ করিতেছেন।

শ্রীযুক্তা সুধারাণী গড়াই ও তাঁহার কন্যা শ্রীযুক্তা রমা গরাইএর শিক্ষা ও প্রেরণায় শ্রীযুক্তা রমা গড়াইএর চারি কন্যাই সৎগুরুর চরণাশ্রয় করিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত হরিভজনে আত্মনিয়োগ করিয়াছে এবং কৃষ্ণনগরে তাহাদের গৃহটিকে 'ভাগবত আশ্রমে' পরিণত করিয়া হরিসেবায় রত থাকিয়া স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে হরি-ভজনই যে মনুষ্য জীবনের অবশ্য কর্ত্তব্য আচরণ মুখে সেই আদর্শ পালন করিতেছে।

"যে দিন গৃহে, ভজন দেখি,
গৃহেতে গোলোক ভায়।"

গৃহে থাকিয়া তাহারা উক্ত মহাজন বাণীরই অনুসরণ করিতেছে।

শ্রীযুক্তা সুধারাণী গড়াইএর সঙ্গ, শিক্ষা ও ভজনাদর্শে অনু-প্রাণিত হইয়া তাঁহার আর একটী কন্যা, কুমারী মিতা গড়াই (মঞ্জুনালী দাসী), দুঃখকষ্টময় মায়ার সংসার বন্ধন স্বীকার করা অপেক্ষা হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাতে আত্মনিয়োগ করাকেই শ্রেয় পথ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছে এবং মাতা ও কন্যা উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায় আসনসোলের বাসভবনটি হরি-গুরু-বৈষ্ণব সেবাময় গৃহে পরিণত হইয়াছে। অন্যান্য শুদ্ধ ভক্ত সঙ্ঘারামের মতই সেখানে নিয়মিতভাবে শ্রীশ্রীভগবানের সেবা, পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন ও উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হওয়ায় স্থানীয় ভক্তগণ, বিশেষরূপে মহিলা ভক্তগণ, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান করিবার এবং সেবাকার্য্যে অংশগ্রহণ করিবার

সুযোগ ও সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। এইরূপ শুদ্ধ হরিভজনময় পরিবেশের সংস্পর্শে থাকায় গৃহের পরিবার বর্গ ও পরিকরবর্গদের সকলেরই হৃদয়ে আত্মমঙ্গল লাভের চিন্তা উদিত হওয়া স্বাভাবিক।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমের মন্দিরাদি পুনঃ নির্ম্মাণের সময় শ্রীযুক্তা সুধারাণী গড়াই-এর স্বামী দানবীর শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীনারায়ণ গড়াই যে উৎসাহ ও তৎপরতার পরিচয় দিয়াছেন তাহা অতি প্রশংসনীয়। তাঁহার নানাপ্রকার কর্ম্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি প্রায়ই আসনসোল হইতে আমলাজোড়া আসিয়া নিজে এই নির্ম্মাণ কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিতেন এবং যাহাতে এই মন্দিরাদি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হয় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রাখিতেন। স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত ষষ্ঠীনারায়ণ গড়াই অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের সেবাকার্য্যে এবং লোকহিতকর কার্য্যে যেমন মুক্তহস্তে দান করিয়া গিয়াছেন তেমনই শুদ্ধভক্তির শিক্ষা ও প্রচার সংস্থা গৌড়ীয় মিশনের শুধু এই আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠটির জন্য নহে, মিশনের আরও নানা শাখামঠে তিনি স্বেচ্ছায় অকুণ্ঠভাবে নানাবিধ সেবা সম্পাদন করিয়া শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের অশেষ কৃপালাভে ধন্য হইয়াছেন। নবদ্বীপ মণ্ডলে শ্রীগোদ্রুমধামে শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গৌড়ীয় মঠের সর্ব্বত্রই এই দানবীর ষষ্ঠীবাবুর সম্পাদিত নানা সেবা-কার্য্যের নিদর্শন তাঁহাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছে। এইভাবে শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবা করিতে করিতে সেবার ফল-স্বরূপ তিনি মহান্ত গুরুর অভয় শ্রীচরণাশ্রয় লাভ করিয়া এই দুস্তর ভবসমুদ্র পার হইবার সহজ উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম মঠে বহুদিন হইতে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীরাধাবিনোদকিশোরজীউএর শ্রীবিগ্রহ সেবিত হইয়া আসিতেছেন। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীবিগ্রহ শ্রীল পুরীমহারাজ গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে প্রকট করিয়াছিলেন ; তাহার বিস্তৃত বিবরণ পূর্ব্বেই দেওয়া হইয়াছে। ১৩৩৪ বঙ্গাব্দে আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইবার পর হইতে অদ্যাবধি এই মঠটিতে শ্রীবিগ্রহগণের সেবা পূজা, পাঠ, কীর্ত্তন ও উৎসবাদি গৌড়ীয় মিশনের অন্যান্য শাখা মঠের ন্যায় নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। উৎসবাদিতে গ্রামের ও পাশাপাশি বিভিন্ন স্থান এবং দূর্গাপুর শিল্পাঞ্চল হইতে বহু শ্রদ্ধালু ভক্তগণ সপরিবারে আসিয়া যোগদান করেন এবং কীর্ত্তনমুখে মহাপ্রসাদ পাইয়া ধন্য হন। মঠটি প্রধান রাস্তার পার্শ্বেই অবস্থিত হওয়ায় দূর অঞ্চলের অধিবাসীগণ এই রাস্তার উপর দিয়া যাতায়াতের সময় মঠের সহিত যোগাযোগের সুযোগ পান এবং শুদ্ধভক্তির কথা জানিতে পারেন।

গৌড়ীয় মিশনের ভূতপূর্ব্ব আচার্য্য ও প্রেসিডেণ্ট নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশ্রীরূপ ভাগবত মহারাজ বহুবার এই আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রমে শুভবিজয় করিয়া গ্রামের ও পার্শ্ববর্ত্তী এলাকার সকলকে ভাগবত-ধর্ম্মের কথা শোনাইয়া কৃতার্থ করেন। গৌড়ীয় মিশনের বর্ত্তমান আচার্য্য ও প্রেসিডেণ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ পরমহংস ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সুহৃদ পরিব্রাজক মহারাজ এবং আরও বহু নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব মহাজনের পদরজে এই গ্রামটি অভিষিক্ত হইয়া ধন্য হইয়াছে। হরিকথা শুনিবার অপূর্ব্ব সুযোগ

থাকায় এই স্থানটি মহাতীর্থে পরিণত হইয়াছে। ক্রমশঃই এই প্রপন্নাশ্রম মঠটির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাইতে থাকায় এই গ্রামটীর পারমার্থিক গুরুত্বের কথা চিন্তা করিয়া এই অঞ্চলের সকলেই আমলা-জোড়া গ্রামের পরম সৌভাগ্যের কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। কোন অজ্ঞাত সুকৃতি-ফলে এই গ্রামেরই পবিত্র ভূমিতে ও শুদ্ধভক্তকুলে এই দীন সংকলকের জন্মলাভের সৌভাগ্যের জন্য নিজেকে বড়ই ধন্য মনে করিতেছি।

—o—

অনাদি কর্ম্মফলে ভবসমুদ্রে পতিত অবস্থা হইতে উদ্ধার লাভের জন্য শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের শ্রীপাদপদ্মে সকাতর প্রার্থনা ঃ—

(১)

অনাদি করম-ফলে, পড়ি' ভবার্ণব-জলে,
তরিবারে না দেখি উপায়।
এ বিষয়-হলাহলে দিবানিশি হিয়া জ্বলে,
মন কভু সুখ নাহি পায় ॥ ১ ॥
আশা-পাশ-শত-শত, ক্লেশ দেয় অবিরত,
প্রবৃত্তি-উর্ম্মির তাহে খেলা।
কাম-ক্রোধ আদি ছয়, বাটপাড়ে দেয় ভয়,
অবসান হৈল আসি' বেলা ॥ ২ ॥
জ্ঞান-কর্ম—ঠগ দুই, মোরে প্রতারিয়া লই,
অবশেষে ফেলে সিন্ধুজলে।
এ হেন সময়ে বন্ধু তুমি কৃষ্ণ কৃপাসিন্ধু,
কৃপা করি তোল মোরে বলে ॥ ৩ ॥
পতিত কিঙ্করে ধরি', পাদপদ্ম-ধূলি করি',
দেহ এ অধমে আশ্রয়।
আমি তব নিত্যদাস, ভুলিয়া মায়ার পাশ,
বদ্ধ হ'য়ে আছি দয়াময় ॥ ৪ ॥

(২)

কবে শ্রীচৈতন্য মোরে-করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদ-ছায়া ॥ ১ ॥

কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥ ২ ॥

গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণব-নিকটে।
দন্তে তৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥ ৩ ॥

কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥ ৪ ॥

শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥ ৫ ॥

বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ হেন পামর প্রতি হ'বেন সদয় ॥ ৬ ॥

অধমের নিবেদন বৈষ্ণব চরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥ ৭ ॥

—০—

জয় শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-বিনোদকিশোর জীউ কী জয়। জয় বৈষ্ণব সার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ ও শুদ্ধভক্তি প্রচারকবর শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সংকীর্ত্তনস্থলী আমলাজোড়া প্রপন্নাশ্রম কী জয়।

শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবের কৃপারেণু প্রার্থী—

দীন সংকলক

শ্রীগৌরদাস ঘোষ

শ্রীগুরুদত্ত নাম—**শ্রীগোবিন্দদাস অধিকারী**

সমাপ্ত

—০—